হিরণ্যগর্ভ
একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
২৮শে আশ্বিন, ১৪২৫

Hiranyagarbha
Volume 11, No. 3
हिरण्यगर्भ
एकादश वर्ष, तृतीय संख्या
तारिख-१५अक्टूबर,२०१८

২৮শে আশ্বিন, ১৪২৫ | 15th October, 2018

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	মাতা আনন্দময়ীর মধুর পরশ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	08
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	10
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	11
	ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিত	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	13
	শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	14
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	15
	দেবী বসুধা ও শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	16
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	17
	মহাপ্রস্থানের পথে	শ্রীসৌরভ বসু	18
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	20
	আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	21
	কোথায় তোমরা চলেছ?	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	22
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	23
हिन्दी विभाग ঃ—	माता आनन्दमयी का मधुर परश	श्रीमती ज्योति पारेख	26
	महाप्रस्थान के पथ पर	श्रीमती ज्योति पारेख	29
	देवी वसुधा और श्रीकृष्ण	श्रीमती ज्योति पारेख	31
	इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित	श्रीमती ज्योति पारेख	32
	आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी	श्रीमती ज्योति पारेख	33
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	34
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	35
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	36
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	37
	श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	39
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	40
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	41
English Section ঃ—			
	The Blissful Touch of Mata Anandamoyee	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	42
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	45
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	47
	Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	48
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	51
	Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	53

ISBN No. 978-81-935091-7-3 Cover : Sri Ram Worships Maa Durga with Mahabali Ravana as Priest

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

আশ্বিন প্রারম্ভের আকাশকটাহ বর্ষণমন্দ্রিত ঘন মেঘে আচ্ছাদিত থাকলেও, আনন্দময়ী মায়ের আগমনী ধ্বনি প্রকৃতির মনোকন্দরে অনুরণিত। সকল তমোনাশিনী আদ্যাশক্তির শুভ আবির্ভাবে অন্তর্লোক ও বহির্লোকের সকল তমসা দূরীভূত হয়ে নির্মল সূর্যালোকে বিশ্বচরাচর পুনরায় হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে — মৃদু সমীরণে কাশগুচ্ছ আবার হিল্লোলিত হবে মমতাময়ী মায়ের আগমনে।

হিরণ্যগর্ভের এ-বছরের পূজা সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করেছি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের রাতুল চরণে। কৃপানিধান শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী, পুরাণ-প্রসিদ্ধা অযোনিসম্ভবা দিব্য-নারী ব্রহ্মা-কন্যা 'অহল্যা'। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় মুনি গৌতমের হলাহল-শূন্য বিশুদ্ধ শক্তিসত্তা। ইনি সর্বসিদ্ধা, সর্বজন-আরাধ্যা ব্রহ্মজ্ঞা জননী — পরমব্রহ্ম বিশুদ্ধ-চৈতন্যরূপী শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শধন্যা মাতৃকাশক্তি।

প্রতি বছরের মতো এ-বছরও আমরা শারদীয়া পূজার ভক্তি-নির্মল আয়োজন করেছি শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমপ্রাঙ্গণে। পরমাপ্রকৃতি মায়ের চরণে প্রার্থনা করি যেন তাঁর ভক্তি বিনম্র আরাধনায়, মঙ্গলময় শঙ্খধ্বনিতে, গম্ভীর-মন্দ্র স্তোত্র-বন্দনায় আশ্রমপ্রাঙ্গণ পবিত্র হয়ে ওঠে উৎসবের দিনগুলিতে।

আজ শারদীয় মাহেন্দ্রক্ষণে বেজে উঠুক মঙ্গল শঙ্খ, চতুর্দিক আলোকিত করুক মঙ্গলদীপ, গম্ভীর-মন্দ্র ওঁকারধ্বনি উত্থিত হউক আমাদের অনাহত-কেন্দ্রে — বহিরঙ্গে বিশ্বচরাচরে। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের পঙ্কজচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি তাঁদের অহৈতুকী কৃপা — তাঁদের অনুকম্পায় অবারিত হউক আমাদের সাত্ত্বিক চিন্তন ও আধ্যাত্মিক উত্তরণ।।

— ওঁম্ হরি তৎ সৎ ওঁম্ —

One can already feel the subtle reverberations in nature that sound the clarion call to usher in the holy advent of Mother Goddess. With Her glorious advent, the pervading gloominess in nature and in our hearts would surely give way to glorious radiance. Plumes of kash flower would sway again in the breeze, proclaiming Her arrival.

This year, we have dedicated the Sharadiya edition of Hiranyagarbha to the lotus feet of Sree Sree Anandamoyee Maa. She is the incarnation of Adya Shakti, the Mother Goddess. She is the divine child of Brahma, the immortal Mother, the divine consort of the great sage Gautam, purest in heart and revered in the Puranas. Blessed by Bhagwan Shri Ram himself, she is the personification of purity and divine wisdom and revered by all in all the ages.

Like in the previous years, we would be celebrating Durga Puja in our Ashram this year too with dedication and piety. Let us pray to Mother Goddess to bless us so that the days of the festival become sublimely fulfilling through our prayers, chanting of the hymns, and our humble surrender and dedication.

As the conch shells herald the festivities, the lamps brighten up the environs with their radiance and the hymns rise in the air to invoke the blessing of Durga Maa, we, the devout disciples of Sree Sree Maa, offer our humble homage to the golden feet of hers and Sree Sree Anandamoyee Maa's, imploring them to anoint our parched souls with their profound compassion to help us in our spiritual journey forward.

মাতা আনন্দময়ীর মধুর পরশ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যে ঘটনাটি লিখিতে চলিয়াছি সেটি ১৯৮৭ সালের ২২শে মার্চ-এর ঘটনা। সেদিন রাত্রে কোনও কারণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছি, হঠাৎ পিছন হইতে কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়া গভীর আচ্ছন্ন চেতনাটি সজাগ করিয়া দিল! পিছন ফিরিতেই তিনি আমায় সজোরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন বলিয়া তাঁহার মুখাবয়বটি তখনও দেখিতে পাই নাই। প্রেমালিঙ্গনের তোড় সামলাইয়া যখন দুইজনে মুখোমুখি হইলাম দেখিলাম সেই সরল, স্নিগ্ধ মাধুর্য্যমণ্ডিত অতি পরিচিত মুখটি! পরনে সাদা শাড়ী লাল পাড়, কেশ উন্মুক্ত, গৌরবর্ণা, অপূর্ব মাধুর্য্য সম্পন্ন কোমল শান্ত দৃষ্টি নিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। একটুক্ষণ! সেই দিব্যাণী একখানি রূপার তার দিয়া গাঁথা অনেক বড় রুদ্রাক্ষের মালা আমার হস্তে দিলেন। তৎপরেই মালাটি আমার হস্ত হইতে লইয়া জোর করিয়া আমার গলায় পরাইলেন, তারপর দুই হস্তে পরাইলেন এবং সেই তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি তাঁহাকে বলিলাম, ''আমাকে কেন রুদ্রাক্ষ দিচ্ছ, আমি তো সন্ন্যাসী নই।'' হুড়াহুড়ির মধ্যেই হস্তে মালা বাঁধিতে বাঁধিতে তিনি বলিলেন —''কে বলে, তুমি সন্ন্যাসী নও? তুমি তো মায়া মুক্ত।'' — এই বলিয়াই কক্ষ হইতে দ্রুত উধাও হইয়া গেলেন। ইনিই সমগ্র জগৎবাসীর নিকট 'মাতা আনন্দময়ী' নামে সুপ্রসিদ্ধা, সর্বসিদ্ধা, সর্বজন আরাধ্যা ব্রহ্মজ্ঞা জননী।

মাতা আনন্দময়ী

আমার প্রেম-উথলিত হৃদয়পদ্মে নাড়া পড়িল। সেই কারণে পূর্বস্মৃতিও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে ধ্রুবা স্মৃতির কোষ তখনই জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং ধ্যানে উদ্ভাসিত হইল সেই পুরাণ-প্রসিদ্ধা অযোনিসম্ভবা দিব্য নারী ব্রহ্মা-কন্যা 'অহল্যা'র কথা। রামায়ণে আছে -''যস্মাৎ ন বিদ্যতে হল্যং'' — তাই তাঁহার নাম 'অহল্যা'। তিনি অদ্বিতীয় সুন্দরী ও সত্যপরায়ণা ছিলেন বলিয়া পরমপিতা ব্রহ্মা নাম দিয়াছিলেন 'অহল্যা'। অহল্যা সর্বকালে নিষ্পাপ ও নির্দোষ। সত্যে প্রতিষ্ঠিতা বলিয়া ব্রহ্মা জিতেন্দ্রিয় ঋষি মহর্ষি গৌতমের হস্তে অহল্যাকে সম্প্রদান করেন। দৈব-দুর্বিপাকে দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারা উৎপীড়িতা দেবী অহল্যা স্বামী গৌতম দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে পাষাণে পরিণত হইয়া তপস্যা করিতে থাকেন। তাড়কা বধের পরে মিথিলায় জনক সভায় যাবার পথে গৌতমের তপোবনে প্রবেশ করিলে বিশ্বামিত্র অহল্যার কাহিনী বিবৃত করিলে পরে তপোসিদ্ধা, তপোজ্যোতিতে দীপ্ত অহল্যাকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন এবং শ্রীরামের পবিত্র চরণ-স্পর্শে তিনি পুনর্জাগ্রতা হইলেন। তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণও দেবী অহল্যার পদধূলি গ্রহণ করেন; তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করেন এবং দেবতারা দেবী অহল্যার প্রসংশা করিতে থাকেন। ওদিকে হিমালয়ে মহর্ষি গৌতমেরও তপোভঙ্গ হয় এবং তথায় আবির্ভূত হইয়া তিনি শ্রীরামকে পূজা করিয়া, তাঁহাদের অতিথি সৎকার করিয়া অহল্যাকে লইয়া তপস্যা করিতে হিমালয়ে চলিয়া যান।

এই দেবী অহল্যাকে লইয়া পুরাণে বহু বিচিত্র কাহিনী আছে। তবে ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণকারী বলিয়া দেবী অহল্যার ও ঋষি গৌতম চরিত্র বা কাহিনীটিকে আত্মযোগ পর্য্যায়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং প্রজ্ঞাধ্যানে বুঝিতে পারা যায় যে শুদ্ধসত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় মুনি গৌতমের শক্তিসত্তা ছিলেন হলাহল-শূণ্য বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জিতা শক্তি 'অহল্যা'। সেই বিদ্যারূপিণী শক্তি গতিপথে ইন্দ্রিয়রূপী ইন্দ্র বা মন দ্বারা অজান্তে উৎপীড়িত হইলে পরে অবিদ্যা অংশে পতিত হইয়া অজ্ঞানতায় জড়বৎ প্রস্তররূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং শুদ্ধসত্ত্ব গৌতমরূপী স্বামী বা

চৈতন্যগুরু দ্বারা অভিশম্পাত প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ তপস্যায় আদি অবস্থায় উপনীত হইবার জন্যে ব্রতী হন। তপস্যান্তে পরমব্রহ্ম সনাতন বিশুদ্ধ-চৈতন্য সগুণ-ব্রহ্ম শ্রীরামের পদস্পর্শে অথবা আত্মচৈতন্যের প্রকাশের সংস্পর্শে আবার পরিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ অবস্থালাভ করিয়া জাগ্রতা হইলে, তখন সকলের পূজিতা হইলেন। সৃষ্টিতে প্রত্যেক যোগীসাধকের বা আত্মসত্তার সাধনমার্গে চলার পথে অহল্যার মত অবস্থা হইয়া থাকে।

দেবী অহল্যা প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাবান যোগীর স্বাভাবিকভাবেই আরও একটি উপাখ্যান মনে পড়ে। সেটি হইল 'সতী লক্ষ্মীদেবীর' কাহিনী। শ্রীবরদাচার্য্য ও লক্ষ্মীদেবী রামানুজ স্বামীর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীশৈল গমনের পথে অষ্টসহস্র গ্রামে বহু ধনবান ব্যক্তি ছিলেন যাহারা রামানুজস্বামীরই শিষ্য কিন্তু রামানুজ স্বামী কাহারও গৃহে ভিক্ষা স্বীকার না করিয়া বরদাচার্য্যর গৃহেই ভিক্ষা করিতেন। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় 'শ্রী' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইল এই 'লক্ষ্মীদেবীর' ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া। শ্রীবরদাচার্য্যের সতী-সাধ্বী পত্নীই 'লক্ষ্মীদেবী'। অতি দরিদ্র এই ব্রাহ্মণ দম্পতীর গুরুভক্তির দিব্য আকর্ষণেই রামানুজস্বামী তাঁহাদের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া উহাদেরকে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন। — শ্রীরামানুজ স্বামী বরদাচার্য্যের জীর্ণ কুটিরের সামনে গিয়া দেখিলেন, বাহিরে ছিন্নবস্ত্র শুকাইতেছে, কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত। তিনি বরদাচার্য্যের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। বরদাচার্য্য গৃহে না থাকায় তাঁহার স্ত্রী গৃহের ভিতর হইতে হাততালি দিয়া নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলে অন্তর্যামী রামানুজস্বামী বুঝিলেন লক্ষ্মীর অবস্থা। লক্ষ্মী তখন ছোট বস্ত্রখণ্ড পরিয়া জপ-ধ্যানে নিরত ছিলেন। তখন রামানুজস্বামী নিজ মস্তকস্থ পাগড়ী কুটির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে পাগড়ীর কাপড় পরিধান করিয়া লক্ষ্মী বাহিরে আসিয়া রামানুজস্বামীকে প্রণাম করিলেন। সতী-লক্ষ্মীকে আশীর্বাদ করিয়া রামানুজস্বামী বরদাচার্য্যের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মী জানাইলেন যে তিনি ভিক্ষার্থে বাহিরে গিয়াছেন। তখন রামানুজস্বামী বলিলেন যে সেদিন সদলবলে তাঁহারা বরদাচার্য্যের গৃহে অতিথি হইবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘরে গুরুদেবের সেবা পূজার্থ কিছু ছিল না আর বরদাচার্য্য যে ভিক্ষার্থে গিয়াছেন সেখান হইতে ফিরিলে মাত্র দুইজনের মতোই ভিক্ষালব্ধ চাল লইয়া আসিবেন কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি গ্রহণ করেন না। লক্ষ্মী ভাবিলেন — ''গুরুদেবের কৃপার সীমা নাই নচেৎ দীনহীন ভিখারীর কুটিরে কেন আসিবেন!'' অতএব শ্রীগুরুচরণ চিন্তা করিতে করিতে গুরুসেবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল যে অষ্টসহস্র গ্রামেরই এক ধনী বণিক কামভাবে লক্ষ্মীকে স্পৃহা করিত। লক্ষ্মী সতী সাধ্বী পতিব্রতা; লক্ষ্মী নিস্পৃহ; লক্ষ্মী সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল — লক্ষ্মী ভগবদ্ভক্তের মধ্যে অনন্যা। ভগবদ্ভক্তের মহিমা অপার। যেমন প্রভু তেমনি তাঁহার দাসী। ইঁহাদিগের সংসর্গে আসিলে কামী, ক্রোধী, লোভী পাতকী ব্যক্তিও দেবভাবে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। সতী লক্ষ্মী বণিকের নিকট গিয়া বলিলেন, ''আমার গুরুদেব কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে কুটিরে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সেবার্থে চাল, ডাল ইত্যাদি নানা সামগ্রী দরকার। সেইজন্যে আপনার নিকট আসিয়াছি।'' বণিক তো মহানন্দে তাহার প্রাণ পর্যন্ত দিতেও রাজী হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বলিলেন যে তিনি তাহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসেন নাই, দেহমূল্যে গুরুসেবার জিনিস কিনিতে আসিয়াছেন। লক্ষ্মী বণিককে কথা দিলেন, সেদিন সন্ধ্যার পর আসিবেন। তখন বণিক যথাযোগ্য প্রচুর উত্তম দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করতঃ লক্ষ্মীর গুরুদেবের সেবার ব্যবস্থা করিল। লক্ষ্মী প্রাণ ভরিয়া শ্রীগুরুসেবা করিয়া নিজেকে কৃতার্থ ভাবিলেন। বরদাচার্য্য যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার প্রভুর ভোগসেবা সমাপ্ত। শ্রীগুরুদেব কুটিরে পদার্পণ করিয়া সেবাগ্রহণ করিয়াছেন তাই বরদাচার্য্যের আনন্দের সীমা নাই তিনি লক্ষ্মীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যেসব উত্তম দ্রব্যদ্বারা গুরুদেবের ভোগসেবা হইয়াছে সেসব আসিল কোথা হইতে? তখন লক্ষ্মী স্বামীকে বলিলেন, ''স্বামী, আপনি জানেন যে ঐ বণিক আমার এ দেহটা কামনা করে। আমি তাহার কাছে গিয়া দেহের বিনিময়ে গুরুসেবার দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়াছি। সন্ধ্যার পর তাহার কাছে যাবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া আছে।'' শুনিয়া বরদাচার্য্য বলিলেন, ''ধন্য ধন্য, আমি শত ধন্য, আমি কৃতার্থ। আজ তোমার সতীত্ববলে আমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া গেল। তুমি যথার্থ সতীত্বের পরিচয় দিয়াছ। এই পচাগলা হাড়মাসের দেহটার বিনিময়ে তুমি গুরুরূপী সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা করিয়াছ। ইহার চাইতে আনন্দের বিষয় আর কি আছে? কে বলে আমি দরিদ্র? এমন পতিব্রতা গুরুভক্তি পরায়ণা স্ত্রী যাহার, সে যদি দরিদ্র তো রাজাধিরাজ সম্রাট কে? গুরুদেব তোমার কী অপার

মহিমা!''—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বরদাচার্য্য স্ত্রীকে বলিলেন, ''তোমার সত্যরক্ষার জন্যে তুমি চল; আমিও তোমার সঙ্গে গিয়া আমার গুরুসেবাকারী সেই মহাত্মা বণিককে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসি। তাহার ঋণ আমি জীবনে শোধ করিতে পারিব না। লক্ষ্মী তাহার জন্যে গুরুদেবের প্রসাদ ও চরণামৃত লও।'' লক্ষ্মী বণিকের গৃহে পৌঁছাইয়া ভিতরে গেলে বণিক হতচকিত হইয়া লক্ষ্মীর হাতে জিনিসপত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে সেগুলি কি বস্তু? লক্ষ্মী জানাইলেন যে তিনি তাহার জন্যে গুরুদেবের চরণামৃত ও প্রসাদ আনিয়াছেন। বণিক আগ্রহের সঙ্গে তাহা পান ও ভোজন করতঃ মাথায় এবং সর্বাঙ্গে বুলাইয়া বলিল, ''আজ আমি পবিত্র হইলাম, নিষ্পাপ হইলাম।'' এই কথা বলিতে বলিতে বণিকের দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। বণিক জিজ্ঞাসা করিল, লক্ষ্মী একেলা আসিয়াছেন কি না? লক্ষ্মী বলিলেন যে তাঁহার স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছেন। তখন বণিক বাহিরে গিয়া বরদাচার্য্যকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলে বরদাচার্য্য বলিলেন, ''বাবা! তোমার কৃপায় আমার গুরুসেবা হইয়াছে, তাই তোমায় দেখিতে আসিলাম।'' বণিক বলিলেন, ''আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার পদধূলি এ গৃহে পড়িল, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।'' বরদাচার্য্য বলিলেন, ''বাবা, তুমি আজ আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার প্রতিদান দিবার জগতে কিছু নাই। আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমার ধর্মে মতি হোক, গুরুকৃপা লাভ হোক; এখন আমি আসি।'' বরদাচার্য্য বাহির হইতে গেলেন কিন্তু বণিক তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। বণিকের সারাদেহ কম্পিত হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হইয়া আসিল! বণিক লক্ষ্মী ও বরদাচার্য্যকে তখন অনুরোধ করিল যে একবার যেন তাঁহারা দুইজন পাশাপাশি দন্ডায়মান হন। বরদাচার্য্য ও লক্ষ্মী তখন উভয়ে পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইলেন এবং বণিক একদৃষ্টে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ বণিকের ভিতর ভাবান্তর হইল। পরমুহূর্তেই তিনি ''মা, মা, মা, দে মা আশ্রয় তোর চরণযুগলে'' বলিয়া জোড় হস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উভয়ের পদতলে পতিত হইলেন। সেই সময় রামানুযাচার্য্য তথায় আসিলেন এবং

ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ও মাতা আনন্দময়ী

ঘোষণা করিলেন যে আজ প্রভু কী আশ্চর্য্য লীলা তাঁহাকে দর্শন করাইলেন! এই লীলা অবলম্বনে তখন রামানুজাচার্য্যের সম্প্রদায়ের নাম হইল 'শ্রী'; এই কাহিনী বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবার কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে হইতে সমাহিত হইয়া যাইত। তিনি সমাধিস্থ হইতেন। আশ্চর্য্য! তবে ইহাই কি পরম সত্য — শ্রীবরদাচার্য্য ও লক্ষ্মীদেবী কি তবে সেই প্রাচীন মহর্ষি গৌতম ও তৎপত্নী সতী-সাধ্বী অহল্যা!

এর পরের পটভূমিকায় পাই — দেরাদুন আশ্রমে মাতা আনন্দময়ী অতীব অসুস্থ হইলে ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবা তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। মা আনন্দময়ী শয্যায় শায়িতা ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর — ''মা, মা'' বলিয়া মায়ের নিকটেই বসিয়া পড়িলেন এবং সকলকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে কিছুক্ষণ নিভৃতে বার্তালাপ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে আরও কিছুদিন থাকিতে বলিলেন। কিন্তু মা বলিলেন যে তিনি আর থাকিবেন না, তিনি দেহ ছাড়িয়া দিবেন। তারপর ঠাকুর দীর্ঘ ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ওঙ্কার ধ্বনি দিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। তারপর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মাতা আনন্দময়ীকে বলিলেন —''খাচ্ছিস না কিছু, খা মা, তোকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে মা।'' মা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ''তুমি আশীর্বাদ কর বাবা।'' তৎপরে মায়ের সঙ্গে ভাব বিনিময় করিয়া মার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তদনন্তর যখন মাতা আনন্দময়ীর দেহাবসান হইল, তখন হইতে দেখা গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের কেমন আনমনা ভাব। তাঁহার অসুস্থতাও দিন-প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। এই অসুস্থতাই ক্রমে তাঁহার মহাপ্রয়াণে পরিণত হইল।

—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ তৎ সৎ—

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৭)

সি. আই. ডি. দ্বারা নিপীড়ন —

ভূতনাথবাবুর আলয়ে ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত মাণিকলাল এই কর্মসূচীর মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। ভূতনাথবাবুর গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ আদর আপ্যায়নের মধ্যে মাণিকলাল অতীব আনন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুযোগ সুবিধামত স্বগৃহে যাতায়াত করিতেন। মাণিকলাল ছিলেন কানু-জংশনের স্টেশন মাস্টারের অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতির পাত্র। ঐ বয়সেই মাণিকলালের ইংরাজী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাছাড়া তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়ায় স্টেশন-মাস্টার মহাশয় মাণিকলালের দ্বারা স্টেশনের কিছু কাজকর্মও করাইয়া লইতেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর ব্যবহার গুণে স্টেশনের কর্মচারীরা সকলেই অল্প সময়ের মধ্যে এত প্রিয়ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে মাণিকলালকে ভোজনে আপ্যায়নের জন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই প্রতিযোগিতা পড়িয়া যাইত। ঐ সময় স্নেহপরায়ণ স্টেশন-মাস্টারের আন্তরিক আনুকুল্যে ঐ স্টেশনে অস্থায়ী চাকুরীতে তিনি বহাল হন এবং সেই কারণে তাঁহার যৎসামান্য অর্থ উপার্জনেরও উপায় হইল।

স্টেশন-মাস্টারের আদি নিবাস ছিল 'মগরায়'। স্টেশন-মাস্টারের গৃহে মাণিকলালের অবাধ যাতায়াতের ফলে পরিবারের সকলের সহিত তাঁহার বেশ হৃদ্যতা জন্মাইয়াছিল ও মাস্টার মহাশয়ের পুত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে। একদিনের একটি অভাবনীয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মাণিকলাল কানু-জংশন হইতে চুঁচূড়ার উদ্দেশ্যে যে ট্রেনে আগমন করিতেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেইদিন তাঁহার বন্ধুবর (অর্থাৎ স্টেশন-মাস্টারের পুত্র) সহযাত্রী ছিলেন। সেই একই কামরায় অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি নগ্নদেহ এক প্রবীন ব্রাহ্মণও উঠিলেন। শুভ্র যজ্ঞোপবীত তাঁহার স্কন্ধে শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল এবং তিনি নিবিষ্ট মনে থেলো হুক্কা হস্তে তামাক সেবন করিতেছিলেন। ট্রেন মগরা স্টেশনে উপস্থিত হইলে মাণিকলালের বন্ধুপ্রবর তাহার আপন গৃহাভিমুখে যাত্রার জন্য তথায় অবতরণ করেন। ট্রেন মগরা স্টেশন হইতে পুনরায় যাত্রা করিলে মাণিকলালের সন্নিকটে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ অদূরে একটি রেশমী চাদরের দিকে মাণিকলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া বলেন যে ঐ চাদরটি সম্ভবতঃ তাঁহার বন্ধুপ্রবর ভুলক্রমে গাড়ীতে ফেলিয়া গিয়াছেন। অগত্যা তিনি সেই চাদরটি তাঁহার বন্ধুপ্রবরকে, তথা চাদরটির প্রকৃত অধিকারীকে যেন সময়মত প্রত্যার্পণ করেন। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ নিজেকে বিবাহের ঘটক বলিয়া পরিচয় প্রদানের পর তাঁহার সন্ধানে এক বিবাহযোগ্যা পাত্রীর সহিত মাণিকলালের বন্ধুর বিবাহের যোগাযোগ

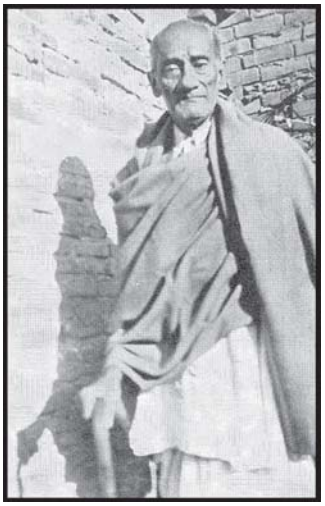

করিবার মানসে বন্ধুর পরিচয়াদির বিস্তৃত বিবরণ জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মাণিকলাল তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের জ্ঞাতব্য সবকিছুর উত্তর দিয়া ট্রেনের কামরায় প্রাপ্ত চাদরখানি সঙ্গে করিয়া চুঁচূড়া স্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বগৃহে উপনীত হইলেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকবৃন্দের নিকটে উল্লেখ করিয়া রাখি যে ঐ চাদরটির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ছিলেন সি.আই.ডি ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত পি.এন.মুখার্জ্জী যিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মাণিকলাল ও তাঁহার বন্ধুর সহিত একই ট্রেনের কামরায় কানু-জংশন হইতে আসিতেছিলেন। চাদরটি একটি বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিতও ছিল। মাণিকলালের নিকট চাদরের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজে কিন্তু ব্যাণ্ডেল স্টেশনে নামিয়া চুঁচূড়া পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে তাঁহার চাদর চুরির অভিযোগে মাণিকলালের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সুপারিশ করিয়া নালিশ দায়ের করিতে অন্যথা করিলেন না। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে সন্ন্যাসীর আশ্রমে কাহারও যাতায়াত ও সঙ্গে গীতা প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থাদি বহন করা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ কর্মরূপে সরকারের চক্ষে প্রতীয়মান হইত। মাণিকলালের উভয় বিষয়েই বিশেষ আসক্তি ছিল বলিয়া তাঁহারও গতিবিধি সরকারের সন্দেহ উদ্রেক করিয়াছিল এবং তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানের ভার অর্পিত ছিল

সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর শ্রীমুখার্জ্জীর উপরই। প্রত্যক্ষ কোন অভিযোগ প্রমাণ করিয়া মাণিকলালকে বিপর্য্যস্ত করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া, শ্রীমুখার্জ্জী তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ চিহ্ন সম্বলিত চাদর অপহরণের অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে আটক করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক সরল অন্তঃকরণ মাণিকলাল তাঁহার স্বগৃহে উপস্থিতির পর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে ও জননীর সহিত বাক্যালাপ শেষ করিয়া পুনরায় চুঁচূড়া স্টেশনে না গিয়া হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। হাওড়া হইতে একটি দূরপাল্লার ট্রেনযোগে কানু (খানা) জংশনে গমনের অভিপ্রায়েই তাঁহার এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে সি.আই.ডি পুলিশ মাণিকলালকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে তাঁহার বসতবাটী ও চুঁচূড়া স্টেশন ক্রমান্বয়ে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া ও বর্ণনানুযায়ী মাণিকলালের সন্ধান লাভে সম্পূর্ণভাবে বিফল মনোরথ হইল। এই বিফলতা তাহাদের জিদকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিল। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশের ঐ গোপন অভিযান মাণিকলালের গোচরের বাহিরেই ঘটিয়া গেল। মাণিকলাল চাদর সমেত কানু-জংশনে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্টেশন মাস্টারের হস্তে উহা অর্পণ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পুত্র 'মগরা' যাইবার দিন ভুলক্রমে উহা ট্রেনে ফেলিয়া গিয়াছিল। চাদর দেখিয়া স্টেশন-মাস্টার বিস্ময়ে বলিলেন যে তাঁর ছেলে চাদর ব্যবহার করে না, সেই হেতু তাহার চাদর নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এই কথায় মাণিকলাল চমৎকৃত হইলেন ও মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে ঐ চাদরখানি 'Lost Property' খাতায় জমা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। রেলের খাতায় উহা একবার জমা পড়িলে, প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে ফেরৎ পাওয়া অতীব কষ্টসাধ্য হইবে এই যুক্তিতে মাস্টার মহাশয় মাণিকলালকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন অন্ততঃ যতদিন না তাঁহার পুত্র মগরা হইতে কানু-জংশনে প্রত্যাবর্তন করেন।

পুলিশ কিন্তু তাহাদের কর্মে নিশ্চেষ্ট ছিল না। মাণিকলালকে গ্রেপ্তার না করা পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল গভীর অস্বস্তি। মাণিকলালকে চুঁচূড়ায় গ্রেপ্তার করিতে ব্যর্থ হওয়ায়, তাঁহাকে ভূতনাথবাবুর গৃহে এক প্রাতঃকালে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের উপর যে গোপন নির্দেশ আসিল, তাহা মাণিকলালের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকিয়া গেল। কিন্তু মাণিকলালকে যেদিন রাত্রি শেষে ধরিবার ব্যবস্থা পুলিশ পাকা করিয়াছিল, তাহারই দ্বিতীয় প্রহরে অবাক বিস্ময়ে মাণিকলাল শ্রবণ করিলেন, 'শীঘ্র চাদর জমা দিয়ে আয়।' ভীত সন্ত্রস্ত মাণিকলাল কাল বিলম্ব না করিয়া সেই গভীর রাত্রেই ভূতনাথবাবুর বাটী হইতে অদূরে স্টেশনে আসিলেন এবং কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ট্রেনে প্রাপ্ত চাদরখানি 'Lost Property Register'-এ পূর্বদিনের তারিখে জমা দিয়া পুনরায় ভূতনাথবাবুর আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে পুলিশের লোক ভূতনাথবাবুর বাটীর চতুর্দিক ঘিরিয়া ট্রেনে প্রাপ্ত বিশেষ চিহ্নিত চাদরটির বিষয়ে মাণিকলালকে জেরা করিতে থাকে। স্টেশনের মালখানায় তাহা অনুসন্ধানের জন্য পুলিশদের নিকট মাণিকলালের অনুরোধ আসিল। সুপরিকল্পিতভাবে মাণিকলালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে অভিপ্রায় পুলিশের ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হওয়ায় মাণিকলাল সে যাত্রায় অব্যাহতি লাভ করিলেন ঠিকই কিন্তু পুলিশের মনস্তাপের অবধি রহিল না। মাণিকলালের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততায় সন্তুষ্ট হইয়া সি.আই.ডি ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত পি.এন.মুখার্জী যিনি এক সময়ে মাণিকলালকে নানা অহেতুক সন্দেহের বশে নানাভাবে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে তাঁহাকে যে চারিত্রিক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"I have much pleasure to certify that Babu Maniklal Dutta, S/o Babu Shyma Charan Dutta, of Chinsurah, Hooghly is very respectable by birth and possesses a singularly high moral character. He is Simple, lovely, honest undoubtedly a thorough loyal young citizen. Above all, for his unflinching loyalty to the state he deserves all sympathy and encouragement."

Dated
Chinsurah
The 21st, September 1912

Sd/
P.N.Mukherjee
late of the
political
C.I.D at present
Inspector B.P

...ক্রমশঃ

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৮। (পত্র নং ৯) —(প্রথম ভাগ) .....নামিবার ধারা ও উঠিবার ধারা কি?

উত্তর — পত্র ৯-এর প্রথম ভাগ — (পূর্ববর্তী সংখ্যায় উঠিবার ধারা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের মত প্রকাশিত হইয়াছে)

নামিবার ধারা — অখণ্ড মহাসত্তা (পরম ব্রহ্মের অসীম জ্যোতির আকাশ) হইতে খণ্ড খণ্ড জ্যোতির্বিন্দুসম ব্রহ্মাণুসম অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া সৃষ্টিবক্ষে মহাকাশ মণ্ডলে পতিত হইতে থাকে। ('ঝিলমিল্ ঝিল্‌মিল্ বরসে নূরা, নূর জহুর সদা ভরপুরা'—সুফী মহাত্মা য়ারী সাহিব)। সেই প্রত্যেক জ্যোতিকণা (জ্যোতির্বিন্দু) বা অণু-পরমাণু বা ব্রহ্মাণু হইল শুদ্ধ-সৎ। ইহার পর সৎ-ব্রহ্মাণুগুলি মহাচৈতন্য সাগরের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ক্রমান্বয়ে চিৎযুক্ত হইয়া হয় 'চিদণু'। সেই চিদণুদল চৈতন্য সাগরের তরঙ্গায়িত লহরের মধ্যে অবগাহন করাকালীন আনন্দ সত্তায় সংযুক্ত হয় (সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দ সত্তা)। — এ অবস্থায় ভাব ও অভাবের বোধোদয় ঘটে ('রুনু ঝুন্ রুনু ঝুন্ অনহদ্ বাজৈ, ভঁমর গুঞ্জার গগন চড়ি গাজৈ' — য়ারী সাহিব)। তৎপর সেই আত্মসত্তা মহা ইচ্ছার কারণে বিষ্ণুনাভিতে (সৃষ্টির গণ্ডী হইল একটি Universal cell বা সর্বব্যাপী কোষ এবং ইহার nucleus বা কেন্দ্র বিন্দুই হইল 'বিষ্ণুনাভি') পতিত হইয়া সৃষ্টির গণ্ডীতে মহাকালের ক্রমচক্রের মধ্যে মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া ঘটস্থ হয়। সেই অবস্থায় ঘটস্থ আত্মসত্তা মধ্যে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের স্ফুরণের ফলে দৃশ্যমান স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ সত্তার চিদাকাশে প্রতিফলিত হয়। চিদণুরাজি খণ্ড বিখণ্ডিত আকার ধারণপূর্বক সৃষ্টি মধ্যে জড় ও চেতন রূপে অনন্ত পদার্থ সৃজনকারী, যাহাদের মূল উপাদান হইল পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। শক্তি পরমাণু সদৃশ চিদণু হইতেই নিখিল রূপময় বিশ্বের জন্ম হইয়াছে। সৃষ্টি রহস্য মধ্যে প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের যোগ রহিয়াছে।

ঈশ্বর কোটির সত্তা ভর্গজ্যোতির রশ্মি অবলম্বন পূর্বক পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া ঘটস্থ হন। জীবকোটির সত্তা প্রকৃতির নিয়মে কালচক্রে পতিত হইয়া ঘটস্থ হয়।

(পত্র নং ৯) প্রশ্ন (দ্বিতীয় ভাগ)— চিদাকাশ হইতে অমৃতময়ী চিদ্‌রশ্মিমালা অবিচ্ছিন্ন ধারাতে পতিত হইতেছে। ঐ সকল কলা কালরাত্রি অথবা কালপুরুষ ধারণ করেন। তারপর কাল হইতে ঐগুলি রেণুরূপে ঝরিতে থাকে। ইহাই জীবাণু। কালের অর্থাৎ নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অংশ হইতে যে সকল জীবাণু অবতীর্ণ হয় তাঁহারা সাধক হন। সম্মুখভাগের নিম্নাংশ হইতে অর্থাৎ নাভি হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত অংশ হইতে যোগীর রেণু নামিয়া আসে। চরণ শ্রেষ্ঠ, মস্তক নিকৃষ্ঠ। (এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের বক্তব্য)

উত্তর — পত্র ৯-এর দ্বিতীয় ভাগ — হৃদয়পদ্মের কর্ণিকা হইতে সুষুম্না নাড়ী উৎসারিত হইয়াছে। সেই সুষুম্না নাড়ী মধ্যেই চিদাকাশ এবং সেই চিদাকাশ অবলম্বন করিয়া অমৃতময়ী চিদণুর চিদ্‌রশ্মিমালা অবিচ্ছিন্ন ধারাতে পতিত হয়। এই সকল কলা কালরাত্রি বা কালতত্ত্বময়ী কালী অথবা কালপুরুষ স্বরূপ মহাকাল ধারণ করেন। তৎপরে কাল হইতে ঐগুলি রেণুরূপে পতিত হইতে থাকে।

ইহাই জীবের অণুসদৃশ আত্মা, যেটি বিষ্ণুনাভিতে বা কালচক্রে পতিত হইয়া প্রকৃতিজ নিয়মে ঘটস্থ হয়। কালচক্র অর্থাৎ নাভি হইতে মস্তক পর্যন্ত অংশ হইতে যে সকল জীবাত্মা বা জীবাণু অবতীর্ণ হয় (ভূতলে) তাহারা সাধক হয়।

'সম্মুখ ভাগের ..... চরণ শ্রেষ্ঠ, মস্তক নিকৃষ্ট' — এই বিষয়টি ঠিক পরিস্ফুট নহে; কারণ যোগীগণের স্থান তপোলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত। সত্যলোক এবং তপোলোক দুই-ই মস্তকের অংশ। যোগীর আত্মা সত্যলোক হইতে নিম্নাংশে মূলাধারেরও নিম্নের সপ্তলোক (অতল, বিতল, সুতল ইত্যাদি) যে কোনও লোকেই ইচ্ছা মাত্রেণ দেহ ধারণ করিতে পারে। 'চরণ'কে কূটস্থ ব্রহ্ম বলা হয় আর মস্তক কারণ জগতের ভূমি, যা কালের অন্তর্গত। কূটস্থব্রহ্ম অবিনশ্বর এবং যাহা কিছু কালের অন্তর্গত তাহাই নশ্বর। এই হিসাবে 'চরণ' শ্রেষ্ঠ ও 'মস্তক' নিকৃষ্ট বলা যায়।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ —(পূর্ব প্রকাশিতের পর....)

শ্রুতি বলিয়াছেন — 'একমেবাদ্বিতীয়ং। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' ইহার অর্থ — একমাত্র অস্তিত্ব জগতে আছে। নানাত্ব, বহুত্ব নাই। যাহা কিছু দেখিতেছ, জানিতেছ তৎ সমস্তই পরমাত্মা ও তাঁহার শক্তি তদতিরিক্ত কোনো সত্তা বা শক্তি নাই। জগতে চৈতন্যরূপে যাহা কিছু শক্তি আকারে বুঝিতেছ, তাহাই পরমাত্মার শক্তিরই আংশিক বিকাশ।

মহাপ্রলয়কালে এই সমস্ত জীব-জগৎ ও জড়-জগৎ পরমাত্মা সংহার করিয়া আত্মস্থ করেন। তখন জীব বা জগৎ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে না। তখন তিনি এক, অদ্বিতীয় রূপে স্থিত থাকেন। ইহাই তাঁহার 'নিত্যসত্য স্বরূপম্'। পরে সৃষ্টি করিয়াও তিনি সেইরূপেই থাকেন।

সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার সঙ্কল্প হয়, 'একোহহং বহুস্যামঃ', অর্থাৎ, আমি এক আছি, বহু হইব। তখন তাঁহার সঙ্কল্প বলে জীব ও জগৎ সৃষ্টি হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন। আমি জীবরূপে ভোক্তা হইব এবং জড়-জগৎ রূপে ভোগ্য হইব। এইজন্য এই উভয়াকারে একমাত্র তিনিই স্থিত। সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ ইত্যাদি উত্থিত হইলেও যেমন এক সমুদ্রে জল নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মা জীব ও জগৎ আকার ধারণ করিলেন। তিনি আপনাকে আপনি পরিণমিত করিয়া এই দুইরূপ ধারণ করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির পরিণাম আছে। তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপের পরিণাম, পরিবর্তন, বিকার কিছুই নাই ও কখনও হইতে পারে না। তিনি তাঁহার শক্তিকে পরিণমিত করিয়া জগৎরূপে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার বংশ জীবরূপে ভোক্তা হইলেন। তিনি এই জড়-জগৎ ও জীবদেহের সৃষ্টি করিয়া এই সকলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। অতএব এতৎ সমস্তই তিনি, এইরূপে পরমাত্মা জগতের নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ সঙ্কল্প বলে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা এবং এই জগতের উপাদান কারণও তিনি। যেমন মৃত্তিকা রূপ উপাদান গঠিত নানা দ্রব্যাদি আছে। সেই সকল দ্রব্যের রূপ আকার বিভিন্ন হইলেও একমাত্র মৃত্তিকাই সকলের উপাদান। সেইরূপ ব্রহ্মোপাদানে গঠিত সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে এতৎ সমস্তেরই একত্ব স্ফূর্ত হয়। অজ্ঞানাবস্থাতেই স্বতন্ত্রত্ব ও বহুত্ব। জ্ঞানে অভেদ, অজ্ঞানে ভেদ, ইহাই শ্রুতি বলেন। এক অদ্বিতীয় বস্তু বিদ্যমান, তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। যাহা ভেদ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ হইতেছে। শ্রুতি বলেন — 'মৃত্যোঃ, মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' অর্থাৎ, যিনি এক না দেখিয়া নানা দেখেন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এক্ষণে, তুমি কি? তাহার বিচার কর। মনে কর অগ্রে তুমি ছিলে, তোমার গো-মহিষাদি কিছুই ছিল না। পরে গো-মহিষাদি হইল ও পরে তৎ সমস্তই গেল।

এই তিন অবস্থাতে একই তুমি বিদ্যমান। গো, মহিষাদি থাকা না থাকার উপর তোমার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। তোমার বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা হইতেছে। তন্মধ্যে একই তুমি বিদ্যমান। তোমার স্বরূপের পরিবর্তন কোথায়? সর্বাবস্থায় একই তুমি আছ। সেইরূপ বাল্যকালে তোমার বিদ্যাজ্ঞানাদি কিছুই ছিল না, পরে বিদ্যাজ্ঞান উপার্জিত হইল। তোমার যখন বিদ্যাজ্ঞান ছিল না, তখন যে তুমি ছিলে, পরে বিদ্যাজ্ঞানের উপার্জন হইলে সেই তুমিই আছ। তোমার মন বুদ্ধিতে যাহা ছিল না, তাহা হইল, তুমি সেই একই রহিলে। তোমার সঙ্গে যাহা কিছু আছে, তাহারই পরিবর্তন ঘটিল, তোমার পরিবর্তন কোথায়? সর্বাবস্থা মধ্যে তুমি একই আছ। ঐ সমস্ত তোমার স্থূলদেহের বা মন বুদ্ধির অবস্থা। তদ্বারা তুমি আত্মজ্ঞান না থাকায় তোমারই অবস্থান্তর কল্পনা করিতেছ। যাহা স্থূলদেহের ও মন বুদ্ধির অবস্থান্তর, তাহা তুমি নিজ স্বরূপ না জানায় নিজের উপর আরোপ করিতেছ। তুমি স্থূলদেহযুক্ত থাকিয়া যে তুমি আছ, স্থূলদেহ বিযুক্ত হইয়াও সেই তুমি থাকিবে। মন, বুদ্ধি আদি যুক্ত হইয়া যে তুমি আছ, মন, বুদ্ধি আদি বিযুক্ত হইয়াও সেই তুমি থাকিবে। তোমার অস্তিত্বে একত্ব সর্বাবস্থাতেই আছে, লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে। তোমার দেহের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু, নিজের হ্রাস বৃদ্ধি কল্পনা করিতেছ। তুমি নিজ স্বরূপ বিষয় অজ্ঞ থাকায় এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছ। তোমার জন্ম,

মৃত্যু, জরা ইত্যাদি কিছুই নাই। তৎ সমস্ত তোমার দেহেরই। তোমার মন বুদ্ধিতে যে পরিবর্তন দেখিতেছ, তাহা তাহাদেরই, তোমার নহে। তুমি তোমার স্থূলদেহ এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতির অতীত। তুমি এ সকলের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা।

...ক্রমশঃ

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

পুরাণ কথা

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিত

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পাণ্ডবদের বনবাসকালে মার্কণ্ডেয় এই কাহিনীটি বিবৃত করেন। —

অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিৎ নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি একদা বনে মৃগয়া করিতে গিয়া একটি হরিণের অনুসরণে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক সরোবরের তীরে আসিয়া ঘোড়া সমেত জলে নামেন। ঘোড়াকে জল পান করাইয়া এবং নিজে জল পান করিয়া পরে একটি গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন। ইহার পর হঠাৎ অতীব সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। সেই সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডূকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিতে পান। রাজা পরীক্ষিৎ সুশোভনার রূপে দুঃশীলা গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি সর্তে বিবাহ করেন। কন্যাটি সর্ত করেন যে যদি কখনো রাজা তাঁহাকে জল দেখান তবে রাজাকে তিনি ত্যাগ করিবেন। ইহাতে সুশোভনার নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কখনো বারি প্রদর্শন করাইবেন না। পরে রাজধানীতে রাজা ফিরিয়া আসিয়া নিজগৃহে সুশোভনাকে আনয়ন পূর্বক এক গোপন কক্ষে রাখিয়া দেন। সকলেরই তথায় প্রবেশ নিষেধ ছিল। মন্ত্রী তখন তাঁহাদের জন্য সুন্দর উদ্যান করিয়া দেন। সেই সুরম্য উদ্যানে রাজা তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সেই উদ্যানে একটি সরোবর ছিল। মন্ত্রী সেই সরোবরটি মুক্তাখচিত জালদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেন। একদিন তৃষ্ণাকাতর হইলে রাজা সেই জলাশয় দেখিতে পান এবং সেই উদ্যানস্থিত মনোহর সরোবরতটে বিশ্রাম করিবার সময়ে পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে দীঘিতে নামিতে বলেন তখন রাজার সর্তের কথা স্মরণে ছিল না। সুশোভনা সেই দীঘিতে নামিয়া আর সমুত্থিতা হইলেন না। ইহাতে রাজা অতীব শোকাভিভূত হইয়া তখন চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং সেই দীঘিও আর দেখিতে পাইলেন না। তারপর রাজার প্রত্যাবর্তনকালে এক গর্ত মধ্যে একটি মণ্ডূককে দেখিতে পাইয়া রাজা তাহাকে ক্রোধে বধ করিবার আদেশ জারি করিলেন এবং শুধু তাহাই নহে ক্রোধান্বিত রাজা তখন রাজ্য মধ্যে যেখানেই মণ্ডূক দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই বধ করিবার আদেশ দেন। এই প্রকারে মণ্ডূক বধ আরম্ভ হইলে তখন মণ্ডূকরাজ আয়ু পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মণ্ডূক বধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করান এবং স্বীয় কন্যা সুশোভনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সুশোভনার গর্ভে শল, দল ও বল নামে তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শলের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা বানপ্রস্থে উপাসনার্থ অরণ্যে গমন করেন। মণ্ডূকরাজ আয়ুর শাপে সুশোভনার তনয় শল, দল ও বল ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হন। শল, মহর্ষি বামদেবের 'বামী' নামে অশ্বদ্বয় কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করিয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই। সেই কারণে তিনি রাক্ষস হস্তে নিহত হন। শলের মৃত্যুর পর দল রাজা হইলে পরে মহর্ষি বামদেব অশ্ব প্রার্থনা করিলেও দল তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া বামদেবকে বধ করিবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই বাণে দলের পুত্র শ্যেনজিৎ নিহত হয়। দল রাজা পুনর্বার বাণ নিক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইলে তাহার হস্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। বাণ নিক্ষিপ্ত হইল না দেখিয়া তিনি বামদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার আদেশে তাঁহার পুণ্যবতী স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া শাপ মুক্ত হন।

মণ্ডূক দেবতা সম্বন্ধে :— অন্তরীক্ষে 'মণ্ডূক' দেবতারা একটি জাতি। এই দেবতার স্তব করে বশিষ্ঠদেব কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। মণ্ডূকরা মায়াবী, ইহারা যে কোনও রূপ ধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন। সায়নের মতে 'পর্জন্য' দেবের কাছে বশিষ্ঠদেব জল প্রার্থনা করে এই মন্ত্র রচনা করেন। মণ্ডূকরা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। ফলে মণ্ডূক স্তুতি বৃষ্টিকে আহ্বানের গীত। বৃষ্টির সঙ্গে মণ্ডূকের সম্পর্ক রহিয়াছে। মৃতদেহ অগ্নি সৎকারের পর চিতা ঠাণ্ডা করিবার জন্য ও ধৌত করিবার জন্য মণ্ডূক দেবগণকে আহ্বান করা হইত।

(মহাভারত হইতে সংগৃহীত কাহিনী)

গীতা ভাবনা

(৩৫)

মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে ১৯ শতকে মুসলমান, পাশ্চাত্যপন্থী ও ব্রাহ্মরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তাকে অনেকে ধর্মসংস্কারের অভিনব পন্থা বলে দেখাতে চেয়েছেন কিন্তু এই বিচার উপনিষদের ভাষ্য থেকেও পাওয়া যায়। একদল প্রশ্ন করেছিলেন 'গজারূঢ় পুরন্দর' যদি সত্যিই ঘটে আবির্ভূত হন তাহলে তো ঘট, পট ভেঙে খান খান হয়ে যাবে — 'তহি ঘটপটাদীনাং ভঙ্গ প্রসঙ্গঃ'। তাই দেবতা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন না। উপনিষদে প্রতীকোপাসনার ক্ষেত্রে এসব কথা এসেছে। গীতায় ভগবান আক্ষেপ করেছেন - মানুষের মূর্তিতে আবির্ভূত হবার জন্য মূর্খরা তাঁকে সাধারণ লোক বলেই অবজ্ঞা করে। কথামৃতের অনেক স্থানেই অবতারবাদের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং সগুণ ও নির্গুণ উভয় ধারাকেই শাস্ত্রোক্ত ধারার মত সমান বলে গণ্য করা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি নির্গুণ ও নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনিই সগুণ সাকার। ভাগবতেও পাই - 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।' (ভাগ ১০/৩৩/৩৬)

ঠাকুর বললেন - 'যে ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিটি জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন, নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। ভগবান একই সঙ্গে সাকার ও নিরাকার একথা বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন —'তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, কি রকম জান? যেমন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায় - যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখনো কখনো সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়'। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের কথাটাকে আর একটু এগিয়ে দেবার জন্য প্রশ্ন করলেন — 'জানেন কি সূর্য্য উঠলে বরফ গলে জল হয়, সেই জল আবার নিরাকার বরফ হয়।' ঠাকুর এনার কথাকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন — 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিষয়ের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যায়, তখন ঈশ্বরকে আর ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তিনি কী তা মুখে বলা যায় না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ, তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন, মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।' ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্যাসদেব সবই যে পরম প্রভুর রূপ একথা বলতে গিয়ে বললেন -'সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুঃ'। এভাবে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা রামকৃষ্ণ কথায় অনেক এসেছে যা একদিকে বিচারবাদীদের উৎসাহ দেয় আবার ভক্তিবাদকেও নিরস্ত করে না। দার্শনিকেরা ঈশ্বর, মায়াশক্তি ইত্যাদি নিয়ে কত জটিল আলোচনা করেছেন। শাস্ত্রীয় সেই ধারাকে রামকৃষ্ণ তাঁর মত করে উদাহরণ, গল্প ইত্যাদি দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন।

বুদ্ধ বা শঙ্করের মত সন্ন্যাসীদল গঠনের উপদেশ গীতা দেয় নি, কারণ সন্ন্যাস হল কর্মত্যাগীর একটা মানসিক অবস্থা। যে সংসারে থেকে সেই মানসিক অবস্থা অর্জন করেছে সেই নিত্যসন্ন্যাসী। তাই সংসার ও সন্ন্যাস বিপরীতমুখী কথা নয়। গীতার ভাষায় 'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।'

(৫/৩)

অর্থাৎ, যিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না আবার কোন বিষয়কে দ্বেষও করেন না। গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হলাম — এটা ভাবের ঘরে চুরি। গীতা এই স্ববিরোধিতাকে নিন্দা করে বলেছেন —'ইন্দ্রিয়ানি হি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্ .... স্তেয় উচ্যতে'। কথামৃতে ঠাকুর ঠিক একই কথা বলেছেন, 'মনে ত্যাগ হলেই হল তাহলেও সন্ন্যাসী ..... কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয় তবে তো'! ঠাকুর যোগীসন্ন্যাসীদের দুটো ভাগ করেছেন - গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী। ব্যক্ত যোগীকে সকলে চেনে কিন্তু গুপ্তযোগীর বাইরে কোন প্রকাশ থাকে না।

শাস্ত্রকথাকে মনের ভিতরে ধ্যান করে তার তাৎপর্য্য বুঝে তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। খালি বাহ্যিক জ্ঞান নয়। জ্ঞানের থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ - 'জ্ঞানাৎ ধ্যানম্ বিশিষ্যতে'। জ্ঞান, ধ্যান কিছুই হল না; মুখে - 'ফুট ফাট, ইট মিট' এসব ইংরাজী বুলি শাস্ত্রজ্ঞান নয়, তেমনি কথায় কথায় শ্লোক উদ্ধৃত করাও শাস্ত্রজ্ঞান নয়। পণ্ডিতের এই রকম প্রচেষ্টাকে খানিকটা তির্যক ভঙ্গীতে তিনি বলেছেন — 'আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক্ ঝাড়বে'। ব্যাখ্যা আর বোধের পার্থক্য আছে - গীতায় ভগবান অর্জুনকে ১৮টি অধ্যায়ের উপদেশ দিয়ে বললেন — তোমাকে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আশাকরি তা বুঝেছ। সেই বুদ্ধির আলোকে অগ্রসর হবে যা মন চায় তাই কর। ঠাকুর কেবল শাস্ত্রের বচন বলেন নি সহজ কথায় তাকে বোঝাতে চেয়েছেন

শ্রোতাদের কাছে। বোধের উদ্দীপনই তাঁর উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে ঠাকুরের হাতে গড়া শিষ্য নরেন নানা পণ্ডিতমহলে বক্তৃতা দিয়েছেন বিশ্ব-সভায় দাঁড়িয়েছেন আবার দর্শনের ছাত্রও বটে। তাই তাঁর নানা আলোচনায় ভারতীয়শাস্ত্রের সারবস্তু গীতার বাণী বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে। ভাষণে যেমন তার প্রমাণ আছে তেমনি চিঠিপত্রেও তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামীজীর গীতাভাবনার কথা আমরা বিগত কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। ঠাকুরের ভাবনার একটু চুম্বকমাত্র এখানে উপস্থাপিত হল, কারণ বিস্তৃতির মধ্যে গেলে উনিশ শতকের মনীষীরা কিভাবে গীতাকে দেখেছেন সেই আলোচনা শেষ করতে পারব না। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(৩)

সদ্‌গুরু মাহাত্ম্য— (পূর্ব প্রকাশিতের পর....)

শ্রীশ্রীমা: দশ স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে, মন্দিরে- মন্দিরে ঘুরে বেড়িয়ে, সংসারের জ্বালায় জর্জরিত অবস্থায় তীর্থে-তীর্থে ঘুরে

বেড়িয়ে কোনো লাভ হয় না। মনে সংসার বোধ থাকলে সংসার সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সেক্ষেত্রে শান্তি পাবার আশা কোথায়? প্রকৃত সিদ্ধ মহাত্মার সান্নিধ্য লাভ যদি করতে পারো তবে নিজের মনটা সৎসঙ্গে সংস্কারিত হয়; তখন কিছু শান্তি পাওয়া যায়। মহাত্মার সান্নিধ্যে সৎসঙ্গের প্রবাহে মনের আবিলতা দূর হয়। অনেকে আলোর সন্ধানও পায়। অন্তরে শুভেচ্ছার উন্মেষে গুরুদীক্ষালাভ হলে পরে তখন অশেষ মঙ্গল সাধন হয়। প্রকৃত দীক্ষাগুরুর সংখ্যা সারা বিশ্বে বিরল। দীক্ষামন্ত্র দিলেও সে সকল অধিকাংশ গুরুরা সাধন প্রদান করেন না। মহাবতার বাবাজী মহারাজের ইচ্ছায় তাও তো আমি কিছু সংখ্যক মানুষকে সাধন শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছি। সাধন শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। আর মানুষের আধার উপযুক্ত না হলে শিক্ষা গ্রহণ করতেও সময় লাগে। শিষ্যের উন্নতির জন্যে গুরুকেও সাধনা করতে হয়।

একজন গুরুভ্রাতার প্রতি শ্রীশ্রীমা বললেন — তোমরা তো জাগেশ্বরের প্রকাশানন্দজীকে দেখে এসেছ। প্রকাশানন্দজী অনেক বড় কায়াসিদ্ধ যোগী। তিনি দুইবার কায়াকল্প করে দেহ বজায় রেখেছিলেন। দেশে বিদেশে ওনার অনেক শিষ্য রয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন —''কাউকে যোগ সাধনা দিইনি''। হিমালয়ের গহন গুহায় তপস্যা করেছেন প্রকাশানন্দজী। ১২০ বছর বয়সে তিনি দেহ রাখলেন। শোনো, আমি যে কথাগুলো বলছি, সেগুলো হল আদি ব্রহ্মর্ষি ঋষিদের কথা।

জনৈক ব্যক্তি: এই কথাগুলো শুনে আমার কোনো....

শ্রীশ্রীমা: লাভ হচ্ছে না।

জনৈক ব্যক্তি : না লাভ নেই, কেন না আমিতো ওই state-এ নেই যে গল্প, কাহিনী, ওইগুলো শুনে ....

শ্রীশ্রীমা: তুমি যে state-এ আছ, সেটা আমার মতে কোন state নয়। তুমি একটা কিছু দেখেছ - তুমি বলছ রোজই তুমি spark দেখ। এটা আমার মতে কোন state-ই নয়।

জনৈক ব্যক্তি: আমি যে state-এ আছি সেটাই আমার নিজস্ব।

শ্রীশ্রীমা: এই জন্য, তুমি যে state-এ আছ, তুমি মনে করছ সাধন মার্গের কোন state-এ আছ, এটা তোমার স্থূল মন বলছে।

জনৈক ব্যক্তি: আমার মন ছাড়া তো আমি আর কিছু করতেও পারব না। আমি আমার মনকে অতিক্রম করতে পারব না।

শ্রীশ্রীমা: পারবে। যোগবিদ্যা সাধন দ্বারা তোমার অহংকে যদি অতিক্রম করে, তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের গতিকে স্থির করে সমর্পণ করতে পারলে তবেই মনকে দর্শন, স্পর্শন অনুভূতিময় উপলব্ধি করে তপোবলে মনের সূক্ষ্মাবস্থা চিত্ত মাঝে উপনীত হতে পারবে। তোমার সাধারণ চেতনাময় বদ্ধ মন বলছে — এখানে এই state-এ 'আমি' আছি। লক্ষ্য করো, 'আমি' ছাড়া কিন্তু তোমার ধ্যান হচ্ছে না; 'আমি' ছাড়া বোধ হচ্ছে না; 'আমি' ছাড়া কিছু হচ্ছে না। এই 'আমি'টা হল তোমার কাঁচা 'আমি'। কিন্তু মহাত্মাদের, একনিষ্ঠ সাধকদের যে ধ্যান-সমাধি হয়, সেক্ষেত্রে 'আমি'-টা কোথায় যেন চলে যায়। অনেক সময় জ্যোতিতে লয় হয়ে যায়। সে অবস্থাটা প্রথমদিকে অসম্প্রজ্ঞাত থাকে।

জনৈক ব্যক্তি: না, সে তো hypothetically ভণ্ডামি আমি করতে পারব না। কেউ বলল, আর আমি 'আমিত্ব' ছেড়ে দিলাম। পারছিনা।

শ্রীশ্রীমা: তোমার অহংযুক্ত জটিল মনের চিত্রই এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। তোমাকে আমিত্ব ছাড়তে বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে কোনো সিদ্ধ যোগীর নিকট থেকে যোগবিদ্যা গ্রহণ করে সঠিক পথে অগ্রসর হতে। তুমি তো আলেয়ার আলো দেখে এগোতে চাইছ। সে তোমায় পরিহাসচ্ছলে ভ্রমে পর্য্যবসিত করবে। তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হল — সিদ্ধ মহাপুরুষের লেখা যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে আগে কিছু ধারণা করার জন্যে ভাল পুস্তকাদি পড়তে হবে। তারপর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে গুরুবরণ করে সেই সদ্‌গুরুর চরণে সমর্পণ করতে হবে। তুমি যে ভাবে করছ, যে ভাবে এগোচ্ছ, সেটা কোন process নয়। সে process-এ কেউ কোনদিন পরমার্থ সঞ্চয় করতে পারেনি। তুমি যে কি চাইছ, প্রকৃতপক্ষে সেটাই তুমি জানো না। *...ক্রমশঃ*

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৫৫)

একবার আমি (বাবলাদার স্ত্রী, বৌদি) এবং আমার বোনের পরিবার একটি বিপদ থেকে কেমনভাবে শুধু গুরুর নাম করে উদ্ধার পেয়েছিলাম তার একটা ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। —

আমি এবং আমার বোনের পরিবার বদ্রীনাথধামের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা একটা টাটা-সুমো ধরণের গাড়ী

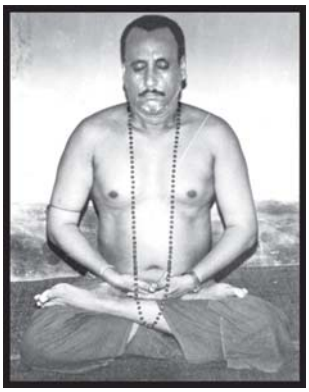

ভাড়া করেছিলাম যাতে দুটি পরিবারের ছয়-জন ছিল। আমরা যখন বদ্রীবিশালের দিকে যাচ্ছিলাম তখন খবর পেলাম সমস্ত উত্তরাখণ্ডে চাক্কাজাম্ হয়েছে। সমস্ত পথটারই একপাশে পাহাড়ের বিশাল প্রাচীর এবং অন্যদিকে ভয়ঙ্কর গভীর খাদ, অর্থাৎ কোথাও গাড়ী চলাচলের আর সম্ভাবনা নেই আর গাড়ী যাচ্ছেও না বিশেষ কোন একটি পাহাড়ীদের গণ্ডগোলের জন্যে। যোশীমঠ থেকে গাড়ী এক পা, এক পা করে এগোচ্ছে ভোর থেকে শুরু করে তখন প্রায় রাত্রি ন-টা হয়ে গেল, কিছু না হোক কম করে পেছনে প্রায় ৩০০ গাড়ীর লাইন পড়ে গিয়েছে। তোমার দাদা (বাবলাদা) এবং ভগ্নীপতি গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে হোটেলগুলিতে খাবারের সন্ধান করতে লাগলো। বেশীরভাগ দোকান তাদের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছিল ভয়ে। — হঠাৎ বিশাল একটা পাহাড়ী ছেলেদের ঝাঁক সব গাড়ীগুলিকে আক্রমণ করছে দেখা গেল; তারা প্রত্যেকটি গাড়ীর কাঁচ ভেঙে দিচ্ছে, ছুরি, খুরপি তরোয়াল ইত্যাদি দিয়ে চাকার টায়ার এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে - সে এক ধ্বংসের লীলা আরম্ভ হয়েছে। আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার ভয়ে থর্-থর্ করে কাঁপছে। যখন বিশাল গুণ্ডা বাহিনী আমাদের গাড়ী আক্রমণ করতে এলো তখন আমি (বৌদি) রণচণ্ডী মূর্তি ধরলাম। তখন চিৎকার করে হিন্দী এবং বাংলা মিশিয়ে বলে উঠলাম যে, ''আমার বুকে আমার গুরু নিতাইবাবা এবং লাহিড়ীবাবা আছেন। আমাদের গাড়ীর কিছুমাত্র ক্ষতি করলে তোরা কঠিন শাস্তি পাবি।'' এইভাবে প্রবল চিৎকার করে গুরুর নাম করে সাবধান করতে লাগলাম। দেখলাম! ওরা আমাদের গাড়ীতে হাত পর্যন্ত লাগালো না এবং ওরা সব আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়ে গেল। রাত্রি একটা নাগাদ আমরা হরিদ্বার পৌঁছলাম। হঠাৎ দেখি ড্রাইভারটি আমার পায়ে পড়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কাঁদতে লাগলো। গুরুকৃপা যে কি জিনিস তা আমরা সব সময়েই টের পাই কিন্তু তবুও আমরা সব ভুলে বসে থাকি। আরও একটা ব্যাপার, পরবর্তীকালে যখন আবার আমরা হরিদ্বারের দিকে বেড়াতে যাই তখন সেই ড্রাইভারটি আমাদের চিনতে পেরে নাছোড়বান্দা যে তার গাড়ীতে উঠতেই হবে, সারথি হয়ে সে আবার সব দেখাবে।

গুরুকৃপা ছাড়া জগতে সব কিছুই অসার, গুরুকৃপাই ধর্ম ও কর্ম এবং শুভাশীর্বাদ। এটা যেন কেউ ভুলে না যায়।

প্রসঙ্গ (৫৬)

''আমি (বৌদি — বাবলাদার সহধর্মিনী) একটি ছোট্ট ঘটনা বলছি, যদিবা এটি খুব অল্প সময়ের ঘটনা, কিন্তু দাদার (আমরা সরোজবাবাকে দাদা বলেই সম্বোধন করতাম কেননা উনি যেহেতু আমার স্বামীর বাল্যবন্ধু ছিলেন) দৃষ্টি এবং কৃপা কত সহস্র যোজন দূরে মুহূর্তে চলে যেতে পারে, এটি তারও

একটি ছবি।

আমি এবং তোমার দাদা দিল্লী থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস করে বাড়ী আসব। ট্রেনের কামরায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ আমার পায়ের এক পাটি জুতো খুলে যায় এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে সেটি এমনভাবে খুলে পড়ে যায় যে জুতোর শেষ প্রান্তটা প্ল্যাটফর্ম-এর একেবারে কোণায় আটকে থাকে এবং উপরের অংশটা ট্রেনের শেষ সিঁড়িকে স্পর্শ করে লেগে থাকে। যদি একটু জোরে হাওয়া দেয় বা ট্রেনটা খুব সামান্য নড়ে ওঠে তবে জুতোটি গলে নিশ্চিত তলায় লাইনে পড়ে যাবে। আবার আমি জুতাটি পরতে গেলেও সেটা নিশ্চিত পড়ে যেতে পারে; তাই আমি সাহস পাচ্ছিলাম না কারণ সেই সামান্য স্পর্শে জুতোটা পড়বেই। যাইহোক আমি তখন দাদার নাম করে নির্ভয়ে জুতোয় পা গলিয়ে ভেতরে চলে গেলাম। তারপর বাড়ীতে চলে আসার পর যথারীতি আমি দাদার কাছে গেলাম। ওনার কাছে বসতেই উনি বলে উঠলেন যে, 'ট্রেনে অত তাড়াহুড়ো করে ওঠার কি দরকার ছিল? যদি জুতোটা তলায় পড়ে যেতো, তাহলে সারাক্ষণ খালি পায়ে থাকতে হোত।' তখন আমি মনে মনে বললাম - 'দাদা, তুমি সব সময় আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হয়ে রয়েছ, তাহলে বিপদ কোথা থেকে আসবে'?''

প্রসঙ্গ (৫৭)

অতি সহজভাবে বৌদি আরও একটি ঘটনার কথা বলতে লাগলেন। বৌদি বললেন -''আমি একদিন দাদার কাছে বসে আছি, হঠাৎ একটি ছেলে দৌড়ে এসে বলতে লাগলো -'বাবা, আমাকে বাঁচাও, ওরা আমায় এখনই মেরে ফেলবে' বলে সোজা বাবার পায়ের কাছে বসে পড়লো। দাদা তখন রেগে গিয়ে বললেন, 'ওদের দিকে গুলি ছোঁড়ার সময় মনে ছিল না? এখন এসেছিস্ আমার কাছে উদ্ধার চাইতে?' (এই ছেলেটি বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসত) যাইহোক, দাদা একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিয়ে বললেন -'যা, ওখানে চুপটি করে বসে থাক।' তখন সেখানে কোন একজন বলল, 'বাবা, ওরাতো এখনই এখানে এসে পড়বে।' দাদা তখন বললেন, 'না,না ওরা গোলোকধাঁধাঁর মত পথ গুলিয়ে ফেলবে।' বলাবাহুল্য যে সত্যিই তারা পথ গুলিয়ে ফেলে, খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। এইরকমভাবে দাদার কৃপাকণা যে কতভাবে ছড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না।''

মহাত্মাগণের কৃপাকণা হয় অনন্ত। তাঁরা যে পথ দিয়ে গমন করেন সেই পথেই তাঁদের বিভূতির ছাপ রেখে যান। শ্রীশ্রীবাবা সব সময় সাধারণের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতেন। যাকে কৃপা করতেন তার নিকট হতে কখনো প্রতিদান চাইতেন না। সব কিছুতেই ছিল তাঁর অহৈতুকী কৃপাদান। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃ-পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া

কৃষ্ণ কথা

দেবী বসুধা ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পৃথিবীর অপর নাম 'বসুধা'। তিনি বসু অর্থাৎ সকল জিনিসের সার ধারণ করিতে সক্ষম বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'বসুধা'। বেণ-নন্দন পৃথু প্রথম এই বসুধাকে দোহন করেন বলিয়া বসুধার নাম হয় 'পৃথিবী' বা 'পৃথ্বী'। এই দোহনের ফলে ক্রমে ক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতি, পুরন্দর প্রমূখ সুরগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস ও পিশাচগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ, শৈলগণ এবং বৃক্ষবীরুধগণও ধরিত্রীকে দোহন করেন। পৃথিবী দেবী এইরূপে দুহ্যমানা হইয়া অখিল প্রজাগণকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছিলেন; এইজন্যে তাঁহার নাম হয় 'বসুন্ধরা' এবং 'ধরিত্রী'। এই কারণেই বসুধা 'মাতা' বলিয়া সম্বোধিতা। রাজা পৃথু এই বসুধাকে নিখিল লোকের হিত কামনায় চরাচর লোকসমূহের আশ্রয় যোনিরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বসুধা দেবীকে ভগবান বিষ্ণু বিবাহ করেন। দেবী বসুধা মহালক্ষ্মীর অংশোদ্ভুতা।

একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করেন গৃহস্থগণ কি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। তদুত্তরে বসুন্ধরা বলেন, ''ইহলোকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সেবা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মাজ্ঞের) আজ্ঞানুবর্তী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই বিধেয়।'' 'বসুমতী' পৃথিবীর অপর নাম। সুবর্ণ অগ্নির তেজে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির নাম হয় 'হিরণ্যরেতাঃ'। দেবী বসুধা ঐ সুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'বসুমতী'। *(মহাভারত হইতে সংগৃহীত তথ্য)*

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২০)

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্বকম্।।৬৩

প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজম্ বরাভয়করং শান্তং গুরুং তন্নামপূর্বকং স্মরেৎ।।৬৩

প্রাতঃকালে অর্থাৎ দিবারম্ভে (কার্য্যকাল দিবা, সুতরাং দিবারম্ভ-কাল শব্দের অর্থ কার্য্যারম্ভকাল বুঝিতে হইবে), আজ্ঞাচক্র মধ্যে শুক্লপদ্মস্থিত গুরুকে তাঁহার নাম উচ্চারণ

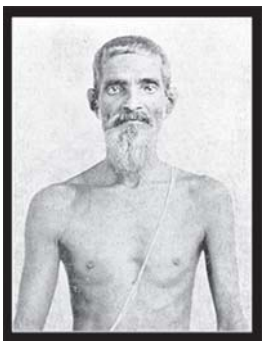

করিয়া স্মরণ করিবে (অর্থাৎ তাঁহার রূপকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ ওঁকারই তাঁহার নাম হইতেছে (প্রণবঃ তস্য বাচকঃ) অতএব ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রিয়া করিতে হইবে। তাঁহার রূপ কি ভাবের? তিনি দ্বিনেত্র (অর্থাৎ এক নেত্র ঊর্দ্ধে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত এবং অপর নিম্নস্থ জগতের প্রতি স্থিত আছে, সুতরাং সাধক তদ্ভাবে থাকিয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত সংযমরূপী সদ্‌গুরুর প্রতি লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সংযম সহকারে নিম্ন জগতের কার্য্য (অর্থাৎ নিম্ন জগৎ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সাধনকার্য্য, করিবেন। তিনি দ্বিভুজ (অর্থাৎ এক ভুজের দ্বারা ঊর্দ্ধে গুরুদর্শন করাইয়া দিতেছেন, এবং অপর ভুজের দ্বারা জগতের রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; সেই ভাবে সাধকেরও কার্য্য সম্বন্ধে নির্দেশ হইতেছে (অর্থাৎ সংযমরূপী গুরুর নিকট হইতে সংযম প্রাপ্ত হইয়া কূটস্থ ব্রহ্মে স্থিতির দ্বারা উদাসীনভাবে কার্য্য করিবেন ইহাই হইতেছে উপদেশ)। তিনি বরাভয়করযুক্ত (অর্থাৎ এক হস্ত দ্বারা জগৎ পাতিত সাধকের উদ্ধাররূপ কল্যাণ বিধান করিতেছেন, এবং অপর হস্তের দ্বারা তাহার অভয়বিধান করিতেছেন, অর্থাৎ জগৎ হইতে উদ্ধৃত হইয়া মৃত্যুভয় তাহার ঘুচিতেছে)। তিনি শান্তমূর্তি অর্থাৎ চঞ্চলত্বশূণ্য।।৬৩

উক্ত শ্লোকে সাধকের চিত্তপটে অর্থবিহীন (প্রাণবিহীন) মনুষ্যমূর্তি অঙ্কিত করিয়া গুরুর ধ্যান করিতে বলিতেছেন না, পরন্তু তদ্রূপভাবে ভাবান্বিত হইয়া গুরুকে স্মরণে রাখিয়া কার্য্য করিতে বলিতেছেন। এখানে স্মরণ কথার অর্থ বুঝিবেন।

ন গুরোরধিকং না গুরোরধিকং
না গুরোরধিকং না গুরোরধিকম্।
মম শাসনতো মম শাসনতো মম শাসনতো
মম শাসনতো মম শাসনতঃ।।৬৪

মম (সংযমরূপিণঃ অক্ষরব্রহ্মণঃ) শাসনতঃ (সাহায্যবশাদ্ আনুকুল্যাদ্ ইত্যর্থঃ) (সম্ভূতস্য) গুরোঃ অধিকং (কিঞ্চিদপি) ন, স গুরুঃ মম অধিকারভূতঃ, অপিচ মম সাহায্যং বিনা তস্য প্রকাশঃ ন ভবতি সংযম সাধনং পূর্বমেব কর্ত্তব্যং, কূটস্থ প্রকাশশ্চ পরবর্তী, (চতুস্রঃ দিশঃ অভিলক্ষ্য তদেব কথ্যতে তস্মাৎ চতুঃপ্রয়োগঃ)।।৬৪

আমার শাসন হইতে সম্ভূত গুরুর অধিক আর কেহই নাই (অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে জীবের গতি নিম্ন দিকে হইতেছে, এবং মায়া স্রোতে ভাসিয়া জীব মোহ সমুদ্রে ডুবিবার জন্য চলিয়াছে, সেই অধ্যাবসায় হইতে নিবৃত্তির জন্য উদ্ধার কর্তা গুরুর অধিক আর কেহ নাই), এবং তদ্রূপ গুরুলাভ সংযম সাধনের দ্বারা হয়। চারিবার উক্তির আবশ্যক এই যে অগ্র, পশ্চাত, ঊর্দ্ধাধঃ সর্বত্রই এইরূপ অনুভূতি হইতেছে।।৬৪

এবংবিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোহহমিতি ভাবয়েৎ।।৬৫

এবংবিধং গুরুং ধ্যাত্বা স্বয়ং (চেষ্টয়া বিনা) জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, তদা গুরুপ্রসাদেন (যদা গুরুঃ প্রসন্নো ভবতি তদা) অহং মুক্ত ইতি ভাবয়েৎ।।৬৫

গুরু ভিন্ন অন্য কেহ আমার উদ্ধারের উপায় নাই, এইরূপ বুঝিয়া গুরুর ধ্যানে থাকিলে জ্ঞান স্বতঃই উদয় হয়, জ্ঞানোদয় হইলে গুরু প্রসন্ন হয়েন (অর্থাৎ তখন সম্যক্‌ভাবে তাঁহার প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়), এবং গুরু প্রসন্ন হইলে আমি আপনাকে মুক্ত ভাবিতে পারি (নচেৎ কেবলমাত্র পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা, অথবা বাহ্যমূর্তাদিতে কল্পনায় ব্রহ্মভাব অঙ্কিত করিয়া বাহ্যভাবে তদ্ধ্যানে থাকিয়া, ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না, এবং মুক্ত হওয়া যায় না)।।৬৫ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

মহাপ্রস্থানের পথে

(১)

মহাপ্রস্থানের পথ! সত্যি! এই পথেই পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের অন্তিম যাত্রার পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন! মানা গ্রামে ভারত ভূখণ্ডের শেষ চায়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল ভূপিন্দর সিংয়ের সঙ্গে। সময়টা ২০০৮ সাল। প্রবাদপথ ধরে কেদার থেকে বদ্রীনাথে এসে পৌঁছিয়েছি দুদিন আগে। সময় লেগেছে ৩৪ ঘন্টা। বদ্রীনাথে সাময়িক বিরতি, আর এই বিরতির ফাঁকেই মানা গ্রামে আসা। সেখানেই ভীমপুলের পাড়ে ভূপিন্দরের চায়ের দোকান। এই সেক্টরে ভারত ভূখণ্ডের শেষ চায়ের দোকান এটাই। দোকানে বসেই ভূপিন্দরের সঙ্গে ক্ষণিকের আলাপচারিতা, আর তার মাঝেই উঠে এল স্বর্গারোহিনী ট্রেক - মহাপ্রস্থানের পথের কথা। মনের মধ্যে আবার পথে নামার হাতছানি। হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর নেশা। একবার যে এই নেশার স্বাদ পেয়েছে অন্য সব নেশা তার কাছে তুচ্ছ।

ভীমপুল

স্বর্গারোহিনীর পথে যাওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল তখন থেকেই, কিন্তু নানা কারণে যাওয়াটা বাস্তবায়িত হচ্ছিল না। গুরুমার কাছেও কথাটা পাড়তে পারিনি ভয়ে - কি জানি যদি অনুমতি না পাই। এর মধ্যে কেটে গিয়েছে তিন-তিনটে বছর। কাজ শুরু করেছি হেমকুণ্ড আর ভ্যালি ওফ্ ফ্লাওয়ারর্স নিয়ে। কিন্তু মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি জমানোর ইচ্ছেটা আর প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। অবশেষে একদিন সাহস করে মায়ের কাছে কথাটা পাড়লাম - ''মা রুদ্রপ্রয়াগ যাব।'' মায়ের অর্থপূর্ণ প্রশ্ন - ''শুধু রুদ্রপ্রয়াগ?'' আমার উত্তর -''প্রথমে রুদ্রপ্রয়াগ তারপর কাজ মিটলে আর অসুবিধা না হলে আর একটু - এদিক-সেদিক।'' অনেকটা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র মতো উত্তর। আমার উত্তর শুনে মায়ের অর্থপূর্ণ স্মিত হাস্য। তারপর সম্মতি প্রদান। মায়ের স্মিত হাসির অর্থ তৎক্ষণাৎ না বুঝলেও পরে প্রতিপদক্ষেপে সেই হাসির মর্ম উপলব্ধি করেছি। যাইহোক মায়ের প্রাথমিক অনুমতি পেয়ে শুরু করি তোড়জোড়। গন্তব্য রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে সোজা বদ্রীনাথ। সেখান থেকে মানা গ্রামে ভূপিন্দরের বাড়ি। ভূপিন্দরকে বলাই ছিল। সেইমত টেন্ট, রেশন আর দুইজন পোর্টারের ব্যবস্থা সে আগে থেকেই করে রেখেছিল। গাইড ভূপিন্দর নিজেই। সময়টা আগস্ট মাস বর্ষার শেষ অধ্যায় চলছে উত্তরাখণ্ডে। বদ্রীনাথ অনেকটাই ফাঁকা, যাত্রী তেমন নেই আর স্বর্গারোহিনীর পথে তখন আমরা চারজন। বদ্রীবিশালজীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আমাদের যাত্রা হল শুরু। বদ্রীনাথ মন্দিরের পিছনের রাস্তা দিয়ে পায়ে পায়ে এসে পৌঁছাই মাতা মূর্তিদেবীর মন্দিরের দরজায়। মানা গ্রামের ঠিক উল্টোদিকে ছোটো সাদা মন্দির। পৌরাণিক ঋষি নর-নারায়ণের মাতা। ঋষিদ্বয় বিষ্ণুর অবতার, মন্দিরের কাছাকাছি কোনো লোকবসতি নেই। নেই অন্যকোনো মন্দির। একাকিনী মাতা দেবী একান্তে বিরাজ করছেন। নর-নারায়ণ আর মাতা-দেবীর বিষয়ে একটি সুন্দর লোকগাথা আছে। ঋষি নর-নারায়ণ দুই ভাই গৃহত্যাগ করে চলে আসার সময় মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন যে তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন নিয়মিত সংবাদ দেবেন। কিন্তু একাগ্র তপস্যায় মগ্ন থাকায় মায়ের কাছে তাঁরা কোনো খবর পাঠাতে পারেন নি। ছেলেদের কোনো খবর না পেয়ে অবশেষে পিতা ধর্মরাজ ও মাতা মূর্তিদেবী তাঁদের সন্ধানে বের হন। বদ্রীনাথের কাছে তাঁদের আসতে দেখে নর-নারায়ণ চিন্তিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যদি মা এসে তাঁদের তপস্যা ক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান। তাই তাঁরা বদ্রীভূমির দুই দিকে - অলকানন্দার দুই কূলে দুজনে দুটি পর্বতের আকার ধারণ করে লুকিয়ে থাকেন। পরে মায়ের দুঃখে বিচলিত হয়ে ঋষি নারায়ণ তাঁর কাছে আসেন এবং বদ্রীকাশ্রমের কাছে মায়ের বসবাসের সম্মতি দেন। সেই থেকে মাতা মূর্তিদেবী জনহীন প্রান্তরে একাকিনী এই ছোটো মন্দিরে অধিষ্ঠান করছেন। দৈনন্দিন সেবা পুজোর কোনো নিয়ম নেই। ব্যবস্থাও নেই। সারা বছর মন্দির বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র বামন-দ্বাদশীর দিন পুত্র নারায়ণ আসেন মায়ের কাছে। বদ্রীনাথের মন্দির থেকে নারায়ণের ভোগমূর্তি - উদ্ধবদেব, বিরাট শোভাযাত্রা করে আসেন। বেশ বড় মেলা বসে। নারায়ণের প্রধান পূজারী রাওয়ালজী নিজে এসে মাতার পুজো করেন। বিশেষ ভোগ হয়। বিশ্ব কল্যাণের জন্য

হোমাগ্নি জ্বলে। দিনশেষে মাতা পুত্রের একদিনের মিলন-উৎসব সাঙ্গ হয়। ভগবান নারায়ণ আবার নিজের মন্দিরে অগণিত ভক্তবৃন্দ নিয়ে ফিরে যান। মাতার ক্ষুদ্র মন্দিরের ক্ষণিক খোলা দুয়ার আবার বন্ধ হয়। পুত্রের মঙ্গলকামী মাতা আবার বছরের নিঃসঙ্গ নিরম্বু উপবাসের দিনগুলি গুনতে বসেন। মন্দিরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাতার দর্শন করি। পাথরের মূর্তি, মুখে ম্লান অথচ মধুর হাসির অস্ফুট রেখা। প্রণাম করে এগিয়ে চলি। এসে দাঁড়াই বসুধারা ফলস্-এর সামনে। অষ্টবসুর সাধনস্থল এই বসুধারা।

বসুধারা ফলস্

পাহাড়ের প্রায় চারশ ফুট ওপর থেকে এক জলধারা লাফিয়ে পড়ছে। বাতাসের বেগে জলের রাশি অসংখ্য কণায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যায়। সূর্যের আলো সেই বাস্পমণ্ডলীতে প্রতিফলিত হয়ে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রঙের ছটা ফোটায়। মনে পড়ে দুবছর আগে ওই জলধারার পাদমূলে সেই স্বর্গীয় শোভা প্রাণভরে দর্শন করেছিলাম। এবার এপার দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে সেই ধারার উচ্ছ্বাসধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনি - যেন অতি প্রিয়জনের হঠাৎ শোনা কণ্ঠস্বর। এগিয়ে চলি। বেশী চড়াই-উৎরাই এখনও আসেনি। তবে অলকানন্দার কলেবর সরু হয়ে এসেছে। বাঁদিকের গিরিশ্রেণীও অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। আর মাঠ, ক্ষেতের ওপর দিয়ে পথ নয়, পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলেছি। বাঁ দিকে পাহাড়ের গা উঁচু দেওয়ালের মত উঠে গিয়েছে, আর ডান দিকে সোজা নেমে গিয়েছে নদীর জলে -প্রায় চার পাঁচশো হাত নীচে। তবুও যাবার মত পথ আছে। আছে গুরুমায়ের আশীর্বাদ। তাই নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে পথ চলি। এসে পৌঁছাই লক্ষ্মীবনে।

পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমভূমি। বদ্রীনাথ থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার। এই নয় কিলোমিটার রাস্তার পুরোটাই প্রায় সমতল। কোথাও চড়াই নেই। লক্ষ্মীদেবী এখানে তপস্যা করেছিলেন তাই এই স্থানের নাম লক্ষ্মীবন। এখানেই দেহত্যাগ হয়েছিল দ্রৌপদীর। একটা গুহা পরিষ্কার করে তার মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা হয়। আর একটি গুহায় তৈরি হয় রান্নাঘর। গুহার বাইরে পাথরের ওপর এসে বসি, চারিদিকে স্তব্ধ কঠোর কঠিন গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী এই লক্ষ্মীবন। নীচে অলকানন্দার তীরে কতগুলো গাছের ঝোপ। ভূর্জবৃক্ষের বন। সেখানে শান্ত পরিবেশ। ভূর্জগাছের সাদা সাদা ডাল এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে আছে। রক্তাভ বল্কলগুলো রঙিন কাগজের মতো ডালে ডালে আঁকড়ে রয়েছে। কোথাও বা খুলে ঝুলছে। একটু টানলেই পরতে-পরতে পাক খুলে উঠে আসে। ছালগুলোর গায়ে লাল-সাদা রঙের চিত্র-বিচিত্র ছাপ। বনের ছায়া ছুঁয়ে অলকানন্দার একটা ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। জলস্রোতের কলকল শব্দ, গাছের শাখায় শাখায় পাখীদের কলধ্বনি আর অপর পারে তুষারমৌলী গিরিশ্রেণী। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ঢুকে পড়ি গুহাতে। মাথা সোজা করে গুহার ভিতর সব জায়গায় না দাঁড়ান গেলেও স্বচ্ছন্দে বসে বা শুয়ে থাকা যায়। গুহার মুখগুলো খোলা। অবস্থা বুঝে গুহার ব্যবস্থা করতে হয়। কোন দিক দিয়ে বাতাস বইছে, কোন গুহায় ঠাণ্ডা বাতাস বেশী ঢোকার আশঙ্কা, কোন গুহার মেঝে অপেক্ষাকৃত বেশী সমতল - দেখেশুনে এমনই এক গুহা বেছেছিল ভূপিন্দর। গুহায় বসেই ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালি, সঙ্গে বিস্কুট। হঠাৎ গুহার মুখে এসে দাঁড়ায় কালো রঙের লোমশ এক তিব্বতী ম্যাস্টিক কুকুর। ভূপিন্দর বলে স্বর্গারোহিনীর পথে সব যাত্রীদের সঙ্গেই এমন কুকুর সঙ্গ নেয়। পথে ওরাই অনেকক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক। গুহার বাইরে একবার গা ঝাড়া দিয়ে দেহের জল ঝরিয়ে নেয়। তারপর গুহার মধ্যে আমাদের গায়ে গা লাগিয়ে এসে বসে পড়ে। ওকেও দিই দুটো বিস্কুট। একবার চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে - কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামে। বৃষ্টি থেমেছে কিছুক্ষণ আগে আকাশ জুড়ে তারার মেলা, সেই সঙ্গে হিমেল বাতাসের কাঁপুনি। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি। কুকুরটাও আশ্রয় নেয় পাশের গুহাতে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু। এই অঞ্চলে রোদের তেমন তেজ নেই তাই খাবার পাট চুকিয়ে সারাদিন হাঁটার নিয়ম, তাতে যতদূর যাওয়া যায়। লক্ষ্মীবন ছাড়ার আগে একটা গুহার মধ্যে কিছু আলু আর কাঠকয়লা রেখে আসা হয় মাটি আর পাথর চাপা দিয়ে,

ফেরার পথে কাজে লাগবে, অনেকটা ভার লাঘব হয়। ভূপিন্দরের বুদ্ধি অনুযায়ী ঠিক হল যে ফেরার পথে যেখানে যা লাগবে যাবার সময় সেখানে তা রেখে যাওয়া হবে ।

অলকানন্দার কিছু ওপর দিয়ে চলেছি। সামনেই দেখছি নদী আবার বাঁদিকে পাহাড়ের আড়াল ঘুরে গিয়েছে, ওই দিকেই অলকানন্দার হিমবাহ শুরু। বদ্রীনাথ ছাড়ার পর ঘোড়ার খুরের আকারে নদীর গতিপথ বেঁকে গেছে। বদ্রীনাথের নারায়ণ পর্বত আর নীলকণ্ঠ শিখর - যা মন্দিরের পিছনে দেখা যায় আমাদেরকেও যেতে হবে সেইসব পাহাড়েরই পাশ দিয়ে, তবে অপর দিকের অংশ বাঁহাতে রেখে অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শিখরকে অর্ধ পরিক্রমা করে। বাঁকের কাছে সামনে থেকে আর একটি প্রশস্ত হিমবাহ এসে অলকানন্দার হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে - ভগীরথ খরগ্। বহুদূরে সেই হিমবাহের শেষভাগে বরফের চূড়া দেখা যায়। ওই হিমবাহ ধরে গেলে পাঁচ-ছয় দিনে গোমুখে পৌঁছোন যায়। দুর্গম বরফের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে সেই পথ। ওই তুষার শিখর আর হিমবাহগুলো থেকে অপর দিকে নেমে যাওয়া ধারাগুলো ভাগীরথী গঙ্গার উৎস আর এদিকে নেমে আসা ধারাগুলো অলকানন্দার নদীরূপ সৃষ্টি করেছে। সামনে ছটি গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থিত একটি পার্বত্য নদীর উপত্যকার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভূপিন্দর বলে, ''ঐ দেখুন অলকাপুরী''। দেখি গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে একটি ক্ষীণধারা নির্ঝরিণী শৈলসোপান বেয়ে সর্পিল গতিতে নেমে এসে অলকানন্দায় মিশেছে। বহুদূরে উপত্যকার শেষ সীমায় তুষার শীর্ষ গিরিশিখর। ঘননীল আকাশের বুকে যেন শ্বেত শুভ্র মন্দির চূড়ার আকৃতি। তারই উপর একখণ্ড সাদা মেঘ যেন পতাকা ওড়াচ্ছে।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৪৭ : 'পরমব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' কি?

উত্তর : 'পরমব্রহ্ম' হল সনাতন ব্রহ্মের নির্গুণ প্রকাশ আর 'পরমাত্মা' হল সগুণ প্রকাশ। জ্ঞানী সাধকযোগীর নিকট পরব্রহ্ম যাহা, যোগীর নিকট পরমাত্মা তাহাই। আর তিনিই ভক্তের নিকট ভগবান। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ও ভগবান অভেদ।

প্রশ্ন ৪৮ : 'পরমগুরু' কাকে বলে এবং 'সদ্‌গুরু' কাহাকে বলে?

উত্তর : এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি মধ্যে যে চেতন শক্তি আছে সেটি জ্ঞান স্বরূপ। জড় পদার্থে জ্ঞান-চেতনা বা বোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ চেতনাশক্তির মূল কারণ হইল সেই 'ব্রহ্ম' যাঁহাকে 'পরমগুরু' বলা হয়। ঈশ্বরও সেই ব্রহ্মের সগুণরূপ, এমনকি সত্তা মধ্যে যে আত্মা, সেই আত্মা সেই চেতনশক্তিরূপ ব্রহ্মেরই অংশ। সেই কারণে এই আত্মাই মনুষ্যরূপী জীবের একমাত্র 'সদ্‌গুরু' পদবাচ্য। গুরুগীতায় ভগবান শংকর দেবী পার্বতীকে বলিয়াছেন যে এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতেই মানুষের গুরুবুদ্ধি রাখা উচিত। আত্মজ্ঞান দ্বারাই সৃষ্টির রহস্যকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই আত্মাই দেহমধ্যে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ। মানুষের মায়া প্রপঞ্চ দ্বারা আবৃত বোধ মানুষকে অজ্ঞানতায় পর্য্যবসিত করে বলে মানুষ নিজের দৃশ্যমান শরীরকেই নিজস্বরূপ বলে বোধ করিয়া থাকে যেটি হল ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তির নিরাকরণ একমাত্র কোনো সদ্‌গুরুই করিতে পারেন শিষ্যকে দীক্ষা দানের মাধ্যমে। জ্ঞান প্রদাতা 'সদ্‌গুরু' ব্রহ্ম স্বরূপ হন। সদ্‌গুরু সত্যজ্ঞান দানের মাধ্যমে শিষ্যকে ভবসাগর পার করাইতে পারেন। সদ্‌গুরু শিষ্যকে মুক্তিমার্গ দর্শন করান। এই মুক্তির বিষয় জ্ঞানী সদ্‌গুরু মহর্ষি অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে বলিয়াছেন —'হে প্রিয়! যদি তুমি মুক্তি চাও তো বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ কর, আর ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ এবং সত্যকে অমৃতের মত সেবন কর।' মহর্ষি অষ্টাবক্র পরে আরও বলিলেন —'যদি তুমি দেহকে নিজের থেকে আলাদা কর এবং চৈতন্যে বিশ্রাম করে স্থিত হও তো এখনই তুমি সুখী, শান্ত এবং বন্ধন মুক্ত হইয়া যাইবে।' — সদ্‌গুরুই পরম গুরুর চিন্ময় দিব্য সগুণ বিগ্রহ। — অতঃ -

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী

(বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১৮)

১) ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ'কোথা হইতে সমুদ্ভূত হন ?

উঃ — বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরাসংবিতের কর্ষণরূপ নিবৃত্তি শক্তি হইতে 'কৃষ্ণ' সমুদ্ভূত হন।

২) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তৈলঙ্গ স্বামীজীর মধ্যে কথোপকথন — রামকৃষ্ণদেবের প্রশ্নের উত্তরে তৈলঙ্গ স্বামীজী কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বলিতে হইবে।

প্রশ্ন- রামকৃষ্ণদেব -ধর্ম কি?

উ: স্বামীজী -সত্য।

প্রশ্ন- রামকৃষ্ণদেব - জীবের কর্ম কি?

উ: স্বামীজী - জীবসেবা।

প্রশ্ন- রামৃষ্ণদেব - প্রেম কি?

উ: স্বামীজী - ভগবানের নামে তন্ময় হইয়া যখন চোখে জল আসে তখনকার অবস্থার নাম প্রেম।

৩) উপরে উক্ত প্রশ্নোত্তরগুলি কার সামনে হয়েছিল?

উঃ — শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী, তৈলঙ্গস্বামীর মানসী কন্যা।

৪) এই সৃষ্টি মধ্যে আত্মতত্ত্বের আদিগুরু কারা?

উঃ — ব্রহ্মাপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার — এই চতুঃসন।

৫) সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে কোন কোন নদী বিরাজিত আছে?

উঃ — সুষুম্না নাড়ী মধ্যে দক্ষিণাংশে যমুনা নদী, বজ্রানাড়ীতে গঙ্গা এবং চিত্রা ও ব্রহ্মনাড়ীতে সরস্বতী নদী প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদায়িনী।

৬) দেবী অন্নপূর্ণা শক্তি কাহাকে বলে?

উঃ — যোগী সাধকের অনাহত হইতে আজ্ঞার পথে পরম বৈরাগ্যরূপী ত্যাগ চেতনার যে ঊর্ধ্ব আত্মশক্তির প্রবাহ যোগীসাধককে আজ্ঞা চক্রে উত্তোলিত করিতে সমর্থ এবং সেই স্তরে স্থিতি প্রদান করিয়া যোগীর অন্নময়, মনোময়, প্রাণময় কোষাদিকে যে শক্তি পরিপুষ্ট করিয়া তৃপ্তি প্রদান করে যোগীকে শিবত্বের ভূমিতে উপনীত করায়, সেই মাতৃশক্তিই হইলেন 'দেবী অন্নপূর্ণা'।

৭) যোগেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর আশ্রম কোথায়? সেখানে কে থাকেন? আশ্রমের প্রধান পূজ্যদেবতা কে?

উঃ — হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের এক দুরাধিগম্য সিদ্ধপীঠ - যোগেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর আশ্রম।

সেখানে 'গৌরী মাতা' নাম্নী যোগিনী মাতা থাকেন। আশ্রমের প্রধান পূজ্য দেবতা দিব্য জ্যোতির্প্রভা সম্পন্ন স্ফটিকের শিবলিঙ্গ।

৮) নন্দী ঋষির পিতার নাম কি? নন্দী ঋষি রামলীলায় কোন অবতার ছিলেন?

উঃ — নন্দী ঋষির পিতার নাম মহর্ষি শিলাদ। রামলীলায় নন্দী ঋষি 'হনুমান' রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৯) ওঁ ত্র্যম্বকং যযামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
ঊর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।
মন্ত্রটির অর্থ কি?

উঃ — যিনি সুগন্ধি অর্থাৎ যাঁর পুণ্যকীর্তি চারিদিকে বিস্তারিত রয়েছে, যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন অর্থাৎ যিনি জগতের বীজ স্বরূপ অথবা যিনি সাধক যোগীর দেহাদি বিষয়গুলিকে পরিবর্ধিত করেন (বা শুদ্ধ করে চিন্ময় করে পুষ্টিবর্দ্ধন করেন) আমরা সেই ত্র্যম্বকের ('ত্রি' অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র শক্তির সামরস্যতা পূর্ণ ত্র্যম্বক অর্থাৎ পরমশিবের বা পিতা মহাদেবের) উপাসনা রূপ যজন করি; যার ফলে ঊর্ব্বারুক (শশাজাতীয় ফল কাঁকুড়) যেমন নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি যে পর্য্যন্ত যোগীর সাযুজ্য মুক্তি বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত ত্র্যম্বকরূপী শিব যেন আমাদের মৃত্যুরূপী সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

১০) 'হরি' এবং 'হরের' পার্থক্য কি?

উঃ — 'হরি' অর্থে যিনি সব কিছুকে হরণ করেন; অর্থাৎ মায়ার গণ্ডীতে যা কিছু, সেই সব কিছুকেই যিনি নিজের মধ্যে সমাহিত করে 'হরণ' করে নিতে সক্ষম হন।

'হর' অর্থে 'সোহম্'। 'হ' অর্থে বিশুদ্ধ অহং আর 'র' অর্থে রহিত অবস্থা — এইটি মঙ্গলময় মহাজ্ঞানময় শিব বা হর-এর স্বরূপ।

১১) দেবী বিরজা কে? বিরজা দেবীর কৃপায় যোগী কি প্রাপ্ত হন?

উঃ — গোলোকে শ্রীরাধিকার দিব্য মহাভাবের ধারার সংযত নিবৃত্তির অবস্থা হইতে বৈরাগ্য মহাভাবের উদয় হয়। সেই মহাভাবেরই স্বরূপ 'দেবী বিরজা'। বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দে 'বিরজাদেবী' নদীরূপে প্রকটিতা। আবার, আধ্যাত্মচেতনায়

যোগতত্ত্বে দেহমধ্যে নাড়ীরূপে প্রবাহিতা রয়েছেন।

দেবী বিরজার কৃপা অন্তরে স্ফুরিত হইলে যোগীহৃদয়ে শুদ্ধ বৈরাগ্য ভাবের উন্মেষ হয়। যার ফলে যোগীর চেতনা ষট্‌চক্র অতিক্রম করিয়া উন্নত হইতে আরও উন্নত স্তরে উন্নীত হয় — যোগী হন পূর্ণসিদ্ধ ও আপ্তকাম।

কোথায় তোমরা চলেছ?

(স্বামী মুক্তানন্দ রচিত ইংরাজী পুস্তক 'Where Are You Going' -এর বঙ্গানুবাদ)

(১)

মুখবন্ধ — (মাতা দুর্গানন্দ)

যিনি প্রকৃত গুরু তিনি সঠিক পথের নিশানা জানেন। যে কেউ তাঁর সঙ্গ করেছে, সে জানে তাঁর বাক্যের শক্তি কতখানি। একজন প্রতিভাবান শিল্পী তার অঙ্কন প্রণালী সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়ে থাকেন, একজন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী যন্ত্রের পরিমাণ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন। একজন দাবাড়ু, কি করে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করলেন, সেই খেলার বিষয়ে আলোচনা করেন। আমরা যখন সেই বিশেষজ্ঞদের সংস্পর্শে আসি, আমরা যে কেবল তাঁদের সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি তা নয়, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সাধনা যা তাঁরা সারা জীবন অনুসন্ধান করে গেছেন তার কিছুটা আমরা লাভ করি। অনেক সময় তাঁদের উপস্থিতিই তাঁদের বাণীর মূল বাক্য আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে সম্পূর্ণ নূতন পথে সেগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

একজন আধ্যাত্মগুরুর বাক্যে যে শক্তি থাকে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের তাঁদের সেই বিষয়ের জ্ঞানের শক্তির মধ্যে সেই সেই শক্তির অনুরূপ কিছু শক্তির মিল থাকতে পারে। একজন আধ্যাত্মিক গুরু সাধনায় সিদ্ধ হয়ে পূর্ণত্ব লাভ করেন। কাউকে যখন তিনি উপদেশ দেন সেটা তিনি তাঁর আত্মপোলব্ধির থেকেই দেন। তাঁর বাক্যের শক্তি অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিকদের শক্তি থেকে অনেক বেশী। আধ্যাত্মিক পথ অতি জটিল, সূক্ষ্ম, অতীব বিপদ সঙ্কুল। মানুষের অন্তর-জগৎ বিজ্ঞ হলেন আধ্যাত্মগুরু। একজন শিল্পী বৈজ্ঞানিক বা দাবাড়ু তাদের পারিবারিক জীবনে সাফল্যলাভ নাও করতে পারেন যেহেতু তাঁরা তাঁদের জীবনের সবকিছুর বদলে তাঁদের একাগ্রতা একটি বস্তুর ক্ষেত্রে আবদ্ধ রেখে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করেন। কিন্তু নামের সংজ্ঞাতেই প্রকাশ একজন আধ্যাত্মগুরু সারাজীবনের গুরু। সবরকম সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেছেন এবং নিজের জীবন ও বাক্য দ্বারা তিনি আমাদের শিক্ষা দেন, আমাদের অসীম আনন্দ ও মুক্তির জন্য। বস্তুতঃ তিনি আমাদের অন্তরের পূর্ণতাকে দেখান। এইরূপ গুরুর সংস্পর্শ আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।

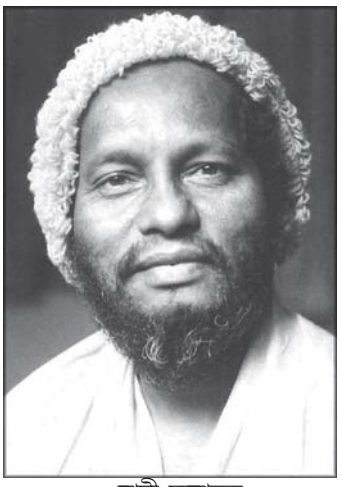
স্বামী মুক্তানন্দ

স্বামী মুক্তানন্দ সেই সব দুর্লভ গুরুদের অন্যতম একজন যিনি সেই রূপান্তর করার ক্ষমতার অধিকারী। স্বামী মুক্তানন্দ একজন সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ কথার অর্থ 'সম্পূর্ণাবস্থা' এবং যাহা কেবল সেই সকল মানব মানবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাঁরা আত্মমগ্নতায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে অন্তরাত্মাকে লাভ করেছেন। সে অবস্থাকে সকল ধারার আধ্যত্মবাদীরা মনে করেন মানবদেহের পক্ষে যে দুর্লভতম অবস্থা লাভ করা সম্ভব, সেই অবস্থা।

স্বামী মুক্তানন্দ ১৯০৮ সালে ম্যাঙ্গালোরে এক সমৃদ্ধশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বছর বয়সে তাঁর গুরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিনি সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী ২৫ বছর সমগ্র ভারতবর্ষ বেশীর ভাগ সময়েই পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। তিনি শাস্ত্র এবং বিভিন্ন যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি সর্বদাই সেই পরম উপলব্ধি — ঈশ্বরানুভূতি লাভের জন্যে আশা পোষণ করতেন এবং তিনি জানতেন সেই উপলব্ধি ধারা- পরম্পর গুরুর মাধ্যমেই একজন পেয়ে থাকে। তিনি ষাটের অধিক সাধুর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন।

স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী মুক্তানন্দ

তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে তিনি যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন যোগী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে সব গ্রাম ও পাহাড়ে ঘুরতেন সেখানের বহু ভক্তরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এইসব খ্যাতি ও নানা শক্তি লাভ করা সত্ত্বেও তিনি অতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে ভারতের অন্যতম বা শ্রেষ্ঠ সাধক রহস্যময় পুরুষ নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি আবার মিলিত হন। নিত্যানন্দ প্রকৃত এক সিদ্ধ গুরু পরম্পরার লোক ছিলেন এবং নিত্যানন্দের কাছ থেকেই মুক্তানন্দ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ দ্বারা শক্তিপাতলাভ করে সিদ্ধযোগ ধারায় দীক্ষিত হন। নয় বছর ধরে নিত্যানন্দের নির্দেশে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছান। এই রকম বলা হয় যে ১৯৫৬ সালের এক প্রভাতে মুক্তানন্দ হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ''মুক্তানন্দ আর মুক্তানন্দ নয় সে পরমের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। মুক্তানন্দ মুক্ত হয়ে গেছে।''

...ক্রমশঃ

—বঙ্গানুবাদ শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

Library-র পুস্তকাবলী রক্ষণাবেক্ষণার্থে সদস্যদের Library-র বার্ষিক চাঁদা (১০০/- টাকা) ৩১শে জানুয়ারীর (২০১৯) মধ্যে জমা করতে হবে।

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩৩)

দেবতা বিষ্ণু— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

বিষ্ণু বিশ্বব্যাপক শক্তি। তেমনি অগ্নিও বিশ্বব্যাপক শক্তি। গীতার বিশ্বরূপদর্শন যোগে কৃষ্ণকেই বিষ্ণুরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার আধিষ্ঠানকে দেখান হয়েছে। অগ্নি সম্পর্কেও একই কথা বৈদিক আখ্যানে পাওয়া যায়। সমস্ত দেবতা ভীত হয়ে অগ্নির মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন, তাই অগ্নি হলেন সর্বদেবময়। সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে আহূতি অগ্নিতেই দেওয়া হয়।

বেদের দেবতাদের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুস্থান ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন নিরুক্তকার যাস্ক। এই তিনটি রূপ যে একই মহাশক্তির স্থানভেদের বিভাগ এই ব্যাপারে যাস্ক সচেতন ছিলেন। এই তিন স্থানের দেবতারা একই জ্যোতির ত্রিধা প্রকাশ। যিনি পৃথিবীস্থানে অগ্নি বা বেদিতে যজ্ঞাগ্নি, তিনিই মধ্যমস্থানে বৈদ্যুতাগ্নি আবার দ্যুস্থানে সূর্যাগ্নি। একেরই প্রকাশ ঘটেছে তিনেতে। যজ্ঞভাবনার ক্ষেত্রে দেবভাবনার একটা ক্রমোত্তরণ থাকে। স্থানের ক্রমোত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের ক্রমোত্তরণের কথাও যজ্ঞবিদ্‌রা বলে থাকেন। বিভিন্ন স্তোম, ঋতু, সাম যজ্ঞপ্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমোত্তরণের রূপটি আচার্য যাস্ক আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। শুক্লযজুর (২২/৫) মন্ত্রেও এরূপ বিষ্ণুক্রমের একটা ব্যাপার বলা হয়েছে - বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় বিষ্ণুক্রমণের কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

পরবর্তীকালে বেদের যজ্ঞধারার বিনাশ হয়ে যখন স্মার্তধারার প্রবর্তন হল তখন সূর্যরূপ বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যধারায় শালগ্রাম শিলার চক্রে পরিণত হলেন। সূর্য একচক্র ও সর্ব দেবময় তেমনি শালগ্রামও চক্রময়। এক থেকে বহু চক্রযুক্ত শালগ্রামের কথা পুরাণাদিতে বলা হলেও এবং চক্র ও বর্ণ অনুসারে তাদের বিভিন্ন নামকরণের বিবরণ থাকলেও তা মূলতঃ চক্রোপাসনা। কৃষ্ণের হাতের চক্রের সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে যদিও চতুর্ভূজ কৃষ্ণ ব্যূহবাদের ফলশ্রুতি হিসাবে অভিব্যক্ত। অতএব পুরাণের যুগে বৈদিক ধারার মূল কথাটা হারিয়ে যায়নি নতুন ভাবে রূপ পেয়েছে।

'শিপিবিষ্ট' শব্দটি বৈদিকযুগে বিষ্ণুর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত। নিরুক্তকার জানিয়েছেন শিপিবিষ্ট বিষ্ণুরই

নামান্তর - 'শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি'। ঋগ্বেদের মন্ত্রেও ৭/১০০/৬ বিষ্ণুর সঙ্গে শিপিবিষ্টের কথা পাওয়া যায়।

পুরাণের বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে অনন্তশয্যায় শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর নাভিকমল থেকে সৃষ্টি হয়েছেন পদ্মযোনি ব্রহ্মা। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে বলা হল — বিশ্ব সংহার হবার পরে ভগবান বিষ্ণু মহাসমুদ্রে ভাসমান শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেছিলেন এবং যোগনিদ্রায় আসীন হয়েছিলেন। তখন বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা আবার সৃষ্টির বিষয়ে ধ্যানে নিরত ছিলেন। পদ্ম বা শতদল সূর্যের প্রতীক। সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে পদ্মের সম্পর্ক পৃথকভাবে আলোচনার বিষয়। এই কাহিনীর পিছনেও বৈদিকতত্ত্ব বর্তমান বলে পণ্ডিতেরা দাবি করেছেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের বিশ্বকর্মা ঋষি দৃষ্ট সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ৮২ সূক্তে এই যোগনিদ্রার ব্যাপারটি কথিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ব্রহ্মাণ্ড তখন জলে অবস্থান করছিল এবং বিশ্বকর্মা অজ পুরুষ সেই জলে অবস্থিত ছিলেন। বিশ্বকর্মা বা বিশ্বস্রষ্টা-প্রজাপতি পুরাণে হয়েছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু। বিষ্ণুর এই অনন্তশয্যাশায়ী তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নয় বলে তারা সেকথা বোঝে না। কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানারকম কল্পনা করে এবং প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে আর স্তব-স্তুতি করে। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পাঞ্চপাসনা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা স্মরণীয় — ''পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা যে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর রূপবর্ণনা দেখিতে পাই উহাও বেদোক্ত বিশ্বকর্মার রূপকল্পনা হইতে উদ্ভুত''। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশাই তাঁর পৌরাণিক উপাখ্যানে এটাকে মহাজাগতিক জ্যোতিষতত্ত্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুষসূক্তে সৃষ্টিরহস্য বলতে গিয়ে হাজার মাথা, হাজার চোখ ও পা যুক্ত পুরুষের থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলে নারায়ণ ঋষি ব্যাখ্যা করেছেন। সায়ণ এই পুরুষের স্বরূপ সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। সহস্ররশ্মিযুক্ত সূর্য এই সহস্রশীর্ষা পুরুষ। সূর্যবেদেতে জগৎ ও তস্থুষের আত্মা এই পুরুষও বিশ্বাত্মা। কৃষ্ণের নারায়ণ রূপটিকে তাঁকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা থেকে উদ্ভুত। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যেও সেই চেষ্টা করা হয়েছে। মহাভারতের বনপর্ব এবং অন্যান্য স্থানেও এই চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশ্বাত্মারূপে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা যে ঋগ্বেদেই আছে একথা আগেই বলেছি। ডক্টর ভাণ্ডারকর মনে করেছেন - মহাভারতের যুগের আগেই নারায়ণ ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং পরে বৃষ্ণিবংশের বাসুদেব ও সূর্যবিষ্ণু, যজ্ঞবিষ্ণুকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানে পুরুষ নারায়ণ সর্বভূতকে অতিক্রম করে সব হয়ে ওঠার কামনা করেছেন। নারায়ণ যে জলে শয়ন করেছিলেন সেটা আকাশের জ্যোতিঃতত্ত্ব একথা যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বলেছিলেন। আকাশকে সমুদ্র হিসাবে কল্পনা করা বৈদিক ঋষিদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনন্ত নীলাকাশের সঙ্গে অনন্ত সমুদ্রের সাযুয্য থেকেই এইরূপ কল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই উৎসারিত হয়েছিল। শতপথ বলেছে — সমস্ত লোককে পূর্ণ করেন বলেই বা পবিত্র করেন বলেই নারায়ণ হলেন পুরুষ। নারায়ণ শব্দের অর্থও তাই। মনু সংহিতার প্রথম অধ্যায়েই পাই জলের অপর নাম নার। এই নার যার অয়ন বা আশ্রয়, তিনি হলেন নারায়ণ। স্পষ্টভাবেই অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণকে এখানে বোঝান হয়েছে।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ২৪শে অক্টোবর, বুধবার
রাস পূর্ণিমা — ২৩শে নভেম্বর, শুক্রবার
বার্ষিক সাধারণ সভা — ২৫শে নভেম্বর, রবিবার
বার্ষিক শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা পূজা - ১৫ই ডিসেম্বর, শনিবার
বার্ষিক শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউয়ের প্রতিষ্ঠা পূজা - ১৬ই ডিসেম্বর, রবিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি — ২৮শে ডিসেম্বর, শুক্রবার
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস — ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৯, সোমবার

আশ্রম সংবাদ

২৭শে জুলাই — গুরুপূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ

অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দেন ও কিছু আধ্যাত্মিক কথা বলেন। এরপর হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। অন্তিমে একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

২৬শে আগষ্ট — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন। শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রবচনের দ্বারা উপস্থিত সকলে ক্রিয়াযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর — শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দ্বিপ্রাহরিক ভোগ নিবেদিত হয়। এই পুণ্য তিথিতেই পূজণীয় শ্রীশ্রীবাবার জন্মতিথি। এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ কিছু ভজন পরিবেশন করেন। শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবার সাথে তাঁর সৎসঙ্গের স্মৃতিচারণ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অপূর্ব ভজন গান সকলকে বিমোহিত করে।

১১ই সেপ্টেম্বর — এইদিন আশ্রমে শ্রীশ্রীরামদেব বাবার পূজা হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর — গণেশ চতুর্থীর পবিত্র তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগণেশ পূজা।

৩০শে সেপ্টেম্বর — এইদিন আধ্যাত্মিক সভার ২৮তম পর্বে 'কঠোপনিষদ্'-এর ৮ম পর্য্যায়ের অপূর্ব ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

आश्रम समाचार

२७ जुलाई - गुरुपूर्णिमा के दोपहर में श्रीश्री गुरुमहाराजाओं के भोग निवेदन एवं प्रसाद वितरण अनुष्ठान के पश्चात् शाम में श्रीश्रीमाँ ने समागत भक्तमंडली को दर्शन दिया एवं कुछ आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें अनुग्रहित किया। तत्पश्चात् हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या का विमोचन हुआ। अंत में आश्रम के गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों ने एक मनमोहक संगीतानुष्ठान की प्रस्तुति की।

२६ अगस्त - इस दिन सुबह सत्संग में श्रीश्री माँ ने क्रियायोग विषय पर प्रवचन दिया। इसमें श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग पर वक्तव्य प्रस्तुत किया। उपस्थित भक्तवृंद श्रीश्रीमाँ के आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा उद्बुद्ध एवं समृद्ध हुए।

३ सितम्बर – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर

श्रीश्रीराधा-माधव को द्विप्रहर का भोग निवेदित किया गया। यह पुण्य तिथि परमपूज्य श्रीश्रीबाबा की जन्म तिथि भी है। सायंकाल श्रीश्रीमाँ एवं गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों के द्वारा कुछ भजनों का परिवेशन किया गया। श्रीश्रीमाँ के कंठ से नि:सृत अपूर्व भजनों ने सबों को मंत्र-मुग्ध कर दिया। अंत में श्री प्रदीप चट्टोपाध्याय ने श्रीश्रीबाबा के साथ उनका सत्संग का स्मृतिचारणा की।

११ सितम्बर – इस दिन आश्रम में श्रीश्रीरामदेव बाबा की पूजा हुई।

१७ सितम्बर – गणेश चतुर्थी की पुण्य तिथि पर श्रीश्री अन्नपूर्णाक्षेत्र में श्रीश्री गणेश पूजा अनुष्ठित हुई।

३० सितम्बर – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के २८वे पर्व पर 'कठोपनिषद्' पर अपूर्व व्याख्यान का परिवेशन किया गुरुभ्राता डा: वरुण दत्त ने।

माता आनन्दमयी का मधुर परश

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

जो घटना लिखने जा रही हूँ वह वर्ष १९८७, २२मार्च की है। उस दिन रात में किसी कारणवश सो गई थी। नींद की अवस्था में करवट बदल कर सोयीथी, हठात् पीछे से ना जाने किसने अत्यंत जोर से धक्का देकर गभीर आच्छन्न चेतना को जगा दिया! पीछे घुमते ही उन्होंने मुझे जोर से अपने अंक में भर लिया अतएव उनका मुखड़ा तब भी मैं देख नहीं पाई। प्रेमालिंगन से छूटते हुए जब दोनों एक दूसरे के समक्ष हुए तो देखा उस सरल स्निग्ध माधुर्यमण्डित अतिपरिचित मुख को! लाल बार्डर की सफेद साड़ी परिहिता, केश उन्मुक्त, गौरवर्ण अपूर्व माधुर्य सम्पन्न कोमल शान्त दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। कुछ ही देर में उस दिव्यानी ने मेरे हाथ में एक चाँदी के तार से गुथी बहुत बड़ी रुद्राक्ष की माला दी। तत्पश्चात् माला मेरे हाथ से लेकर जबरदस्ती मेरे गले में पहना दी, उसके बाद दोंनो हाथों में पहनाई एवं उसी जल्दी-जल्दी में मैंने उनसे प्रश्न किया, ''मुझे क्यों रुद्राक्ष दे रही हो, मैं तो सन्यासी नहीं हूँ।'' तीव्रता से हाथ में माला बाँधते-बाँधते उन्होंने कहा - ''कौन कहता है, तुम सन्यासी नहीं हो? तुम तो माया मुक्त हो।'' यह कहकर वे कक्ष से द्रुत गति से अन्तर्हित हो गई। ये ही थी समग्र जगत्वासियों की 'माता आनन्दमयी' जो इसी नाम से सुप्रसिद्धा, सर्वसिद्धा, सर्वजनों की आराध्या ब्रह्मज्ञा जननी। प्रेम-उथलित् हृदय पद्म को जैसे किसी ने हल्के से हिला दिया हो। इसी कारण से पूर्व स्मृति उद्भासित होने लगी। मन में ध्रुवास्मृति का कोष जाग्रत हो उठा एवं ध्यान में उद्भासित हुआ उस पुराण-प्रसिद्धा अयोनिसम्भवा दिव्य नारी ब्रह्मा-कन्या 'अहल्या' का विवरण। रामायण में है -''यस्मात् न विद्यते हल्यं''- इसीलिए उनका नाम पड़ा है 'अहल्या'। वे अद्वितीय सुन्दरी और सत्य परायण थी इसीलिए परम पिता ब्रह्मा ने उनका नाम दिया 'अहल्या'। अहल्या सभी कालों में निष्पाप एवं निर्दोष थी। सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण ब्रह्मा ने जितेन्द्रिय ऋषि महर्षि गौतम के हाथों में अहल्या का सम्प्रदान किया। दैव-दूर्विपाकवश देवराज इन्द्र द्वारा उत्पीड़िता देवी अहल्या स्वामी गौतम द्वारा अभिशप्त होकर अदृश्य रूप से पाषाण में परिणत होकर तपस्या करने लगी। ताड़का-वध के पश्चात् मिथिला में जनक-सभा में जाने की राह पर गौतम के तपोवन में प्रवेश करने पर विश्वामित्र द्वारा अहल्या की कहानी वर्णन करने के पश्चात् तपोसिद्धा तपोज्योति से दीप्त अहल्या को श्रीरामचन्द्र ने देखा एवं श्रीराम के पवित्र चरण-स्पर्श से वे पुनर्जाग्रत हुई। तब श्रीराम और लक्ष्मण ने देवी अहल्या की पदधूलि को ग्रहण किया। तत्क्षणात् स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पवर्षण किया एवं देवी-देवता अहल्या की प्रशंसा करने लगे। उधर हिमालय में महर्षि गौतम का तपोभंग हुआ एवं वहाँ आविर्भूत होकर उन्होंने श्रीराम की पूजा की, उनका अतिथि सत्कार कर अहल्या को साथ लेकर तपस्या करने हिमालय चले गये।

श्रीश्रीमाता आनन्दमयी

देवी अहल्या से संबंधित पुराण में बहुत विचित्र कहानी है। भगवत्लीला में अंशग्रहणकारी होने के कारण देवी अहल्या और ऋषि गौतम चरित्र या कहानी की आत्मयोग स्तर से व्याख्या की गई।

प्रज्ञा दृष्टि एवं प्रज्ञाध्यान से समझा जाता है कि शुद्ध सत्त्व जितेन्द्रिय मुनि गौतम की शक्तिसत्ता थी हलाहलशून्य विशुद्ध सत्त्वोर्जिता शक्ति 'अहल्या'। वह विद्यारूपिणी शक्ति मार्ग में इन्द्रियरूपी इन्द्र या मन द्वारा अनजाने में उत्पीड़ित होने के उपरांत अविद्या अंश में पतित होकर अज्ञानतावश जड़वत् प्रस्तररूप अवस्था को प्राप्त हुई एवं शुद्धसत्त्व गौतमरूपी स्वामी या चैतन्यगुरु द्वारा अभिशप्त होकर पुनः आदि

अवस्था में उपनीत होने के लिए तपस्या में व्रती हुई। तपस्या के पश्चात् परमब्रह्म सनातन विशुद्ध चैतन्य सगुण ब्रह्म श्रीराम के पदस्पर्श से अथवा आत्मचैतन्य के प्रकाश के संस्पर्श से पुनः परिशुद्ध होकर विशुद्ध अवस्था लाभ कर जाग्रत हुई, तब समस्त जनों की पूजिता हुई। सृष्टि में प्रत्येक योगीसाधक या आत्मसत्ता के साधन-मार्ग में चलने के पथ पर अहल्या के सदृश अवस्था होती है।

देवी अहल्या के प्रसंग में प्रज्ञावान योगी का स्वाभाविक भाव से और एक उपाख्यान स्मरण हो रहा है। वह है 'सती लक्ष्मी-देवी' की कहानी। श्रीवरदाचार्य और लक्ष्मी-देवी रामानुजस्वामी के मंत्र शिष्य थे। श्रीशैल गमन के पथ पर अष्टसहस्र ग्राम में बहुत से धनवान व्यक्ति रामानुजस्वामी के शिष्य थे, किन्तु रामानुजस्वामी ने किसी के गृह से भिक्षा स्वीकार ना कर वरदाचार्य के गृह से भिक्षा ग्रहण की। इन 'लक्ष्मी-देवी' की घटना का अवलम्बन कर श्री रामानुज सम्प्रदाय 'श्री' सम्प्रदाय नाम से अभिहित हुआ। श्रीवरदाचार्य की सती साध्वी पत्नी थी 'लक्ष्मी-देवी'। अति दरिद्र इस ब्राह्मण दम्पती की गुरुभक्ति के दिव्य आकर्षण ने ही रामानुजस्वामी को उनके गृह में भिक्षा ग्रहण के लिए मजबूर किया तथा उन्हें प्रातः स्मरणीया बना दिया। – श्रीरामानुजस्वामी ने वरदाचार्य की जीर्ण कुटीर के सामने जाकर देखा, बाहर में छिन्नवस्त्र सुख रहे थे, कुटिया का द्वार उन्मुक्त था। उन्होंने वरदाचार्य का नाम लेकर पुकारा। वरदाचार्य के घर में ना रहने के कारण उनकी स्त्री ने घर के अन्दर से ताली बजाकर अपनी उपस्थिति का भान करवाया; इस प्रकार अन्तर्यामी रामानुजस्वामी ने लक्ष्मी की अवस्था को भाँप लिया। अल्पवस्त्र परिहिता लक्ष्मी जप-ध्यान में निरत थी। अतएव रामानुजस्वामी ने निज मस्तकस्थ पगड़ी को कुटिया के मध्य निक्षेप किया। तत्पश्चात् पगड़ी को परिधृत कर लक्ष्मी बाहर आयी और रामानुज स्वामी को सविनय प्रणाम निवेदन किया। सती लक्ष्मी को आशीर्वाद प्रदान कर रामानुजस्वामी ने वरदाचार्य के विषय में जिज्ञासा किया। लक्ष्मी ने बताया कि वे भिक्षाटन के लिए गये हैं। तब रामानुजस्वामी ने कहा कि उस दिन वे लोग सदल वरदाचार्य के गृह में आतिथ्य स्वीकार करेंगे। किन्तु दुर्भाग्यवश घर में गुरुदेव की सेवा पूजार्थ कुछ भी नहीं था और वरदाचार्य जो भिक्षार्थ गये थे वहाँ से वे मात्र दो व्यक्तियों के उपयुक्त भिक्षालब्ध चावल लेकर आयेंगे क्योंकि प्रयोजन के अतिरिक्त वे ग्रहण नहीं करते थे। लक्ष्मी ने सोचा गुरुदेव की कृपा की सीमा नहीं हैं अन्यथा दीनहीन भिखारी के कुटीर में क्यों आयेंगे! अतएव श्रीगुरुचरण की चिन्ता करते-करते गुरुसेवार्थ उपाय की चिन्ता करने लगी। हठात् उसे याद आया कि अष्टसहस्र ग्राम का एक धनी वणिक कामभाव से लक्ष्मी की स्पृहा करता था। लक्ष्मी सती-साध्वी, पतिव्रता; निस्पृह; लक्ष्मी सतीत्व की महिमा से समुज्ज्वल - भगवद्भक्तों में अनन्य थी। भगवद् भक्तों की महिमा अपार है। जैसे प्रभु वैसी ही उनकी दासी। इस लोगों के संसर्ग में आने पर कामी, क्रोधी, लोभी पातकी व्यक्ति देवभाव में परिणत हो जाते है। इस क्षेत्र में ऐसा ही हुआ था। सती लक्ष्मी वणिक के निकट गयी और कहा, ''मेरे गुरुदेव ने कुछ शिष्यों के साथ मेरी कुटिया में पदार्पण किया है। उनके सेवार्थ दाल, चावल इत्यादि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जरूरत है। इसीलिए मैं आपके पास आयी हूँ।'' वणिक के खुशी का पार ना रहा, अतिप्रसन्नता के कारण वह तो अपने प्राण पर्यन्त देने को राजी हो गया। किन्तु लक्ष्मी ने कहा कि वह उनसे भिक्षा की याचना करने नहीं आई है, अपनी देह के विनिमय में गुरुसेवार्थ प्रयोजनीय सामान खरीदने आयी है। लक्ष्मी ने उससे वादा किया, उसदिन संध्या के पश्चात् वह आयेगी। तब वणिक ने लक्ष्मी के गुरुदेव की सेवा के लिए यथायोग्य प्रचुर उत्तम-उत्तम द्रव्यसामग्रियों को प्रेरण करने की व्यवस्था की। लक्ष्मी ने प्राणपण से श्रीगुरु की सेवा कर स्वयं को कृतार्थ समझा। वरदाचार्य जब तक गृह में लौटकर आये तब तक उनके प्रभु की भोग सेवा सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न हो चुकी थी। श्रीगुरुदेव ने कुटीर में पदार्पण कर सेवा ग्रहण की थी इसीलिए वरदाचार्य के आनन्द की सीमा नहीं थी। वे लक्ष्मी के पास गये एवं जिज्ञासा किया, कि जिन सब उत्तम द्रव्यों द्वारा गुरुदेव की भोग सेवा हुई है वे सब कहाँ से आये है? तब लक्ष्मी ने स्वामी से कहा, ''स्वामी, आप तो जानते हैं कि यह वणिक मेरी इस देह की कामना करता है। मैं उसके पास जाकर अपनी देह के विनिमय में गुरुसेवा हेतु प्रयोजनीय द्रव्यादि खरीद कर लायी थी। सन्ध्या के पश्चात् उसके पास जाने का वचन दिया है।'' – यह सुनकर वरदाचार्य ने कहा, ''धन्य-धन्य, मैं शतधन्य, मैं कृतार्थ हूँ। आज तुम्हारे

सतीत्वबल से मेरे पितृपुरुषों का उद्धार हो गया है। तुमने यथार्थ में सतीत्व का परिचय दिया है। इस सड़े-गले हाड़माँस के देह के विनिमय में तुमने गुरुरूपी साक्षात् भगवान की सेवा की है। इससे और अधिक आनन्द का विषय क्या हो सकता है? कौन कहता है मैं दरिद्र हूँ? ऐसी पतिव्रता गुरुभक्ति परायणा स्त्री जिसकी हो, वह यदि दरिद्र है तो राजाधिराज सम्राट कौन है? गुरुदेव तुम्हारी क्या अपार महिमा है!''

सन्ध्या बीत जाने के पश्चात् वरदाचार्य ने स्त्री से कहा, ''तुम अपने वचन की सत्यरक्षा के लिए चलो; मैं भी तुम्हारे साथ जाकर मेरे गुरु की सेवा करनेवाले उस महात्मा वणिक के दर्शन कर कृतार्थ होकर आता हूँ। उसका ऋण मैं जीवन में चुका नहीं पाऊँगा। लक्ष्मी, उसके लिए गुरुदेव का प्रसाद और चरणामृत लेलो।'' लक्ष्मी वणिक के गृह में पहुँचकर भीतर गयी, वणिक लक्ष्मी के हाथ में भोग सामग्री देखकर आश्चर्यचकित हो गया एवं उसने जिज्ञासा किया, ''ये सब क्या वस्तुएँ हैं?'' लक्ष्मी ने बताया कि वह उसके लिए गुरुदेव का चरणामृत और प्रसाद लायी है। वणिक ने बड़े ही आग्रह के साथ उसे पान और भोजन कर अपने ललाट एवं सर्वांग में लगा लिया, ''आज मैं पवित्र हो गया, निष्पाप हुआ'' यह कहते-कहते वणिक की देह कम्पित होने लगी। वणिक ने जिज्ञासा किया, लक्ष्मी अकेली आयी है कि नहीं? लक्ष्मी ने कहा कि उसके स्वामी भी संग में आए हैं। तब वणिक ने बाहर जाकर वरदाचार्य को गृहभ्यंतर में लाने पर वरदाचार्य ने कहा, ''बाबा! तुम्हारी कृपा से मेरे गुरु की सेवा हुई है, इसीलिए तुम्हें देखने आया हूँ।'' वणिक ने कहा, ''मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी पदधूलि ने इस गृह को पवित्र किया है, मेरा प्रणाम ग्रहण करिए।'' वरदाचार्य ने कहा, ''बाबा, तुमने आज जो मेरा उपकार किया है उसके प्रतिदान हेतु जगत् में कुछ भी नहीं है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी धर्म में मति हो, गुरुकृपा लाभ हो; अब मैं चलता हूँ।'' वरदाचार्य बाहर चले गये लेकिन वणिक उन्हें पुनः ले आया। वणिक की सम्पूर्ण देह कम्पित होने लगी, कन्ठस्वर काँपने लगा एवं प्रायः वाक्रुद्ध की स्थिति होने लगी! वणिक ने तब लक्ष्मी-देवी और वरदाचार्य से अनुरोध किया कि वे दोनों एकबार पास-पास में दण्डायमान हों एवं वणिक टकटकी लगाकर उभय को देखने लगा। हठात् वणिक के भीतर भावान्तर हुआ! अगले मुहूर्त में ही उसने ''माँ, माँ, माँ, दे माँ आश्रय अपने चरण युगल में'' कहते हुए हाथ जोड़ कर क्षमा प्रार्थना की तथा उभय के पदतले पतित हो गया। उसी समय रामानुजाचार्य वहाँ आए एवं घोषणा की कि, ''आज प्रभु ने मुझे आश्चर्य लीला का दर्शन कराया है।'' इस लीला का अवलम्बन करते हुए रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय का नाम हुआ 'श्री'। – इस कहानी को बोलते बोलते ठाकुर श्री सीतारामदास ओंकारनाथ बाबा का कन्ठ क्षीण होते होते समाहित हो जाता था। वे समाधिस्थ हो जाते थे। आश्चर्य! तब यही क्या परम सत्य है - श्रीवरदाचार्य और लक्ष्मीदेवी क्या वही प्राचीन महर्षि गौतम और उनकी भार्या सती साध्वी अहल्या थे!

इसके बाद की पटभूमिका में पाते हैं – देहरादून आश्रम में माता आनन्दमयी अत्यंत अस्वस्थ हो गयी। ठाकुर सीतारामदास ओंकारनाथ बाबा उनका दर्शन करने गये। श्रीश्रीठाकुर को माँ के घर में ले जाया गया। माँ आनन्दमयी शय्या पर सोयी हुई थी। श्रीश्रीठाकुर -''माँ, माँ'' कहते हुए माँ के निकट बैठ गये एवं सभी को बाहर जाने के लिए कहा। श्रीमाँ एवं श्रीश्रीठाकुर के मध्य कुछ क्षणों के लिए निभृत में वार्तालाप हुआ। श्रीश्री ठाकुर ने माँ को इस धरा पर और भी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहा। किन्तु माँ ने कहा कि वे और नहीं रहेंगी। वे इस स्थूल काया का परित्याग कर देगी। उसके पश्चात् ठाकुर दीर्घ ओंकार का उच्चारण करने लगे - साथ ही साथ समस्त जन ओंकार ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार कुछ पलों तक चला। उसके बाद श्रीश्री सीतारामदास ओंकारनाथ ठाकुर ने माता आनन्दमयी से कहा -''कुछ खा नहीं रही हो माँ, माँ तुम्हें और भी कुछ दिनों के लिए रहना होगा माँ।'' माँ ने क्षीण कन्ठ से कहा, ''तुम आशीर्वाद दो बाबा।'' तत्पश्चात् माँ से भाव विनिमय कर उन्होंने भाव-भीनी विदाई ली। तदनन्तर जब माता आनन्दमयी का देहावसान हुआ तब से ही देखा गया कि श्रीश्रीठाकुर अनमने से हो गये थे। उनकी अस्वस्थता भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अंततः उनकी अस्वस्थता उनके महाप्रयाण में परिणत हुई।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

–हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ तत् सत्–

महाप्रस्थान के पथ पर

(९)

सत्य! यह ही महाप्रस्थान का पथ है! इस पथ पर ही पंचपांडव अपनी अन्तिम यात्रा के पद्चिह्न को छोड़ कर गये है। माना ग्राम में भारत भूखंड के अंतिम चाय की दुकान में बैठकर भूपेन्द्र सिंह के साथ बातचीत हो रही थी। वर्ष था २००८। दो दिन पूर्व ही हमलोग केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुँच चुके थे। इसके लिए हमें ३४ घंटे का लम्बा समय लगा। बद्रीनाथ में सामयिक विरति, और इस विरति के दौरान हम माना ग्राम आए। वहीं भीमपुल से सटी भूपेन्द्र के चाय की दुकान थी। इसी सेक्टर में भारत-भूखंड की अंतिम चाय की दुकान थी। दुकान में बैठकर भूपेन्द्र के साथ कुछ बातचीत हुई, और उसी बीच आया स्वर्गारोहिणी महाप्रस्थान के पथ का प्रसंग। मन में पुनः पथ पर उतरने की इच्छा जाग उठी। हिमालय के विभिन्न स्थानों पर घुमने का नशा था। एक बार जिसने इस नशे का स्वाद ले लिया अन्य सब नशे उसके समक्ष तुच्छ हो जाते है।

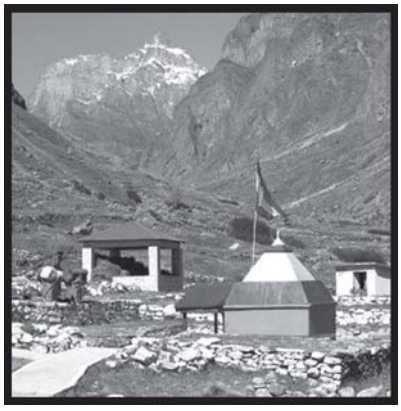

माता मूर्ति के मन्दिर

स्वर्गारोहिणी के पथ पर जाने की इच्छा तब से ही जोर पकड़ रही थी लेकिन विभिन्न कारणों से वह इच्छा अपना वास्तविक रूप नहीं ले पा रही थी। गुरुमाँ के समक्ष भय के कारण अपनी इच्छा रख नहीं पा रहा था - क्या जाने माँ यदि अनुमति ना दे। इसी उहापोह में तीन वर्ष बीत गये। मैंने भ्रमण कार्य शुरु किया था हेमकुंड एवं Valley of Flowers से। किन्तु महाप्रस्थान के पथ पर जाने की अभिरुचि का प्रकाश नहीं कर पा रहा था। अवशेष में एक दिन साहस करके माँ के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा – ''माँ, मैं रुद्रप्रयाग जाऊँगा''। माँ का अर्थपूर्ण प्रश्न -''सिर्फ रुद्रप्रयाग?'' मेरा उत्तर स्पष्ट न था -''प्रथम में रुद्रप्रयाग उसके पश्चात् यदि कुछ असुविधा न हुई तो - कुछ अन्य स्थानों पर भी।'' बहुत कुछ 'अश्वत्थामा हत इति गज' के जैसा उत्तर था। मेरा उत्तर सुनकर माँ के मुख पर अर्थपूर्ण स्मित हँसी खेल गयी। माँ ने सहर्ष सम्मति प्रदान कर दी। माँ के स्मित हँसी का अर्थ तत्क्षण न समझने पर भी बाद में प्रतिपदक्षेप पर उस हँसी के मर्म की उपलब्धि की थी। जो भी हो, माँ की प्राथमिक अनुमति पाकर मैं सोचने लगा कब कहाँ जाना है। गन्तव्य रुद्रप्रयाग से सीधा बद्रीनाथ। वहाँ से माना ग्राम में भूपेन्द्र के आवासस्थल पर। भूपेन्द्र को अग्रिम सूचित कर दिया था। पहले की तरह स्वयं गाइड भूपेन्द्र ने तम्बु, खाद्यसामग्री और दो भारवाहकों की व्यवस्था इस बार भी कर रखी थी। अगस्त का महीना था, उत्तराखंड में वर्षा का मौसम अपने अन्तिम चरण पर था। बद्रीनाथ में जनसमूह बहुत कम था, अल्प यात्री थे स्वर्गारोहिणी के पथ पर उस समय हमलोग सिर्फ चार जन थे। बद्रीविशालजी के मन्दिर में पूजा के पश्चात् हमलोगों की यात्रा शुरु हुई। बद्रीनाथ के मन्दिर के पीछे के रास्ते से पैदल चलते हुए हमलोग माता मूर्तिदेवी के मन्दिर के दरबार में पहुँचे। माना ग्राम के ठीक उल्टी तरफ छोटा श्वेत मन्दिर। पौराणिक ऋषि नर-नारायण की माता। ऋषिद्वय विष्णु के अवतार थे, मन्दिर के आस-पास में न ही लोगों की बस्ती थी और ना ही अन्य कोई मन्दिर प्रतिष्ठित था। अकेली माता देवी एकान्त में विराज कर रही थी। नर-नारायण और माता देवी के विषय में एक सुन्दर लोकगाथा है। ऋषि नर नारायण दोनों भाईयों ने गृहत्याग करते समय माँ के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वे चाहे जहाँ भी रहेंगे नियमित संवाद भेजेंगे। लेकिन एकाग्र तपस्या में मग्न रहने के कारण माँ के पास अपनी कुशलक्षेम की खबर भेज न पाए। बच्चों की कोई खबर ना पाकर अंततः चिन्तित पिता धर्मराज और मूर्तिदेवी उनकी खोज में निकल पड़े। बद्रीनाथ की ओर उन्हें आते हुए देख नर-नारायण चिन्तित हो पड़े यह सोचकर कि क्या माँ आकर उन्हें तपस्या क्षेत्र से पुनः घर ले जाएगी! इसीलिए बद्रीभूमि के दोनों ओर अलकानन्दा के दोनों किनारों पर वे उभय ही पर्वत का आकार धारण कर छिप गये थे। तत्पश्चात् माँ के दुख से विचलित होकर ऋषि नारायण उनके समीप आए एवं बद्रीकाश्रम के समीप माँ को निवास की सम्मति दी। तभी से माता मूर्तिदेवी जनशून्य प्रान्त में अकेले

इस छोटे मन्दिर में अधिष्ठान करती है। प्रतिदिन सेवा पूजा का कोई नियम नहीं है। इसकी व्यवस्था भी नहीं है। सम्पूर्ण वर्ष मन्दिर बंद रहता है। केवल वामन-द्वादशी के दिन पुत्र नारायण माँ के समीप आते है। बद्रीनाथ मन्दिर से नारायण की भोगमूर्ति उद्धवदेव विराट् शोभायात्रा द्वारा आते है। बहुत बड़ा मेला लगता है। नारायण के प्रधान पूजारी रावलजी स्वयं आकर माता की पूजा करते है। विशेष प्रसाद एवं पूजन होता है। विश्व-कल्याण के लिए होमाग्नि जलती है। दिन के शेष होने पर माता-पुत्र का एक दिन का मिलन उत्सव सम्पन्न होता है। अगणित भक्तवृन्दों के साथ भगवान नारायण पुनः अपने मन्दिर में लौट आते हैं। माता के लघ्वाकार मन्दिर के क्षणिक खुले द्वार पुनः बंद हो जाते है। पुत्र की मंगलकामी माता पुनः वर्ष के निःसंग निरम्बु उपवास के दिन गिनने लगती है। मन्दिर के दरवाजे के दरार से माता के दर्शन किए। पत्थर की मूर्ति। मुख में म्लान अथच मधुर हँसी की अस्फुट रेखा। सविनय प्रणाम कर आगे बढ़ चला। आकर रूका वसुधारा-झरोखा के समक्ष। अष्टवसु का साधनस्थल यह वसुधारा। पहाड़ के प्रायः चार सौ फुट ऊपर से एक जलधारा फव्वारे की तरह गिरती है। वायु के वेग से जलराशि असंख्य कणों (बूंदों) में चहुँओर बिखर कर गिरते हुए वाष्पित हो जाती है। सूर्य का आलोक उन वाष्पित कणों में प्रतिबिम्बित होकर इन्द्रधनुष के विचित्र रंगों की छटा बिखेरता है। दो वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण हो आया जब उस जलधारा के पादमूल की स्वर्गिक शोभा का प्राणभरकर दर्शन किया था। इस बार इस पार से जाने के समय पहाड़ के वक्ष पर उस धारा की उच्छ्वास-ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनी - ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों अति प्रियजन का हठात् सुना कन्ठस्वर। आगे बढ़ता गया। अत्यधिक चढ़ाई-उतराई अभी तक नहीं आई थी। पर अलकानन्दा का कलेवर संकुल हो गया था। बाँयी ओर की गिरिश्रेणी बहुत पास आ गयी थी। और मैदान या तीर्थक्षेत्र के ऊपर से पथ नहीं है, पहाड़ से सटकर चलना था। बाँयी ओर का पहाड़ ऊँची दीवार की तरह ऊपर उठ कर दायीं ओर सीधा नीचे उतर गया नदी के जल में प्रायः चार-पाँच सौ हाथ नीचे। तब भी जाने के लायक रास्ता है। गुरुमाँ का परम आशीर्वाद मेरे साथ था। यही कारण था कि मैं निश्चिन्त एवं निर्भय होकर अग्रसर हो रहा था। मैं लक्ष्मीवन में आ पहुँचा था।

पहाड़ की गोद में विस्तीर्ण समभूमि। बद्रीनाथ से प्रायः नौ किलोमीटर तक। यह नौ कि.मी. का रास्ता प्रायः पूरा ही समतल है। कहीं पर चढ़ाई नहीं है। लक्ष्मीदेवी ने यहाँ तपस्या की थी इसीलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मीवन है। यहीं द्रौपदी की स्थूल काया का त्याग हुआ था। एक गुहा को परिष्कार कर उसमें ही रहने की व्यवस्था हुई। एक अन्य गुहा में पाकशाला निर्मित हुई। गुहा के बाहर पत्थर पर आकर बैठ गया, चतुर्दिक स्तब्ध कठोर दुर्गम गिरिश्रेणी। उसी के मध्य लक्ष्मीश्री यह लक्ष्मीवन। नीचे अलकानन्दा के किनारे कितने वृक्ष समूह। वह भूर्जवृक्ष का वन था। वहाँ का परिवेश अत्यन्त शान्त और मनोरम था। भूर्जवृक्ष की श्वेत वर्ण की शाखाएँ वक्राकार इधर-उधर फैली हुई थी। रक्ताभ वल्कल रंगीन कागज के सदृश प्रत्येक डाल को लपेटे हुई थी। कहीं-कहीं पर खुल कर झुल भी रही थी, थोड़ा खींचने से ही खुल जाती थी। छाल के ऊपर लाल-सफेद रंग के चित्र-विचित्र छाप हैं। वन के पास से स्पर्श करती हुई अलकानन्दा की एक पतली धारा बहती हुई जा रही थी। जलस्रोत का कलकल निनाद शब्द। वृक्ष की शाखाओं पर पक्षियों का कलरव, दूसरी ओर तुषारमौली गिरिश्रेणी। हठात् वृष्टि शुरु हो गई वृष्टि से बचने के लिए मैं गुहा के भीतर चला गया। गुहा के भीतर सब जगह सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन आराम से बैठ या सो सकते थे। गुहा का मुख खुला था। गुहा की अवस्था देखकर व्यवस्था करनी पड़ती है। कहाँ से हवा आती है, कौनसी गुहा में ठण्डी हवा के प्रवेश करने की आशंका ज्यादा रहती है, कौनसी गुहा अपेक्षाकृत अधिक समतल है - सब देख-सुनकर ही भूपेन्द्र ने गुहा का चुनाव किया था। गुहा में बैठते ही फ्लास्क से चाय ली और साथ में बिस्कूट लिए। हठात् गुहा के मुख के समक्ष काले रंग का लोमश कुत्ते आ खड़ा हुआ। एक तिब्बती म्यास्टिक कुत्ता। भूपेन्द्र ने कहा, स्वर्गारोहिणी पथ पर ऐसे कुत्ता सभी यात्री का साथ लेते है। मार्ग में अनेक क्षेत्रों में यह प्राणी ही पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। गुहा के बाहर एकबार अपने आपको झटका देकर शरीर का पूरा जल सुखा लेता है, उसके पश्चात् गुहा के भीतर आकर हमसे सटकर बैठ जाता है। उसे भी मैंने दो बिस्कूट दिये। आँखों को ऊपर उठाकर उसने मुझे देखा - शायद वह अपनी कृतज्ञता का बहिर्प्रकाश कर रहा था। देखते ही देखते संध्या भी हो गई। कुछ क्षण पहले ही वृष्टि रूकी थी, सम्पूर्ण आकाश में जैसे तारों का मेला लगा हो, ऐसा अपूर्व दृश्य! कुछ समय के लिए मुझे समय का

भान ही नहीं रहा, साथ साथ तेज बर्फीली हवाएँ कंपित कर रही थी। जल्दी–जल्दी रात्रि भोजन कर सो गया। कुत्ते ने भी पास वाली गुहा में आश्रय लिया।

अगले दिन दस बजे के अन्दर ही खाना–पीना समाप्त कर पुनः यात्रा शुरु की। इस अंचल में सूर्य का तेज अत्याधिक नहीं है अतएव हमने खाने का काम समाप्त कर सम्पूर्ण दिन यात्रा करने का निश्चय किया, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा जल्दी अग्रसर हो सके। लक्ष्मीवन को छोड़ने से पहले एक गुहा में पत्थर के नीचे कुछ आलु और काठ–कोयला रख दिये थे ताकि लौटने के समय सब काम आऐंगे और भार भी कम हो जाएगा। भूपेन्द्र ने निश्चित् किया कि पुनः लौटने के समय जो वस्तुएँ लगेंगी उन्हें जाने के समय वहीं छोड़ जाना उचित होगा।

अलकानन्दा से कुछ ऊँचाई पर किनारे–किनारे चल रहे थे। सामने ही देखा नदी पुनः बायी ओर पहाड़ के ओट में घुम गयी है, वहीं से अलकानन्दा का हिमवाह शुरु होता है। बद्रीनाथ छोड़ने के पश्चात् घोड़ों के खुर के आकार में नदी का गतिपथ घुम गया। बद्रीनाथ का नारायण पर्वत और नीलकन्ठ शिखर – जो मन्दिर के पीछे देखा जाता है हमलोगों को भी सब पहाड़ों के पास से गुजरना होगा, दूसरी अन्य ओर के अंश को बाँयी ओर रख कर अर्थात् नीलकन्ठ शिखर की अर्ध परिक्रमा करके। गतिपथ के सामने से और एक प्रशस्त हिमवाह आकर अलकानन्दा के हिमशैलखण्ड के साथ मिला – भगीरथ खरग्। बहुत दूर उस हिमखण्ड के अंतिम छोर पर बर्फ का शिखर दिखाई देता है। उस हिमवाह के पथ से जाते हुए पाँच छः दिन में गोमुख पहुँचा जा सकता है। दुर्गम बर्फ के राज्य में से होकर जाता है वह पथ। उन तुषार शिखरों और हिमवाहों से दूसरी ओर उतरती हुई धाराएँ भागीरथी गंगा का उत्स है और इस ओर उतरती हुई धाराओं की अलकानन्दा नदी के रूप में सृष्टि होती है। सामने दो गिरिश्रेणी के मध्यस्थित एक पार्वत्य नदी की उपत्यका की ओर संकेत कर भूपेन्द्र ने कहा, ''ये, देखिए अलकापुरी।'' देखा गिरिश्रेणी के बीच में से होती हुई एक क्षीण धारा निर्झरिणी शैलसोपानों से बहती हुई सर्पिल आकार में उतरते हुए अलकानन्दा में मिली। बहुत दूर उपत्यका के शेष सीमा में तुषार–शीर्ष गिरिशिखर। घने नीले आकाश के वक्ष पर जैसे श्वेत–शुभ्र मन्दिर शिखर की आकृति। उसके ही ऊपर सादा मेघ का एक टुकड़ा जैसे पताका फहरा रहा हो। *...क्रमशः*

–मातृचरणाश्रित श्री सौरभ बसु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

कृष्ण कथा

देवी वसुधा और श्रीकृष्ण

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

पृथिवी का एक अन्य नाम 'वसुधा' है। वे वसु अर्थात् समस्त वस्तुओं के सार को धारण करने में सक्षम है इसीलिए वे वसुधा नाम से अभिहित होती है। वेन–नन्दन पृथु ने सर्व प्रथम वसुधा का दोहन किया अतएव वसुधा का नाम हुआ 'पृथिवी' या 'पृथ्वी'। पृथु द्वारा दोहन के फलस्वरूप क्रमशः देवगुरु बृहस्पति, पुरन्दर प्रमुख सुरगण, नागगण, यक्षगण, राक्षस और पिशाचगण, पितृगण, गन्धर्व और अप्सरागण, शैलगण एवं (वृक्षवीरूधगण) बृक्षलतागण ने भी धरित्री का दोहन किया। पृथ्वी देवी ने इस प्रकार दुह्यमाना होकर अखिल प्रजागण को धारण और पोषण किया; इसीलिए उनका नाम पड़ा, 'वसुन्धरा' एवं 'धरित्री'। इसी कारण से वसुधा को 'माता' कहकर सम्बोधित किया जाता है। राजा पृथु इस वसुधा को निखिल संसार के हित कामना हेतु चराचर लोकसमूह के आश्रय–योनि रूप में निर्देश कर गये थे। वसुधा देवी से भगवान विष्णु ने विवाह किया। देवी वसुधा महालक्ष्मी की अंशोद्भूता।

एकबार भगवान श्रीकृष्ण ने वसुमती से जिज्ञासा किया गृहस्थगण किस कर्म के अनुष्ठान से सर्वपापों से मुक्त होंगे। प्रत्युत्तर में वसुन्धरा ने कहा, ''इहलोक में प्रकृत ब्राह्मण की सेवा करना ही उत्कृष्ट धर्म है। ब्राह्मण की सेवा करने पर पाप लेशमात्र भी नहीं रहता। अतएव जितेन्द्रिय और पवित्र होकर ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञ) के आज्ञानुवर्ती होना ही मनुष्य मात्र के लिए विधेय है।'' वसुमती पृथिवी का अन्य नाम है। सुवर्ण अग्नि के तेज से उत्पन्न हुआ था इसीलिए अग्नि का नाम पड़ा 'हिरण्यरेताः'। देवी वसुधा ने इस सुवर्ण को धारण किया था इसीलिए इसका नाम हुआ 'वसुमती'।

(*महाभारत से संग्रहित*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

पांडवों के वनवास काल में मार्कण्डेय ऋषि ने इस कथा का वर्णन किया था। – अयोध्या नगर में इक्ष्वाकुवंशी परीक्षित नामक एक राजा थे। एकबार वन में शिकार के लिए जाने पर उन्होंने एक हिरण का पीछा करते-करते क्षुधा-तृष्णा से कातर होकर एक सरोवर के तीर पर आकर घोड़े के साथ जल में प्रवेश किया। अश्व को जल पिला कर एवं स्वयं जल पान कर फिर एक वृक्ष से तुरंग को बाँधकर विश्राम करने लगे। इसके पश्चात् हठात् अति सुमधुर संगीत सुनने लगे। उस सुमधुर संगीत से आकृष्ट होकर मंडुकराज आयु की कन्या सुशोभना को पुष्प-चयन करते हुए देखा। राजा परीक्षित ने सुशोभना के रूप से आकृष्ट होकर उससे सशर्त विवाह किया। उस कन्या ने यह शर्त रखी कि यदि कभी-भी उसे जल दिखाया गया तो वह राजा का परित्याग कर देगी। इसपर सुशोभना के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि उसे वे कभी भी नीर नहीं दिखायेंगे। बाद में राजधानी में राजा के लौट आने पर उन्होंने अपने प्रासाद में उसे बुलाकर एक गुप्त कक्ष में आश्रय दिया। सभी लोगों का उस कक्ष में प्रवेश निषेध था। तब मंत्री ने उनलोगों के लिए एक सुन्दर उद्यान निर्माण करवाया। उस सुरम्य उद्यान में राजा उसके साथ रहने लगे। उस उद्यान में एक सरोवर था। मंत्री ने उस सरोवर को मोतियों से निर्मित जाल द्वारा आच्छादित कर दिया। एकदिन तृष्णा-कातर होने पर राजा ने उस जलाशय को देखा एवं उस उद्यान-स्थित मनोहर सरोवर के तट पर विश्राम करने के क्रम में परीक्षित ने सुशोभना को उस तडग् में उतरने को कहा। उस समय राजा को शर्त की बात याद नहीं थी। सुशोभना उस तालाब में उतरने के पश्चात् फिर बाहर नहीं निकली। इस घटना से राजा अति शोकाकुल होकर, उसे चारों तरफ खोजने लगे। किन्तु उसे कहीं भी खोज नहीं पाए एवं वह सरोवर भी विलुप्त हो गया। तत्पश्चात् राजा ने लौटते समय एक गर्त में एक मंडुक को देखकर क्रोधवश उसे वध करने की आज्ञा दी एवं केवल उसे ही नहीं वरन् क्रोधान्वित राजा ने तब राज्य में कहीं भी मेंढक मिलते ही उसे मार डालने का आदेश निर्गत किया। इसप्रकार मंडुक-वध आरंभ होने पर तब मंडुकराज आयु ने परीक्षित के निकट आकर उन्हें मंडुक वध करने से मना किया एवं अपनी कन्या सुशोभना को उनके हाथों में सौंप दिया। सुशोभना के गर्भ से शल, दल एवं बल नामक तीन पुत्रों ने जन्मग्रहण किया। ज्येष्ठ पुत्र शल के हाथों राज्यभार सौप कर परीक्षित एवं सुशोभना ने वानप्रस्थ में उपासनार्थ अरण्य में गमन किया। मंडुकराज आयु के शाप से सुशोभना के तनय शल, दल एवं बल ब्राह्मण विद्वेषी हो गये। शल ने महर्षि वामदेव के 'बामी' नामक अश्वद्वय को कुछ दिनों के लिए माँगकर फिर उसे नहीं लौटाया। इसीलिए वे राक्षस के हाथों परलोकवासी हुए। शल के मृत्योपरांत दल के नृपति पदासीन होने पर महर्षि वामदेव द्वारा अश्व को माँगने पर भी दल ने उसे नहीं लौटाया बल्कि वामदेव के वधार्थ वाण निक्षेप किया। परन्तु उस वाण से दल के पुत्र श्येनजित निहत हुए। राजा दल के पुनः वाण चलाने हेतु सचेष्ट होने पर उनका हाथ स्तंभित हो गया। वाण चलाने में असमर्थ होने पर वे वामदेव के शरणागत हुए एवं उनकी आज्ञा से उनकी पुण्यवती स्त्री को स्पर्श कर शाप मुक्त हुए।

मंडुक देवता के संबंध में :– अन्तरिक्ष में मंडुक देवता एक जाति है। इन देवताओं को स्तव करके ऋषि वशिष्ट ने कुछेक ऋक् मंत्रों की रचना की। मंडुक देवता मायावी थे। वे कोई भी रूप धारण करने में सक्षम थे। सायन के मतानुसार पर्जन्यदेव से जल प्रार्थना करके ऋषि वशिष्ट देव ने इस मंत्र की रचना की थी। मंडुकों ने उनकी प्रार्थना को पूर्ण किया था। फलस्वरूप मंडुक स्तुति हुई वृष्टि को आह्वान करने का संगीत। वृष्टि के साथ मंडुकों का सम्पर्क है। मृतदेह में अग्निसंस्कार के बाद चिता को ठंडा करने और धौत करने के लिए मंडुक देवगणों का आह्वान किया जाता था। (*सहायक ग्रंथ : महाभारत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

बिज्ञप्ति

पुस्तकालय के वार्षिक संरक्षण हेतु सदस्यता शुल्क (१००/- रुपये) ३१ जनवरी २०१९ तक भुक्तान कर दिया जाये।

आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी

(बुद्ध पूर्णिमा - ई २०१८)

प्रश्न-१ भगवान 'श्रीकृष्ण' कहाँ से प्रकट होते हैं?

उत्तर – विशुद्ध चैतन्यमय परासंवित के कर्षण रूपी निवृत्ति शक्ति से 'कृष्ण' समुद्भूत होते हैं।

प्रश्न-२ रामकृष्ण परमहंसदेव और तैलंग स्वामी जी के मध्य कथोपकथन – रामकृष्णदेव के प्रश्न के उत्तर में तैलंग स्वामी जी ने क्या जवाब दिया था उसे कहना है।

प्रश्न – रामकृष्णदेव –'धर्म क्या है?'

उत्तर – स्वामी जी – 'सत्य।'

प्रश्न – रामकृष्णदेव – 'जीव के क्या कर्म हैं?'

उत्तर – स्वामी जी – 'जीव सेवा।'

प्रश्न – रामकृष्णदेव – 'प्रेम क्या है?'

उत्तर – स्वामी जी – भगवान के नाम-जप में तन्मय होकर जब आँखें अश्रुपूर्ण हो जाती हैं, उस अवस्था का नाम प्रेम है।

प्रश्न – उपर्युक्त प्रश्नों को किनके समक्ष पूछा गया?

उत्तर – श्रीश्री शंकरी माताजी, तैलंग स्वामी की मानसपुत्री।

प्रश्न-३ इस सृष्टि में आत्मतत्त्व के आदि गुरु कौन-कौन हैं?

उत्तर – ब्रह्मापुत्र सनक, सनंद, सनातन और सनत्कुमार ये चतु:सन।

प्रश्न-४ सुषुम्ना नाड़ी के मध्य कौन-कौन सी नदियाँ विराजित हैं?

उत्तर – सुषुम्ना नाड़ी के मध्य दक्षिणांश में यमुना नदी, वज्रा नाड़ी में गंगा एवं चित्रा तथा ब्रह्म नाड़ी में सरस्वती नदी प्रत्यक्ष ज्ञान-विज्ञान प्रदायिनी।

प्रश्न-५ देवी अन्नपूर्णा शक्ति किसे कहते हैं?

उत्तर – योगी साधक के अनाहत से आज्ञा पथ में परम वैराग्यरूपी त्याग चेतना का ऊर्ध्व आत्मशक्ति का प्रवाह जो योगी साधक के आज्ञाचक्र को उत्तोलित करने में समर्थ है एवं उस स्तर में स्थिति प्रदान कर योगी के अन्नमय, मनोमय, प्राणमय कोशादि को जो शक्ति परिपुष्ट कर तृप्ति प्रदान करती है, योगी को शिवत्व की भूमि पर उपनीत कराती है, वही मातृशक्ति हुई 'देवी अन्नपूर्णा'।

प्रश्न-६ 'योगेश्वर' या 'यज्ञेश्वर' आश्रम कहाँ है? वहाँ कौन विराजते हैं? आश्रम के प्रधान पूज्य देवता कौन हैं?

उत्तर – हिमालय के पूर्वांचल में है एक दूराधिगम्य सिद्धपीठ योगेश्वर या यज्ञेश्वर आश्रम। वहाँ गौरी माता नाम की योगिनी माता विराजती हैं। आश्रम के प्रधान-पूज्य देवता हैं दिव्य ज्योतिप्रभा संपन्न स्फटिक का शिवलिंग।

प्रश्न-७ नंदी ऋषि के पिता का नाम क्या है? नंदी ऋषि राम-लीला में कौन से अवतार थे?

उत्तर – नंदी ऋषि के पिता का नाम महर्षि शिलाद। रामलीला में नंदी ऋषि 'हनुमान' के रूप में अवतीर्ण हुए थे।

प्रश्न-८ 'ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिंपुष्टिवर्धनम्।
ऊर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योमुक्षीय मामृतात्।।'
इस मंत्र का क्या अर्थ है?

उत्तर – जो सुगंधी अर्थात् जिनकी पुण्यकीर्ति चतुर्दिक विस्तारित है, जो पुष्टिवर्धन अर्थात् जो जगत् के बीज स्वरूप अथवा जो साधक योगी के देहादि विषयों को परिवर्द्धित करते हैं (या परि शुद्धकर चिन्मय कर पुष्टिवर्धन करते हैं) हमसब उन्हीं त्र्यंबक की ('त्रि' अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र शक्तियों के सामरस्यतापूर्ण त्र्यंबक अर्थात् परमशिव के या पिता महादेव के) उपासना रूपी यजन करते हैं; जिसके फलस्वरूप ऊर्वारुक (खीरा की प्रजाति का फल ककड़ी) जिसप्रकार स्वयं विलग हो कर रहता है ठीक उसी प्रकार जब तक योगी की सायुज्य मुक्ति या मोक्षपद प्राप्त नहीं होती है तब तक त्र्यंबक रूपी शिव हमें मृत्युरूपी संसार बंधन से मुक्त करें।

प्रश्न-९ 'हरि' एवं 'हर' में क्या अंतर है?

उत्तर – 'हरि' अर्थ जो सबका हरण करते हैं; अर्थात् माया की सीमा में जो कुछ है उन सबों को वे स्वयं में समाहित कर 'हरण' करने में सक्षम है।

'हर' का अर्थ है 'सोहम्'। 'ह' का अर्थ है विशुद्ध अहं और 'र' का अर्थ है रहित अवस्था - यह मंगलमय महाज्ञानमय शिव या हर का स्वरूप।

प्रश्न-१० देवी विरजा कौन है? विरजा देवी की कृपा से योगी को किसकी प्राप्ति होती है?

उत्तर – गोलोक में श्रीराधिका के दिव्य महाभाव की धारा की संयत निवृत्ति की अवस्था से वैराग्य महाभाव का उदय होता है। उसी महाभाव का स्वरूप है देवी विरजा। विश्व प्रकृति के छंद में 'विरजा देवी' नदी के रूप में प्रकटित हैं। इधर अध्यात्मचेतना के योगतत्त्व में देहाभ्यंतरस्थ नाड़ी रूप में प्रवाहित हैं।

देवी विरजा की कृपा अंतर में स्फूरित होने पर योगी हृदय में शुद्ध वैराग्य भाव का उन्मेष होता है। फलस्वरूप योगी की चेतना षट्चक्र अतिक्रम कर उन्नत होते हुए और भी उन्नत अवस्था में उन्नीत होती है - योगी पूर्ण सिद्ध एवं आप्तकाम हो जाते हैं।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

उन्मेष

(२४)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

जिज्ञासु – अच्छा माँ, पुस्तक में लिखा है 'प्राणायाम कर परब्रह्म में रहकर उन्मत्त के जैसे आचरण करना' - इसका क्या अर्थ है?

श्रीश्रीमाँ – क्या कह रहे हो! पागल की तरह! किसने कहा? यह किसने लिखा है? किस योगी ने?

जिज्ञासु – श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की पुस्तक में लिखा हुआ है!

श्रीश्रीमाँ – सम्भवत: यह श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का लिखा हुआ ना भी हो, हो सकता है जिन्होंने संकलन किया है, यह उनका निजस्व आशय हो। मुझे लगता है, परावस्था में जब योगी उपनीत होता है अथवा ब्रह्म में जब कोई प्रवेश करता है वह अतीव शान्त एवं अतीव सुस्थिर हो जाता है; स्थितप्रज्ञ कभी उन्मत्त नहीं होता। यह अवश्य है कि ब्रह्म में स्थित होने के कारण वाह्यिक विषयादि का ध्यान न रहे, जैसे मेरे पास इधर संयुक्तानन्दमयी बैठी है, हो सकता है कभी मैं उसका नाम भूल जाऊँ, उसे किसी भी नाम से सम्बोधन करूँ, तब मेरी ऐसी अप्रकृतिस्थ अवस्था देखकर अपरिचित लोग सोच सकते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। यह हो सकता है, किन्तु अस्थिर चित्त न होने से तो पागलपन होता नहीं। ब्रह्म का आकाश कोई यदि एकबार दर्शन कर ले तो उसमें उन्माद कहकर कुछ भी नहीं रहेगा। वह इतना शान्त अटल हो जायेगा कि उसमें चंचलता कोई किसी दिन भी नहीं देखेगा। यह लाहिड़ी महाशय ने लिखा है या नहीं मैं नहीं जानती, लाहिड़ी महाशय ने यदि स्वयं लिखा होगा तो मुझे लगता है इसके आगे या पीछे और भी कुछ व्याख्या की हुई होगी - मैंने स्वयं साधना कर जितनी उपलब्धि की है मैंने वही बताया है। मैंने पुस्तकादि ज्यादा नहीं पढ़ी है किन्तु अभी मौनता अवलम्बन से सत्संग में डुबे रहने के कारण जब सिद्ध महात्माओं की लिखी पुस्तकादि पढ़ती हूँ, तब देखती हूँ कि मेरे मध्य वे सभी सर्वव्यापी उपलब्धियाँ प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त हुई है भगवान की कृपा से, गुरु की अनुकम्पा से। अच्छा तुमलोगों को क्या लगता है अलग-अलग व्यक्तियों की देह में अलग-अलग चक्र हैं? सबकी देह में क्या अलग-अलग चक्र रहते है? चक्र या कमल आदि सृष्टि का एक ही सर्वव्यापी चेतना का क्रमिक यन्त्र स्वरूप है। ब्रह्माण्ड के मध्य चक्रादि सूक्ष्म एवं कारण चेतना का स्तर अवलम्बन करते हुए सर्वव्यापी आकाश के मध्य सृजन हुए हैं। परमब्रह्म से उद्भूत प्रत्येक ब्रह्माणु से एक एक सत्ता की जो सृष्टि हो रही है, साधना करने पर उस सत्ता रूपी घट मध्य सर्वव्यापी चेतना का स्वरूप निखर उठता है। तब साधक निज स्वभाव के द्वारा निज बोध के द्वारा उन चक्रों का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन एवं उपलब्धि कर सकता है। जिस सत्ता में जैसी चेतना है, उसके स्वभाव अनुयायी देहाभ्यन्तरस्थ चक्रादि साधक के मानसपट पर प्रतिभात होते हैं। मेरी लिखी हुई पुस्तक 'अनुभव' पढ़ने से और भी बहुत कुछ जान पाओगे।

जिज्ञासु – माँ, उत्तम प्राणायाम किसे कहते हैं?

श्रीश्रीमाँ – सुषुम्ना मार्ग में प्राणायाम होने से उसे उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। सुषुम्ना के अन्तर्गत ब्रह्मनाड़ी में अति सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणायाम जब साधित होता है तब उसे 'अति उत्तम' प्राणायाम कहा जाता है। तुम्हारे श्रीश्रीबाबा यही कहते थे। ब्रह्मनाड़ी में ब्रह्ममार्ग - इसीलिए यह अति उत्तम है। ब्रह्मनाड़ी में योगी का मन नित्ययुक्त रहने से कूटस्थ के गगनमंडल पर 'ब्रह्मबिन्दु' का सर्वदा ही योगी को दर्शन

होता है। सुषुम्ना का मार्ग है आकाश-मार्ग। सुषुम्ना में प्राणायाम होने पर अति अल्प समय में अनेक प्राणायाम हो जाते है। इसका कारण यह है कि सुषुम्ना में काल की गति मन्थर है; और ब्रह्मनाड़ी में काल प्रवेश नहीं करता, इसीलिए, ब्रह्मबिन्दु का स्थिर दर्शन होता है; ब्रह्मनाड़ी में शून्यमार्ग पर साधारणत: जप के छन्द अनुयायी संख्या रखकर प्राणायाम साधन कराया जाता है। उस छन्दयुक्त जप की संख्या को ही मात्रा कहा जाता है। प्रथमावस्था में मात्रा अवलम्बन करके ही साधक द्वारा प्राणायाम साधन करना उचित है क्योंकि पूरक एवं रेचक की समता प्राप्त करनी होगी यह मात्रा अवलम्बन कर जब ३६ मात्रा में पूरक और रेचक करना सम्भव होता है, तब इसे उत्तम-प्राणायाम कहते हैं। स्थूल चेतना में वाह्यिक प्राणायाम अधम-प्राणायाम होता है अन्त:स्थित इड़ा-पिंगला में प्राणायाम होने से मध्यम-प्राणायाम एवं सुषुम्ना में प्राणायाम होने से उत्तम-प्राणायाम होता है। प्राणायाम के और अन्यान्य विषय उपलब्धि सापेक्ष है। *...क्रमश:*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(२०)

प्रात: शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुम्।
वराभयकरं शान्तं स्मरेत् तन्नामपूर्व्वकम्।। ६३

प्रात: (प्रात:काले शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजम् वराभयकरं शांतं गुरुं तन्नामपूर्व्वकं स्मरेत्।। ६३

प्रात:काले अर्थात् दिवारम्भे (कार्यकाल दिवा, अतएव दिवारम्भकाल शब्द का अर्थ कार्यारम्भकाल समझना होगा), आज्ञाचक्र के मध्य शुक्लपद्मस्थित गुरु को उनका नाम उच्चारण कर स्मरण करोगे (अर्थात् उनके रूप को स्मरण करके एवं उनका नाम उच्चारण करके अर्थात् ॐकार ही उनका नाम है (प्रणव: तस्य वाचक:), अतएव ॐकार क्रिया के द्वारा कार्य करना होगा, अर्थात् क्रिया की परावस्था को लक्ष्य करते हुए क्रिया करनी पड़ेगी। उनके रूप किस भाव के हैं? – उनके द्विनेत्र (अर्थात् एक नेत्र ऊर्ध्व में ब्रह्मपद पर प्रतिष्ठित है एवं दूसरा निम्नस्थ जगत् के प्रति स्थित है) अतएव साधक तद्भाव में रहकर अर्थात् ऊर्ध्वस्थित संयमी सद्गुरु के प्रति लक्ष्य प्रतिष्ठित रखकर संयम सहित निम्न जगत् का कार्य (अर्थात् निम्न जगत् से उद्धार पाने के लिए साधनकार्य) करेंगे। वे द्विभुज हैं (अर्थात् एक भुजा के द्वारा ऊर्ध्व में गुरुदर्शन करा देते हैं, एवं दूसरी भुजा के द्वारा जगत् का रक्षा कार्य सम्पादन कर रहे हैं); उसी के अनुसार साधक के कार्य-संबंध में निर्देश है (अर्थात् संयमरूपी गुरु से संयम प्राप्त कर कूटस्थब्रह्म में स्थिति द्वारा उदासीन भाव से कार्य करें, यही उपदेश है)। वह वराभयकरयुक्त अर्थात् एक हस्त द्वारा जगत्-पतित साधक का उद्धार रूपी कल्याण-विधान करते हैं एवं दूसरे हस्त के द्वारा उसका अभय विधान कर रहे हैं (अर्थात् जगत् से उद्धृत होकर उसका मृत्युभय चला जाता है)। वह शांतमूर्ति अर्थात्, चंचलत्वशून्य।। ६३

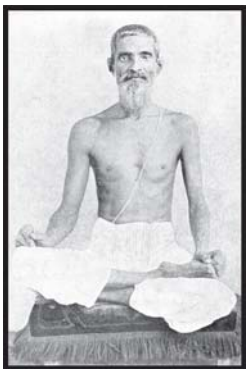

उक्त श्लोक में साधक को चित्तपट में अर्थविहीन (प्राणविहीन) मनुष्यमूर्ति अंकित करके ध्यान करने के लिए नहीं कहा गया है, वरन् तद्रूप भाव में भावान्वित होकर गुरु को स्मरण में रखते हुए कार्य करने को कहा गया है। यहाँ 'स्मरण' शब्द के अर्थ को समझना होगा।

न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम्।
मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम
शासनत:।। ६४

मम (संयमरूपिण: अक्षरब्रह्मण:) शासनत: (साहाय्यवशाद् आनुकुल्याद् इत्यर्थ:) (सम्भूतस्य) गुरो: अधिकं (किंचिदपि) न, स गुरु: मम अधिकारभूत: अपिच मम साहाय्यं विना तस्य प्रकाश: न भवति, संयम साधनं पूर्व्वमेव कर्तव्यं, कूटस्थ प्रकाशश्च परवर्ती, (चतुस्र: दिश: अभिलक्ष्य तदेव कथ्यते तस्मात् चतु:प्रयोग:)।। ६४

मेरे शासन से सम्भूत गुरु से अधिक और कोई नहीं (अर्थात् प्रकृति के संग जीव की गति निम्न की ओर हो रही है एवं माया स्रोत में बहते हुए जीव मोह समुद्र में डुबने के लिए जा रहा है, इस अध्यवसाय से निवृत्ति के लिए उद्धारकर्त्ता गुरु से अधिक और कोई नहीं होता) एवं तद्रूप गुरुलाभ संयम साधन के द्वारा होता है। इस श्लोक में चार बार उक्ति की आवश्यकता इसलिए है कि अग्र, पश्चात्, ऊर्ध्वाधः सर्वत्र ही इस प्रकार की अनुभूति हो रही है।।६४

एवंविधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्।
तदा गुरुप्रसादेन मुक्तोहहमिति भावयेत्।। ६५

एवंविधं गुरुं ध्यात्वा स्वयं (चेष्टया बिना) ज्ञानम् उत्पद्यते, तदा गुरुप्रसादेन (यदा गुरुः प्रसन्नो भवति तदा) अहं मुक्त इति भावयेत्।। ६५

गुरु भिन्न अन्य कोई मेरे उद्धार के उपाय स्वरूप नहीं है, ऐसा समझकर गुरु के ध्यान में रहने पर स्वतः ही ज्ञान का उदय होता है, ज्ञानोदय होने से गुरु प्रसन्न होते हैं (अर्थात् तब सम्यकभाव में गुरु का प्रकाश उपलब्ध होता है), एवं गुरु के प्रसन्न होने से मैं स्वयं को मुक्त सोच सकूँ (नचेत् मात्र पुस्तकादि पाठ द्वारा अथवा वाह्यमूर्त्यादि में कल्पना द्वारा ब्रह्मभाव अंकित करते हुए वाह्यभाव में तत्ध्यान में रहकर ब्रह्मपोलब्धि नहीं हो पाती एवं मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता है)।। ६५ *...क्रमशः*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से डः गोपीनाथ कविराजजी के १८ वें पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

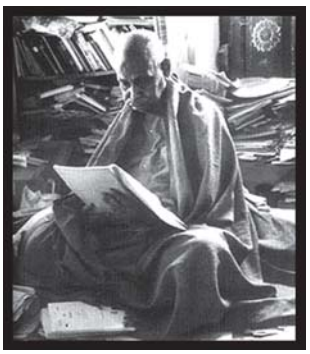

डः गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक डः गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

८। **पत्र (९) - (प्रथम भाग)** अवरोहण की धारा और आरोहण की धारा क्या है?

उत्तर - (पत्र ९ का प्रथम भाग) – (आरोहण की धारा के ऊपर श्रीश्रीमाँ का वक्तव्य पूर्ववर्ती संख्या में प्रकाशित हुआ था।)

अवरोहण की धारा - अखंड महासत्ता (परमब्रह्म के असीम ज्योति का आकाश) से खंड-खंड ज्योतिर्विन्दुसम ब्रह्माणुसम अजस्र स्फूलिंग प्रकीर्णित होकर सृष्टि वक्ष के महाकाश मंडल में पतित होते हैं ('झिलमिल-झिलमिल बरसे नूरा, नूर-जहूर सदा भरपूरा' – सुफी महात्मा यारी साहिब)। वे प्रत्येक ज्योतिकण (ज्योतिर्विन्दु) या अणु-परमाणु या ब्रह्माणु हैं शुद्ध सत्। इसके पश्चात् सारे सत् ब्रह्माणु महाचैतन्य सागर के वक्ष को स्पर्श कर क्रमशः चिद्युक्त होकर 'चिदणु' बनते है। वही चिदणु दल चैतन्य सागर के तरंगायित लहर के मध्य अवगाहन करते समय आनंद सत्ता से संयुक्त होते है (सच्चिदानंद ब्रह्म की आनंद सत्ता)। – इस अवस्था में भाव और अभाव का बोधोदय घटित होता है। ('रुनुझुन्-रुनुझुन् अनहद बाजै, भ्रमर गुंजार गगन चढ़ि गाजै'- यारी साहिब)। तत्पश्चात् वही आत्मसत्ता महाइच्छा के कारण विष्णुनाभि में (सृष्टि का वलय हुआ एक शाश्वत कोष एवं इसका केन्द्र-विंदु ही हुआ विष्णुनाभि) पतित होकर सृष्टि वलय में महाकाल के क्रमचक्र के मध्य माया में प्रविष्ट होकर घटस्थ होती है। उसी अवस्था में घटस्थ आत्मसत्ता के मध्य सत्त्व, रजः, तमः इस त्रिगुण के स्फूरण के फलस्वरूप दृश्यमान स्थूल और सूक्ष्म जगत् सत्ता के चिदाकाश में प्रतिफलित होता है। समस्त चिदणु खंड-विखंडित आकार धारण कर सृष्टि के मध्य जड़ एवं चेतन रूप में अनंत पदार्थ सृजनकारी हैं, जिनके मूल उपादान है पंचतत्त्व अर्थात् क्षिति, अप, तेज, मरुत् एवं व्योम। शक्ति

परमाणु सदृश चिदणु से निखिल रूपमय विश्व का जन्म हुआ है। सृष्टि के रहस्य के मध्य प्रकृति के चौबीस तत्त्व का योग है।

ईश्वरकोटि सत्ता भर्गज्योति की रश्मि अवलंबन द्वारा पृथ्वी पर अवतरण कर घटस्थ होती है। जीव कोटि सत्ता प्रकृति के नियम में कालचक्र में पतित होकर घटस्थ होते हैं।

पत्र (९)- प्रश्न(द्वितीय भाग) – चिदाकाश से अमृतमयी चिद्‌रश्मिमाला अविच्छिन्न धारा में पतित हो रही हैं। इन समस्त कलाओं को काल रात्रि अथवा कालपुरुष धारण करते हैं। फिर काल से ये सभी रेणु रूप में झरती रहती है, यही जीवाणु है। काल अर्थात् नाभि से मस्तक पर्यन्त अंश से जो सभी जीवाणु अवतीर्ण होते है वे साधक होते हैं। सम्मुख भाग के निम्नांश से अर्थात् नाभि से पदांगुष्ठ पर्यन्त अंश से योगी के रेणु का अवरोहन होता है। चरण श्रेष्ठ, मस्तक निकृष्ट (इस विषय पर श्रीश्रीमाँ का वक्तव्य)।

उत्तर - (पत्र ९ का द्वितीय भाग) – हृदय पद्म के कर्णिका से सुषुम्ना नाड़ी का उद्‌भव हुआ है। इस सुषुम्ना नाड़ी के मध्य ही चिदाकाश है एवं उसी चिदाकाश का अवलम्बन कर अमृतमयी चिदणु की चिद्‌रश्मि माला अजस्रधारा में पतित होती हैं। ये सभी कलाएँ; कालरात्रि या कालतत्त्वमयी काली अथवा कालपुरुष रूपी महाकाल धारण करते हैं। तत्पश्चात् काल से वे सभी रेणु रूप में पतित होते रहते है। यही जीवों की अणु सदृश आत्माएँ हैं जो विष्णु नाभि में या कालचक्र में पतित होकर प्राकृतिक नियम से घटस्थ होते हैं। कालचक्र अर्थात् नाभि से मस्तक पर्यन्त अंश से जो सभी जीवात्मा या जीवाणु अवतीर्ण होते है (भूतल पर) वे साधक होते हैं। सम्मुख अंश का .....चरण श्रेष्ठ, मस्तक निकृष्ट – यह विषय परिस्पष्ट नहीं है क्योंकि योगीगणों का स्थान तपोलोक से सत्यलोक पर्यन्त है। सत्यलोक एवं तपोलोक ये उभय ही मस्तक के अंश है। योगी की आत्मा सत्यलोक से निम्नांश में मूलाधार के भी निम्न के सप्तलोक (अतल, वितल, सुतल इत्यादि) इनमें से किसी भी लोक में इच्छामात्र से देह धारण कर सकती है। चरण को कूटस्थ-ब्रह्म कहा गया है और मस्तक कारण जगत् की भूमि है, जो काल के अंतर्गत है। कूटस्थ-ब्रह्म अविनश्वर है एवं जो कुछ काल के अंतर्गत है वह नश्वर है। इसी कारण चरण श्रेष्ठ एवं मस्तक को निकृष्ट कहा जाता है।

...क्रमशः

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९) शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

गतांक से आगे...

श्रुति में उक्त है 'एकमेवाद्वितीयं। एकमेवाद्वयं ब्रह्मने हनानास्ति किंचन।' इसका अर्थ - एकमात्र अस्तित्व जगत् में है। नानात्व बहुत्व नहीं। जो कुछ देखते हो जानते हो वह समस्त परमात्मा और उसकी शक्ति है। उसके अतिरिक्त कोई सत्ता या शक्ति नहीं है। जगत् में चैतन्य रूप में जो कुछ भी शक्ति आकार में समझते हो वह परमात्मा की शक्ति का ही आंशिक विकास है।

महाप्रलय काल में इस समस्त जड़ जगत् व जीव जगत् का परमात्मा संहार कर आत्मस्थ करते है तब जीव या जगत् उनसे अलग स्वतंत्र रूप में अवस्थान नहीं करते। तब वे एक, अद्वितीय रूप में स्थित रहते है। यही उनका 'नित्यसत्य स्वरूपम्'। बाद में सृष्टि रचने के पश्चात् भी वे वैसे ही अवस्थान करते है।

सृष्टि के पूर्व उनका संकल्प होता है 'एकोहहं बहुस्याम:', अर्थात् मैं एक हूँ, बहु होऊँगा। तब उनके संकल्पबल से जीव जगत् की सृष्टि हुई। उन्होंने संकल्प लिया; मैं जीव रूप में भोक्ता होऊँगा एवं जड़ जगत् रूप में भोग्य होऊँगा। इसीलिए इस उभयाकार में एकमात्र वे ही स्थित हैं। समुद्र से तरंग, फेन, बुद्‌बुद् इत्यादि उत्थित होने पर भी जैसे एक समुद्र का जल विभिन्न आकार धारण करता है उसी प्रकार यह परमात्मा जीव और जगत् आकार धारण करते हैं। वे स्वयं को स्वयं ही सीमित कर दो रूप धारण करते हैं। उसके भीतर उनकी त्रिगुणात्मिका शक्ति का

परिणाम है। उनका सच्चिदानंद रूप का परिणाम, परिवर्तन विकार कुछ भी नहीं है तथा कभी भी हो नहीं सकता। वे अपनी शक्ति को परिणमित कर जगत् रूप में धारण करते हैं एवं उनका वंश जीव रूप में भोक्ता हुआ। वे इस जड़ जगत् एवं जीव देह की सृष्टि कर इन सबों के अभ्यंतर में प्रविष्ट हुए। अतएव ये समस्त ही वे हैं। इस प्रकार परमात्मा जगत् के निमित्त कारण अर्थात् संकल्प बल से सृष्टि, स्थिति, प्रलयकर्त्ता एवं इस जगत् का उपादान कारण भी वही हैं। जैसे मृत्तिका रूपी उपादान गठित नाना द्रव्यादि है। उन सभी द्रव्यों के रूप आकार विभिन्न होने पर भी एकमात्र मृत्तिका ही सबों का उपादान है। उसी प्रकार ब्रह्म उपादान से गठित समस्त जगत् ही ब्रह्म है।

ब्रह्मज्ञानोदय से ये सभी एक समान अनुभूत होते हैं। अज्ञान अवस्था में सब स्वतंत्रत्व और बहुत्व। ज्ञान में अभेद एवं अज्ञान में भेद श्रुति यही कहती है। एक अद्वितीय वस्तु ही विद्यमान है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो भेद के रूप में प्रतीत हो रहा है वह अविद्या या अज्ञानवश हो रहा है। श्रुति कहती है – 'मृत्योः मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।' अर्थात् जो एक न देखकर विविध देखते हैं वे मृत्युमुख में पतित होते हैं।

अभी तुम क्या हो इसका विचार करो। मान लो पहले तुम थे, तुम्हारे पास गौ, महिषादि कुछ भी नहीं थे। बाद में गौ, महिषादि आए उसके बाद वे सभी चले गये। इन तीनों अवस्थाओं में एक ही तुम विद्यमान हो। गौ, महिषादि के रहने या न रहने पर तुम्हारा अस्तित्व निर्भर नहीं करता। तुम्हारी बाल्य, कौमार्य, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य, मृत्यु इत्यादि अवस्थाएँ घट रही है, उन सभी में एक ही तुम विद्यमान। तुम्हारे स्वरूप का परिवर्तन कहाँ हुआ? सर्वावस्था में एक ही तुम हो। उसी प्रकार बाल्यकाल में तुम्हारे पास विद्या, ज्ञान आदि कुछ भी नहीं था। बाद में विद्या, ज्ञान उपार्जित हुए। तुम्हारे पास जब विद्या, ज्ञान कुछ भी नहीं थे, उस समय तुम थे, बाद में विद्या, ज्ञान के उपार्जनोपरांत भी तुम हो। तुम्हारे मन बुद्धि में जो नहीं था, वह होने पर भी तुम वही एक रहे। तुम्हारे साथ जो कुछ है, उसमें ही परिवर्तन हुआ, तुम में परिवर्तन कहाँ हुआ? सर्वावस्था में तुम वही एक ही हो। वे समस्त तुम्हारे स्थूल देह अथवा मन बुद्धि की अवस्थाएँ हैं। आत्मज्ञान न होने से उन सबों के द्वारा तुम अपनी ही अवस्थांतर की कल्पना कर रहे हो। जो स्थूल देह एवं मन बुद्धि का परिवर्तन है, अपने निज स्वरूप को न जानने से तुम उन परिवर्तनों को अपने ऊपर आरोपित कर रहे हो। तुम स्थूल देह-युक्त होकर जो तुम हो, स्थूल देह-वियुक्त होकर भी वही तुम रहोगे। मन, बुद्धि आदि युक्त होकर जो तुम हो, मन, बुद्धि आदि वियुक्त होकर भी वही तुम रहोगे। तुम्हारे अस्तित्व का एकत्व सर्वावस्था में ही है, लक्ष्य करने पर समझोगे। तुम्हारे शरीर के लघु-दीर्घ होने से तुम स्वयं में लघु-दीर्घ की कल्पना कर रहे हो। तुम निज स्वरूप को न जानने के कारण ऐसी भ्रांति में पड़ रहे हो। तुम्हारा जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि कुछ भी नहीं है, वह समस्त तुम्हारे शरीर की अवस्थाएँ है। तुम्हारे मन बुद्धि में जो जो परिवर्तन हो रहा है वह उन्हीं का है तुम्हारा नहीं। तुम अपने स्थूल देह एवं मन बुद्धि इत्यादि के अतीत हो तुम इन सबों के द्रष्टा, ज्ञाता व भोक्ता हो।

...क्रमशः

–हिन्दी अनुवादः मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आगामी अनुष्ठान सुची

लक्ष्मीपूजा – २४ अक्टूबर, वुधवार
रास पूर्णिमा – २३ नवम्बर, शुक्रवार
वार्षिक साधारण सभा – २५ नवम्बर, रविवार
वार्षिक अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा पूजा – १५ दिसम्बर, शनिवार
वार्षिक लक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की प्रतिष्ठा पूजा – १६ दिसम्बर, रविवार
अध्यात्मिक सभा – २५ दिसम्बर, मंगलवार
श्रीश्रीसारदा माँ की आविर्भाव तिथि – २८ दिसम्बर, शुक्रवार
श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं का मंदिर प्रतिष्ठा दिवस – १४ जनवरी, २०१९, सोमवार

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(३)

सद्गुरु माहात्म्य – *पूर्व प्रकाशित के पश्चात्....*

श्रीश्रीमाँ – कभी यहाँ कभी वहाँ घूमने से, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर में सर पटकने से, संसार की ज्वाला से जर्जरित अवस्था में तीर्थाटन से भी कुछ लाभ नहीं होता। मन में संसार अवस्थित रहने से संसार सर्वत्र ही साथ-साथ जाएगा। उस परिस्थिति में शान्ति पाने की आशा कैसे की जा सकती है? प्रकृत सिद्ध महात्माओं का सान्निध्य यदि प्राप्त कर सकोगे तो स्वयं ही मन सत्संग से संस्कारित होगा, एवं तब कुछ शान्ति मिलेगी। महात्माओं के सान्निध्य में सत्संग के प्रवाह में मन की व्याकुलता दूर होती हैं। उनमें से कुछ आलोक का संधान भी पाते है। अन्तर में शुभेच्छा के उन्मेष से गुरुदीक्षाप्राप्त होने पर तब अनन्त मंगल साधित होता है। प्रकृत दीक्षागुरु की संख्या सम्पूर्ण विश्व में विरल है। दीक्षामंत्र देने पर भी अधिकांश गुरु साधन प्रदान नहीं करते। महावतार बाबाजी महाराज की इच्छा से ही मैं कुछ संख्यक मनुष्यों को साधन शिक्षा देने की चेष्टा करती हूँ। साधन शिक्षा देना अत्यंत कठिन कार्य है और मनुष्यों के आधार उपयुक्त न होने पर शिक्षा ग्रहण करने में भी समय लगता है। शिष्य की उन्नति के लिए गुरु को भी साधना करनी पड़ती है।

एक गुरु भ्राता के प्रति श्रीश्रीमाँ ने कहा -तुमलोग तो जागेश्वर के प्रकाशानन्दजी को देख कर आए हो। प्रकाशानन्दजी बहुत बड़े काया सिद्ध योगी है। उन्होंने दो बार काया कल्प करके देह रक्षित कर रखा है। देश-विदेश में उनके अनेक शिष्य है। उन्होंने मुझसे कहा था -''किसी को योग साघना नहीं दी है।'' हिमालय की गहन गुहा में तपस्या की थी प्रकाशानन्दजी ने। १२० वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी स्थूल काया का त्याग किया। सुनो, मैं जो तुम्हें सब बातें बता रही हूँ, वे सब हैं आदि ब्रह्मर्षि ऋषियों की बातें।

जनैक व्यक्ति – इन सब बातों को सुन कर मुझे कोई....

श्रीश्रीमाँ – लाभ नहीं हो रहा है।

जनैक व्यक्ति – नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो उस अवस्था में नहीं हूँ कि बातें, कहानी आदि सुनकर...

श्रीश्रीमाँ – तुम जिस अवस्था में हो, वह मेरे मतानुसार कोई अवस्था ही नहीं है। तुमने कुछ देखा है – तुम बोल रहे हो रोज ही तुम spark देखते हो। यह मेरे मत से कोई अवस्था ही नहीं है।

जनैक व्यक्ति – मैं जिस अवस्था में हूँ वही मेरा निजस्व है।

श्रीश्रीमाँ – इसीलिए, तुम जिस अवस्था में हो, तुम सोच रहे हो कि साधन मार्ग की किसी अवस्था में हो, यह तुम्हारा स्थूल मन कह रहा है।

जनैक व्यक्ति – अपने मन के अतिरिक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने मन को अतिक्रम नहीं कर पाऊँगा।

श्रीश्रीमाँ – कर सकोगे। योगविद्या साधन द्वारा तुम अपने अहं को यदि अतिक्रम करो, अपने श्वास-प्रश्वास रूपी प्राण की गति को स्थिर कर समर्पण कर सकने से ही तब मन को दर्शन, स्पर्शन अनुभूतिमय उपलब्धि द्वारा तपोबल से मन की सूक्ष्मावस्था चित्त में उपनीत हो सकोगी। तुम्हारा साधारण चेतनामय बद्ध मन बोल रहा है – यहाँ इस अवस्था में 'मैं' हूँ। लक्ष्य करो, 'मैं' को छोड़कर बोध नहीं हो रहा; 'मैं' के बिना कुछ नहीं हो रहा। यह अहं हुआ, तुम्हारा कच्छा अहं। किन्तु महात्माओं की एकनिष्ठ साधकों की जो ध्यान-समाधि होती है, उस क्षेत्र में 'अहं' न जाने कहाँ चला जाता है। अधिकांशत: ज्योति में लय हो जाता है। वह अवस्था प्रारंभ में असम्प्रज्ञात रहती है।

जनैक व्यक्ति – नहीं, वह तो परिकल्पनात्मक (hypothetically) दिखावा होगा मैं नहीं कर पाऊँगा। किसी के कहने से, मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा।

श्रीश्रीमाँ – तुम्हारे अहंयुक्त जटिल मन का चित्र ही यहाँ प्रकाशित हो रहा है। तुम्हें आमित्व छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा वरन् किसी सिद्ध योगी के द्वारा योगविद्या ग्रहण करके सटीक पथ पर अग्रसर होने के लिए कहा जा रहा है। तुम तो भ्रमात्मक आलोक को देखकर अग्रसर होना चाहते हो। वह तुम्हें परिहास-छल से भ्रम में पर्यवसित करेगा। तुम्हें जो करना होगा वह है – सिद्ध महापुरुषों द्वारा लिखे योग शास्त्रों के संबंध में पहले धारणा स्थापित करने के लिए अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़नी होगी। तत्पश्चात् ब्रह्मज्ञ पुरुष के सान्निध्य से उन्हें गुरुवरण कर उन सद्गुरु के चरणों में

समर्पण करना होगा। तुम जिस प्रकार कर रहे हो, जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हो, वह कोई प्रक्रिया नहीं है। उस प्रक्रिया से कोई भी किसी दिन परमार्थ संचित नहीं कर पाया है। तुम स्वयं क्या चाहते हो, यथार्थ में तुम ही वह नहीं जानते।

...क्रमशः

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (५५) : एकबार मैं (बाबलादा की पत्नी, भाभी) एवं मेरी बहन का परिवार सिर्फ 'गुरु' के नाम-जप से कैसे एक विपदा से मुक्त हुआ उसी घटना का वर्णन कर रही हूँ।

मैं और मेरी बहन का परिवार बद्रीनाथधाम यात्रा पर गये थे। हमलोगों ने टाटा-सूमो की तरह की एक गाड़ी भाड़े पर ली जिसमें दोनों परिवारों के छः सदस्य थे। हमलोग जब बद्रीविशाल की तरफ जा रहे थे तब मुझे संदेश मिला कि समस्त उत्तराखंड में चक्का-जाम हो गया है। समस्त रास्ते में एक तरफ पर्वत का विशाल प्राचीर एवं दूसरी तरफ भयंकर गहरी खाई, अर्थात् किसी गाड़ी के चलने की संभावना नहीं, तथा पहाड़ी लोगों में घटित किसी विशेष घटनावश गाड़ी जा भी नहीं रही थी। भोर से आरंभ कर, जोशी मठ से, गाड़ी एक-एक कदम कर बढ़ रही थी, उस समय लगभग रात के नौ बज गये, ज्यादा नहीं तो मेरी गाड़ी के पीछे लगभग तीन सौ गाड़ियाँ थी। वहाँ तुम्हारे दादा (बाबला दा) एवं भगिनि-पति गाड़ी से उतरकर पहाड़ से सटे होटलों में खाने की व्यवस्था के लिए खोज-खबर लेने लगे। अधिकतर दुकानों ने भयवश अपना प्रवेशद्वार बंद कर दिया था। हठात् देखा गया कि पहाड़ी लड़कों का एक जुलूस सारी गाड़ियों पर आक्रमण कर रहा था। वे सब सभी गाड़ियों का सामने का काँच तोड़ रहे थे, चाकू, खुरपी, तलवार इत्यादि द्वारा चक्के के टायर को आर-पार छेद रहे थे – वहाँ एक ध्वंस की लीला आरंभ हो गयी थी। हमलोगों की गाड़ी का चालक भयवश थर-थर काँप रहा था। जब विशाल गुंडा वाहिनी हमलोगों के गाड़ी पर हमला करने आयी तब मैं (भाभी) ने रणचंडी का रूप धारण किया। तब चिल्लाते हुए हिन्दी-बंग भाषा मिश्रित बोली में बोल उठी कि ''मेरे हृदय में मेरे गुरु निताइबाबा एवं लाहिड़ी बाबा है, हमलोगों की गाड़ी को थोड़ी भी क्षति पहुँचाने पर तुम सब कठोर सजा के भागीदार होओगे।'' इस प्रकार प्रबल चित्कार कर गुरु नाम जप करते-करते सावधान करने लगी। देखा! उनसबों ने हमलोगों की गाड़ी को छुआ तक नहीं एवं धीरे-धीरे वे सब शांत हो गये। रात्रि में ठीक एक बजे हमलोग हरिद्वार पहुँचे। अचानक देखा कि चालक मेरे पैरों पर गिरकर कृतज्ञता स्वरूप रोने लगा। गुरुकृपा क्या चीज है इसका संकेत हमेशा हमें मिलता है, परन्तु फिर भी यह सब भूल जाते हैं। परवर्तीकाल में जब हमलोग हरिद्वार की तरफ भ्रमण में गये, तब वह चालक हमें पहचान गया एवं ज़िद करने लगा कि हमें उसी की गाड़ी में चलना होगा, सारथि बनकर वह सब कुछ दिखाएगा।

गुरुकृपा छोड़ कर जगत् में सब कुछ असार है। गुरुकृपा ही धर्म और कर्म एवं शुभाशीर्वाद है। इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए।

प्रसंग (५६) : मैं (भाभी – बाबलादा की धर्मपत्नी) एक छोटी घटना सुना रही हूँ, यद्यापि यह एक लघुकाल व्यापी घटना किन्तु दादा (हमसब सरोज बाबा को दादा कहकर ही संबोधित करते क्योंकि वे हमारे पति के बालसखा थे।) की दृष्टि एवं कृपा कितने सहस्र योजन दूर क्षणमात्र में पहुँच सकती है, यह उसी की तस्वीर है।

मैं और तुम्हारे दादा दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस द्वारा घर आने वाले थे। गाड़ी के कक्ष में प्रवेश करते समय हठात् मेरे एक पैर का जूता खुल गया एवं आश्चर्य की बात यह थी कि वह इस प्रकार खुल गया कि जूता का अंतिम छोर प्लेटफार्म के ठीक कोने में अटक गया एवं ऊपर वाला हिस्सा चढ़ने वाली सीढ़ी के अंतिम पावदान को स्पर्श कर अटका हुआ था। यदि थोड़ी भी जोर की हवा चलती या गाड़ी थोड़ी भी हिल जाती तब जूता सरक कर आराम से रेल लाईन पर गिर पड़ता। अगर मैं जूता पहनने हेतु जाऊँ तो भी वह गिर जाता, इसीलिए मैं साहस नहीं कर पा रही थी क्यों कि उस सामान्य स्पर्श से जूता उसीक्षण गिर जा सकता था। जोभी हो मैंने उस समय दादा का नाम जप करते हुए निर्भय होकर जूता पहनकर कक्ष में प्रवेश किया। तत्पश्चात् घर आने के पश्चात् हमेशा की तरह मैं दादा के पास गयी। उनके पास बैठते ही वे बोल उठे, ''रेलगाड़ी में इतनी जल्दी-जल्दी

चढ़ने की क्या आवश्यकता थी। यदि जूता नीचे गिर जाता तो, तब सब समय खाली पाँव रहना पड़ता।'' तब मैंने मन ही मन में कहा –''दादा, आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हो, तब विपत्ति कहाँ से आएगी?''

प्रसंग (५७) : अति सहज भाव से भाभी ने एक अन्य घटना का वर्णन किया। भाभी ने कहा –''मैं जब एक दिन दादा के पास बैठी थी, हठात् एक लड़का दौड़कर आया और कहने लगा –''बाबा, मुझे बचाओ, वे लोग मुझे अभी मार देंगे,'' कहकर वह सीधे बाबा के चरणों के पास बैठ गया। दादा ने तब क्रोधित होकर कहा, ''उन सबों की तरफ जब तुमने गोली दागी, तब यह याद नहीं था। अब मेरे पास जान बचाने आये हो?'' यह लड़का बाबा के पास बीच-बीच में आता था। जो भी हो, दादा ने एक निर्दिष्ट स्थान दिखाकर कहा –''जाओ, वहाँ चुपचाप बैठ जाओ।'' तब वहाँ पर किसी ने कहा, ''बाबा, वे सब तो तुरंत यहाँ आ जाऐंगे।'' दादा ने तब कहा, ''ना, ना वे सब भूल-भूलैया की तरह पथ भूल जाऐंगे।'' अब अधिक क्या कहूँ, वे सब सचमुच रास्ता भूल गये, न खोज पाने के कारण वे सब चले गये। इस प्रकार दादा के कृपा-कणों की बरसात असीम, वह शब्दों से बखान कर पाना संभव नहीं है।

महात्माओं की कृपा दृष्टि अनन्त होती है। वे जिस पथ से गमन करते उस पथ पर उनकी विभूति की छाप रह जाती। श्रीश्रीबाबा हमेशा स्वयं को सामान्य के आवरण से ढँके रखते थे। जिसपर कृपा करते उस से कभी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं रखते। सब कुछ में उनका अहैतुकी कृपादान था।

...क्रमशः

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ४७ : परमब्रह्म एवं परमात्मा क्या है?

उत्तर : 'परमब्रह्म' है सनातन ब्रह्म का निर्गुण प्रकाश और 'परमात्मा' हुए सगुण प्रकाश। ज्ञानी साधक योगी के लिए जो परमब्रह्म है, योगी के लिए वही परमात्मा है। और भक्त हेतु वे भगवान हैं। प्रकृतपक्ष में परमात्मा एवं भगवान अभेद हैं।

प्रश्न ४८ : 'परमगुरु' किसे कहते हैं एवं 'सद्गुरु' किसे कहते हैं?

उत्तर : इस स्मपूर्ण सृष्टि के मध्य जो चेतन शक्ति है वह है ज्ञानस्वरूप। जड़ पदार्थ में ज्ञान-चेतना या बोध का अभाव परिलक्षित होता है। उस चेतना शक्ति का मूल कारण है वही ब्रह्म जिसे 'परमगुरु' कहा गया है। ईश्वर भी उसी ब्रह्म का सगुण रूप, ऐसा है कि सत्ता के मध्य जो आत्मा है वह आत्मा उसी चेतनशक्तिरूपी ब्रह्म का ही अंश है। इसीलिए यह आत्मा ही मनुष्य रूपी जीव का एकमात्र सद्गुरु पदवाच्य है। गुरुगीता में भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा है कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही मनुष्य को गुरुबुद्धि रखना उचित है। इस आत्मज्ञान के द्वारा ही सृष्टि के रहस्य को स्मपूर्ण रूप से जाना जा सकता है। इस देह के मध्य यह आत्मा ही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य का माया प्रपंच द्वारा आवृत बोध मनुष्य को अज्ञानता में डाल देता है। जिससे मनुष्य अपने दृश्यमान शरीर को निज स्वरूप समझता है जो एक भ्रांति मात्र है। इस भ्रांतिका निराकरण कोई सद्गुरु ही शिष्य को दीक्षा दान के माध्यम से कर सकते है। ज्ञानप्रदाता सद्गुरु ब्रह्मस्वरूप होते है। सद्गुरु सत्यज्ञान दान के माध्यम से शिष्य को भवसागर पार करा सकते है। सद्गुरु शिष्य को मुक्ति मार्ग का दर्शन कराते हैं। इस मुक्ति के विषय में ज्ञानी सद्गुरु महर्षि अष्टावक्र ने राजर्षि जनक से कहा है – ''हे प्रिय! यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय को विषवत् त्याग दो, और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृतवत् सेवन करो।'' महर्षि अष्टावक्र ने बाद में और भी कहा – ''यदि तुम शरीर को स्वयं से अलग कर दो एवं चैतन्य में विश्राम करते हुए स्थित हो जाओं तो अभी ही तुम सुखी शान्त एवं बंधन मुक्त हो जाओगे।'' – सद्गुरु ही है परमगुरु के चिन्मय दिव्य सगुण विग्रह। अतः–

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्त्तिं
द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतम्
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

The Blissful Touch of Mata Anandamoyee

Sree Sree Maa Sharbani

It was 22nd March of 1987. For some unknown reason, that night, I fell asleep. As I lay sideways, a sudden hard push on my back from someone woke me up from a state of deep sleep. As I turned, I was lovingly embraced and in that position could not make out who had come. After I was able to steady myself from this sudden blissful jolt, we faced each other and I saw the innocent, calm and extra-ordinarily beautiful face of someone so well known. Draped in a white sari with a red border, hair left unbound, fair complexioned, she was looking at me with her soothing, radiant divine gaze. Within a few moments, she placed a very large rudraksh mala tied with a silver string on my hands. Immediately after, she put the necklace on my neck and then tied my hands with it. During those hurried moments I asked her, "Why are you giving me a rudraksh? I am not a sannyasini." While tying my hands with the necklace, she replied, "Who said you are not a sannyasini? You are free from maya." On saying this, she rapidly vanished from the room. The divine personality who came was none other than one who is universally revered as Mata Anandamoyee, holy mother – the fully realized mother saint.

Lord Rama frees Devi Ahalya from her curse

My love-infused heart lotus was aroused, thus awakening past memories of aeons ago. The eternal memory cells of the mind lit up and in my meditative state, I recalled the image of the Purana-famed ayoni-sambhava (womb-free born) divine daughter of Lord Brahma – 'Devi Ahalya' – one who has no impurity. She was unequalled in beauty and fixed in truth, thus Lord Brahma christened her 'Ahalya' – one who is free from 'hala' or poison. She has remained eternally sinless and faultless. Being firmly entrenched in truth, she was married to the great saint Gautama by Lord Brahma. However, through a quirk of fate, being unfortunately waylaid by Devaraj Indra, she was cursed by her husband to turn into a stone form, invisible to all, to pursue her penance for redemption.

After slaying of demoness Taraka, on their way to Mithila with Brahmarshi Vishwamitra, Lord Rama and Lakshmana entered the Ashram of Sage Gautama where Rishi Vishwamitra narrated the story of Devi Ahalya's state. Through his tapasya-powered inner eyes, Lord Rama saw Devi Ahalya in the stone and, through the touch of his feet, she was restored to her normal form. Lord Rama and Lakshmana then touched her feet to seek her grace, resulting in showering of flowers from the sky with the divine beings singing to the glory of Devi Ahalya. Sage Gautama, meditating deep in the Himalayas, was awakened from his tapasya and rushed to appear in this ashram to greet the august three guests, and treat them with honour. After Vishwamitra, Rama and Lakshmana left, Sage Gautama and Devi Ahalya went back to the Himalayas to continue their spiritual pursuits.

There are many tales about Devi Ahalya and Sage Gautama in the Puranas. However, being linked with a Bhagwat-leela, the above incident can be looked at from the atma-yogic perspective: Devi Ahalya was the malice-free pristine-pure-consciousness emanated power and shakti-satta of self-mastery attained Gautama. This knowledge-filled shakti, on its journey, was unknowingly entrapped by the sense-filled mind symbolized by Indra, and fell into the clutches of avidya (ignorance) and became encased in the material envelope depicted by stone. Being cursed by pure consciousness and Chaitanya Guru, Sage Gautama, she embarked on deep tapasya for re-attaining her pure form, even within the material cover. On completion of the same, she was revived from her bonded state by the power of the atma-chaitanya through the touch of the lotus feet of Parabrahman, appearing as Lord Rama. On being reinstated to her pristine form, she was again revered and worshipped by all. Every yogi-sadhaka born in this created material world, on their path to realization, faces the state experienced by Devi Ahalya.

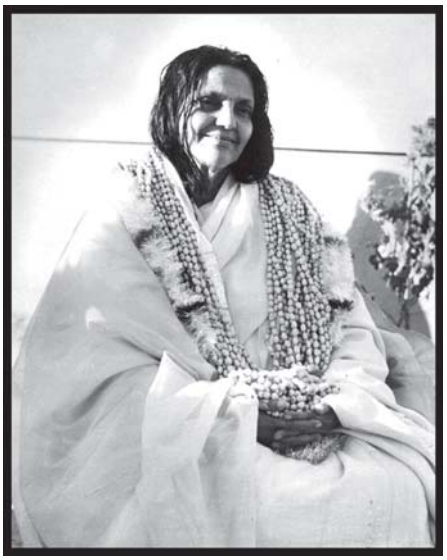

Mata Anandamoyee

A self-realized yogi will naturally recall many memorable tales of Devi Ahalya. One of them is fairly interesting – the one related to 'Sati Lakshmi Devi'. Sri Varadacharya and his wife Lakshmi-devi were disciples of avatar saint Swami Ramanuja. Though there were innumerable wealthy disciples of Ramanuja-swami in their village, the great saint went to seek alms from the house of Varadacharya. It is during this time an incident occurred involving Lakshmi-devi that gave the Ramanuja sect the name 'Sri'. Even though they were extremely poor, attracted by their purity and devotion, the great Ramanuja-swami by coming to their house for his alms, made them known to the world. On reaching their house, he found the door open and a torn piece of cloth hanging outside. He called for Varadacharya but the master of the house was away. From inside, his wife clapped, indicating her presence. The saint was immediately able to comprehend her pitiable condition. Lakshmi-devi was performing her sadhana in a small cloth covering herself and thus unable to come outside. Sri Ramanuja-swami then, took off his large turban and threw it inside. Lakshmi-devi came out with the turban cloth draped around her as cover. The saint blessed her and asked for Varadacharya. She informed that he had gone out to collect food for their meal. The saint informed her that he will be coming with his disciples as guests for food. Unfortunately, as usual, there was nothing to present to the saint and Lakshmi-devi knew that her husband would not bring anything beyond what was just needed for the two of them.

However, Lakshmi-devi's mind was full of joy – "Gurudeva's kripa is boundless, otherwise why would he come to the house of these penniless beggars". She began to think of how she will make the arrangements for the guests. She suddenly

remembered that in their village resided a very rich merchant trader who aspired for Lakshmi-devi. Lakshmi-devi was an epitome of purity and piety. God's grace radiated from her presence. In her august presence even men with polluted minds would get reformed. The same happened in this case. Lakshmi-devi went to the merchant and presented herself saying, My Gurudeva is arriving with his disciples to my cottage. For their refreshments, I need rice, dal (lentil) and other items. I have come to request you for the same." The merchant was overjoyed. He was ever willing. But Lakshmi-devi stated that she had not come for a free gift. She was willing to purchase it by sharing her body with him in return and said that she will come in the evening after the guests have gone away. The trader eagerly supplied her with the highest quality items of sufficient quantity.

Returning with all items, Lakshmi-devi, prepared food and happily served her Gurudeva and the disciples to their and her hearts' content. She felt so blessed. On returning, after the event was completed, Varadacharya was amazed. Hearing that their Gurudeva had come and taken meal in their house, boundless joy overcame him. He asked his wife, how she had managed to gather so much for their service. Lakshmi-devi then narrated the story of how she went to the merchant and the promise she had made to repay the loan. Varadacharya was overwhelmed. He remarked, "Today, you have put up the strength of your purity to ensure that my family, my fore-fathers and myself, are eternally blessed by serving the great avatar saint. You have paid no heed to the flesh and blood that is your body for the purpose of divine service. How blessed am I. Who says that I am poor? If I, with you as my wife am considered poor, there is no emperor of true wealth greater than me."

As evening approached, Varadacharya told his wife, "You start on your journey to that place. I will go along with you and thank the merchant. Please carry with you the prasad (blessed food) and charanamrita (holy water of feet) of Gurudeva for him. As she reached the house of the trader, he was surprised to see her and asked what was in her hands. She replied that she had brought sacred food and water for his well-being. The merchant immediately took them, consumed them and rubbed his whole body with the remnants, saying, "Today I have become sinless." His whole body began to tremble. He asked Lakshmi-devi if she had come alone. She mentioned that her husband was waiting outside. The merchant then brought Varadacharya inside. Varadacharya said, "By your assistance my Guru has been served and we have been blessed. That is why I came to see you and thank you." The merchant replied, "I am myself blessed that you have set foot in my home. Please accept my pranams." Varadacharya told him, "What you have done for me today, I have nothing to give in return. I pray that you have devotion in God", and left the room. But the trader brought him back inside. The merchant's whole body was full of emotional tremor, his voice choking almost making him unable to speak. He requested the pious husband and wife to stand before him side by side. He gazed at them in silence. His whole being was transformed. Crying out, "Ma, Ma, Ma, please accept me under your feet", he fell down prostrating before them seeking pardon. At this moment Ramanuja Swami entered the room and praised the glory of the Supreme Divine, whose masterly leela (play) manifested today

before them all, through the greatness of Lakshmi-devi.

It is based on the outcome of this leela that the Ramanuja sect was renowned as the 'Sri' sect. Narrating this story, the great modern guru of this 'Sri' sect, Thakur Sri Sitaramdas Omkarnath would go into deep contemplative samadhi. Why? Is it because Sri Sitaramadas Omkarnath was sage Gautama himself and that Varadacharya and Lakshmi-devi were embodiments of the great rishi couple Gautama and Ahalya!

Coming to modern times of this saga, we move to the town of Dehradun where Mata Anandamoyee lay extremely ill. Thakur Sitaramdas Omkarnath came to see her. He was taken to her room. Seeing her, he moved to her bedside crying out "Ma, Ma", sat there and asked others to leave. They spoke inside closed doors for some time. Thakur asked Ma to stay in this world for some more time. But Ma was unwilling. Thakur then began to chant deep OM loudly. Others around followed him and the chanting continued for some more time, reverberating the atmosphere. Subsequently, Thakur told Ma, "Eat something Ma, you need to stay for some more time". Ma softly replied, "Please bless me Baba." After some more talk, Thakur left. Later when Mata Anandamoyee left her body, Thakur Sitaramdas Omkarnath became very pensive and detached. His situation also began to deteriorate. This finally led to him subsequently leaving his mortal coil.

–Translated into English by
Her Blessed Child,
Prof. Partha Pratim Chakrabarti

– Hari Om Tat Sat –

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo
(55)

I narrate here how I (wife of Bablada) and my sister's family were relieved from a danger, only by the utterance of Sri Guru's holy name –

I and my sister's family visited Badrinath Dham. We rented an SUV like Tata Sumo so that the total of six persons could be accommodated. When we advanced towards Badri Vishal we heard that the entire Uttarakhand was under the grip of 'Chakka jam'. The whole path was bounded by the mighty mountains on one side and the deep and dangerous quarry on the other side i.e. there was no possibility of any vehicular movement because of some disturbance created by the people of the mountain. The vehicle advanced very little from Joshimath, where from we started in the early morning till 9pm then, there were at least 300 vehicles behind us in the queue. Your elder brother (Bablada) and his brother-in-law got down from the car and searched for food in the small hotels on the way. Most of the hotels were closed because of the apprehension. Suddenly a big group of mountainous boys started attacking the vehicles. They started breaking the glasses

of the vehicle, pierced the tyre of the wheels through and through with sword, knife and other weapons – it was a real sport of devastation. The driver of our vehicle was shivering with fright. When the gang came to attack our vehicle, I took a furiously turbulent turn! I shouted to them in Hindi mixed Bengali language – I have my Gurus Nitaibaba and Lahiribaba in my chest. You will get a severe punishment if you dare damage our vehicle. In this way, I shouted severely and alarmed them by taking the holy names of my Gurus. Surprisingly we saw that they did not touch our vehicles even and slowly they cooled down. When we reached Haridwar at one o'clock at night, suddenly the driver dropped at my feet and started crying out of thankfulness. We get the evidences of the grace of Guru at all times but still we forget it. Moreover, when we again visited Haridwar later, the driver recognized us and he forced us to ride his car so that he can show us the different worth seeing spots.

Nothing in this earth is sensible apart from the grace of the Guru. The grace of the Guru is religion, karma and blessing. This should be remembered by everybody.

(56)

I (wife of Bablada) narrate here a small incident; though it lasted for a short while, it shows how the vision and grace of Dada can travel thousands of miles in a moment (we used to call Sarojbaba as Dada as he was the childhood companion of my husband).

Myself and your elder brother were supposed to come back home from Delhi by Rajdhani express. As I was about to board the train compartment one of my shoes got torn and as a matter of surprise it was seen that the upper part was hanging from the last step of the compartment and the lower part was tethered at the edge of the platform. If there was some wind or had the train moved slightly, then the shoe would have dropped in the railway track. Additionally, I did not venture to wear it again as the slightest touch to the shoe would drop it in the track. I took holy name of Dada, put my foot into the shoe fearlessly and boarded the train. After returning home, thereafter I visited Dada as usual. As I sat near him, he started telling, "What was the hurry to enter into the train? Had the shoe dropped down, then you had to be in bare foot throughout." Then I thought – 'Dada, you have always been our companion, how can danger dawn on us?"

(57)

Boudi started narrating one more incident with great ease. Boudi said, "I was, one day, sitting near Dada, suddenly a boy came running and started telling, 'Baba, save me, they will kill me just now' – he said this and sat near the feet of Baba. Dada became angry and said, 'Why did you not think while shooting at them? Now you came for your rescue to me?' (This boy used to visit Baba occasionally) Anyway, Dada showed him a specific area and said – 'Go and sit there silently.' Someone present there said, 'Baba, they will come here very soon.' Dada said, 'No they will confuse the actual road.' Needless to say, they truly lost direction and went back without getting the boy. In this way, Dada's kripa showers in different and countless ways.

The grace and kripa of the mahatmas are unlimited. They keep the mark of their powers, punctuated on their ways. Sri Sri Baba used to conceal himself always in the garb of an

ordinary man. He never asked anything from someone whom he smeared with his kripa. His kripa was spontaneous and causeless.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Bhakta: O Lord! How is it possible to transcend this bondage of maya or the illusory world and get liberated?

Mahatma: My son! The fake terms like 'you' 'me' constitute the world and the appearances. Liberation is not possible until this world of appearance and illusory ideas persist. The knowers of Brahman say that this disease of the drishya and darshan will not be terminated by the technique of debate, pilgrimages, performance of austerities and worship of deities. Because, atman is not a matter of knowledge or drishya, hence it is not comprehended by meaningless external austerities. As it is impossible to abort alcoholism without the firm knowledge that there is no satisfaction in drinking liquor, similarly without firmness in thought that this visible world is illusory, this mind cannot abort the vision of the world by mere austerities, dhyana or japa. Only dispassion and non-dependence on material objects can ward off the false notion and can lead to transcendence of mind or liberation. When this logic is followed, the mind which mimics a mad elephant can be curbed quickly but without repeated practice the mind does not tether to its pristine state, nor fixes in it. This habit requires a great deal of self-effort. Without intense self-effort i.e. as has been enjoined in the scriptures, it is not possible to acquire this state. My son! You are talking about liberation from bondage but this bondage belongs to whom? First, knowing this is imperative. Paramatma is nityamukta (ever-liberated), hence there is no question of his liberation. This physical body comprising of blood and flesh is under the control of mind. Hence finally it is seen that the bondage belongs to the mind. Because the foolish mind is under the perpetual grip of fallacy which leads it to think the body as 'I' and other materials as 'mine.' When one tends to enquire about this bondage of mind with the physical body and other materials, the genesis and nature of the bondage, then he will find the bondage disappears into nothingness. Like when one tries to enquire about darkness with the help of light, the darkness instantly disappears. Hence the speciality of this bondage is that with right enquiry it disappears and jeeva is emancipated. This ignorance of the mind can never be warded off without the help of vedantic scriptures, grace of Guru judgement and 'vishesa darshan.'

Bhakta: My God! How is 'vishesa darshan' executed?

Mahatma: My son! On critical enquiry and fastidious judgment of a human reflection on a mirror, cinematographic film and scenes of a magic, you can understand the underlying fallacy. Similarly the vision that springs from such subtle enquiry is called 'vishesa darshan.' One who is seeing this visible world, surrounding trees and shrubs, if he enquires with a logic and

'vishesa drishti', then this ignorance cannot survive. To enquire critically the visible objects with intent patience, right thinking and judgment is called 'vishesa darshan.' This 'vishesa drishti' removes the ignorance of the drasta (observer).

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Unmesh

[Soul's Blooming - Part III]

Sree Sree Maa Sharbani

Sree Sree Maa in Conversation...

***Guru Purnima - 18/07/2008*:** Only through Pranav (the 'primordial whole') can one comprehend Parabrahman. Sadguru is verily Pranav personified. In the words of Rishi Anirvan-ji, "The waters of an inexhaustible fountain never stop flowing. Divine's wisdom, power and love sprout from an infinite aquifer which pours out through the channel of a Sadguru like a perennial spring." Omkar or Akshar-Brahman (encapsulated primordial infinite) is the seed of Pranav as well as the root force of creation's machinery. Again, as Shabda-Brahman (primordial sound), it emits spontaneous light, thus illuminating Pranav and giving it a visible form. As Shakti or primordial energy, it is Akhanda Maa (the Integral Mother). This Supreme Mother manifests as Sadguru in the form of Jyoti or Divine Light and Maa or Mother in the form of Kriya-Shakti or Dynamic Power.

Our human form is a manifestation of Omkar. Unless a yogi is able to realize and align with his or her Omkar structured body, experiencing continuous connect with Brahman becomes impossible. Through proper practice of Brahma-vidya in the form of Kriya Yoga, one becomes capable of perceiving and realizing the presence and manifestation of the supreme seed (Omkar) in their own embodied form. Thereafter, a yogi achieves self-realization (atma darshan) wherein he or she is able to perceive the presence of the soul (atma) in the cave alongside the heart (Ram Guha) as an illuminated thumb-like witnessing persona (angustha-matra purusha). Regular such realized experiences remove the covering of illusion or maya that clouds a human being. Without the shroud of maya, the curtain of ignorance melts away and the sky of the heart opens up. Though the guidance of the Atma-Guru or Soul's direct guidance, the sadhaka is able to transcend the sky of the individual's heart to reach the shores of the ocean of the Supreme Infinite and perceive the Light of the Sadguru in the form of Akhanda-Mandalakaram (Integral All-pervading Supreme) Jyoti and become engulfed in it for the ultimate fulfilling experience.

The principles and knowledge of all creation are encapsulated within Pranav. Thus proper sadhana of Omkar makes worshipping of individual deities redundant. Knowledge of

Omkar is integral knowledge. Successful culmination of Omkar sadhana enables a Yogi to accomplish Integral Yoga.

***Janmashtami - 24/08/2008*:** Being born in an illustrious lineage or high caste does not guarantee success in life or automatically ensure greatness. It is through the attainment of Bhagwat-Bhakti (divine devotion) and Bhagwat-darshan (God-realization) that one makes his or her life a grace-filled success. Despite a low caste birth, if one can achieve true devotion to God and being thus blessed, he or she will be held in high esteem everywhere and venerated the world over. No one then asks about their family lineage. A devotee of the divine is identified only with their beloved Supreme. In this connection there is a wonderful example in the biography of reverend devotee Acharya Ramanuja.

In the village of Punameli resided a devout sadhu called Kanchipurna, who was of the fourth (Sudra) caste by birth. Just as the fragrance of a blooming flower naturally spreads across in all directions, similarly a virtuous person's fame spreads spontaneously everywhere. The pious Kanchipurna's good name and deeds also travelled far and wide. Not only in his village, but people residing in faraway places also knew about him as a true devotee of God. All believed that he had received God's vision and made his life blessed. They were of the belief that Lord Sri Varadaraj, his deity of worship, appears before him every day and converses with him. This was not just a hearsay, but a fact that Lord Sri Varadaraj would actually respond to prayer calls of the devotee Kanchipurna and people would often request Kanchipurna to know from Sri Varadaraj whether their cherished wishes would be fulfilled or not. Unable to avoid them Kanchipurna would place their appeals before Sri Varadaraj, and communicate back the Lord's response. Sri Varadaraj's temple was situated in a village named Kanchipuri, a short distance from Punameli. The village Mahabhutapuri lay in between these two. Everyday Kanchipura would cross the village Mahabhutapuri on his way to the Lord's temple for his daily darshan. Asuri Keshavacharya's residence was along the same approach road. Once day, while Kanchipurna was returning from Sri Varadaraj's temple, Lakshman (Swami Ramanuja, who was a young boy then) saw him. Lakshman was then residing in the house of Keshavacharya. Kanchipurna's holy face, luminous figure and lustrous eyes, immediately captured Lakshman's attention. He was filled with wonder and amazement. Lakshman himself had an extremely pleasant, graceful and handsome appearance. So, by looking at Lakshman, Kanchipurna also felt attracted towards him. As a magnet attracts iron, Kanchipurna was thus attracted towards Lakshman. Kanchipurna approached the boy and got acquainted with him. Lakshman also brought Kanchipurna into the house, according great respect. Keshavacharya knew Kanchipurna. With the assemblage of a great devotee like Kanchipurna and the Godlike Lakshman, their house had become like a great pilgrimage.

As Kanchipurna went to take rest after having his meal, Lakshman expressed his desire to massage his feet. Taken aback, Kanchipurna, said with great hesitation, "You belong to the highest caste of Brahmins and I belong to the low Sudra caste. What is this? How can you touch and serve my feet? Never utter such words again." Lakshman realized that Kanchipurna would never agree to his proposal; and thus became unhappy. He then said, "O Great soul! It is written in the scriptures that a devout Chandal (lowest caste) is superior

to a Brahmin who is bereft of devotion. Devotion to God elevates a person to the highest status and makes them worthy of reverence. You are such a worthy devotee. The act of massaging your feet cannot be an offence. Which Brahmin is superior to you by just being born into the Brahmin caste?" Hearing Lakshman's words Kanchipurna realized that one day the boy's devotion and faith would lead him to accomplish great achievements. Kanchipurna's assessment was not wrong. In future this boy Lakshman became the illustrious "Acharya Ramanuja". *...to be continued*

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Durgesh Chakrabarty**

Teachings of Mata Anandamoyee

While in the ultimate sense time is a delusion, for all practical purposes time is a most valuable commodity which must not be squandered. Consequently it behoves us ceaselessly to invoke the divine name. This is the way to cope with whatever problems confront us and to remove bad karma.

It is by suffering that suffering is overcome, because without suffering few would see the need for self-purification which leads to the unfoldment of our immortal Self. The pilgrimage to immortality may appear arduous and unattractive at first, but it has to be undertaken, for it will lead us to our true home from which we have been absent too long, exposing us to the dualities of worldly life and the cycle of birth and rebirth.

Endurance and courage are essential requirements on the spiritual path. God-realization is not bestowed upon cowards. Just as did Arjuna, each one of us has to act heroically, slaying our weaknesses. There is no escape from the battlefield of life, since any attempt to evade our duty will only prolong the ordeal, keeping us in bodily captivity. Instead we must confidently engage in battle, wielding the unfailing weapon of japa. God will not withhold the price of victory, blissful immortality, which is none other than our own true nature.

With earnestness, love and goodwill carry out life's everyday duties and try to elevate yourself step by step. In all human activities let there be a live contact with the Divine and you will not have to leave off anything. Your work will then be done well and you will be on the right track to find the Master. Whatever work you have to do, do it with a singleness of purpose, with all the simplicity, contentment and joy you are capable of. Thus only will you be able to reap the best fruit of work. In fullness of time, the dry leaves of life will naturally drop off and new ones shoot forth.

…this body has lived with father, mother, husband, and all. This body has served the husband so you may call it wife. It has prepared dishes for all so you may call it cook. It has done all sorts of scrubbing and menial work, so you may call it a servant. But if you look at the thing from another standpoint you will realize that this body has served God, for when I serve my father, mother, husband, and others, I simply considered them as different manifestations of the Almighty, and served them as such. When I sat down and prepared food, I did so as if it were in a ritual, for the food cooked was, after all, meant for God. Whatever I did, I did in the spirit of the divine service. Hence, I was not quite worldly, though always engaged in household affairs. I had but one ideal, to serve all as God, to do everything for the sake of God.

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(7)

Between the years 1907 to 1910, Manicklal kept himself busy in these activities in the house of Bhutnathbabu. Manicklal passed his days in intense happiness amidst the deep and hearty hospitality of Bhutnathbabu. He used to go to his home according to convenience.

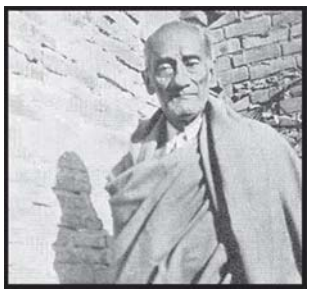

Sri Manicklal Dutta

Manicklal was greatly loved by the station master of Kanu junction. Manicklal was highly proficient in English at that very age, moreover as he had a good and clear hand-writing, the station master got some works of the station done by him. The employees of the station were very pleased by the habitual sweet behavior of Manicklal in a very short span and frequently there was competition among them in inviting him for meal. He was temporarily engaged in a job in that station at the favour of the loving station master and thus it was an avenue for some earning also.

The station master had his native place at Mogra. Because of free access of Manicklal at station master's house, he had a very cordial relation with all the inmates of station master's family and a deep intimacy with his son. An unimaginable incident happened one day. One day Manicklal was traveling in a train from Kanu junction to Chinsurah and incidentally he was accompanied by his friend, the son of the station master. A fair-complexioned, tall and naked, old Brahmin was present among the other passengers in the compartment. His shoulder was adorned by a white sacred thread and he was absorbed in smoking a hucca in his hand. As the train reached Mogra station, Manicklal's friend got down at the station for returning to his home. As the train started from the Mogra station, the Brahmin, who was sitting near Manicklal, attracted his attention to a silk shawl lying nearby and said that the shawl was probably left behind erroneously in the compartment. So he should hand it over to his friend, who owned it, in time. The old Brahmin declared himself as a marriage-maker and expressed his desire of knowing the detailed identity of Manicklal's friend, with a view of choosing him as a groom for a marriage-eligible bride. Manicklal answered in details whatever the old Brahmin wanted to know, took the left over shawl, got down at Chinsurah station and reached his home. In this context, it is noteworthy to mention that the shawl actually belonged to C.I.D. inspector Sri P. N. Mukherjee, who in the garb of the Brahmin travelled in the train, together with Manicklal and his friend from Kanu junction. The shawl was symbolized by a special mark. After entrusting the shawl to Manicklal, he got down at Bandel station, complained at Chinsurah police head-quarters regarding the robbery of the shawl by Manicklal and recommended for his arrest warrant. It was stated before that it was declared to be an anti-government act against the British imperialism to go to the ashram of a sanyasi or carry a religious scripture like the Gita. Manicklal had an intrinsic affinity for both acts, hence his movement triggered doubt in the mind of the government and C.I.D. inspector Mr. Mukherjee was entrusted with this enquiry.

Considering it difficult to arrest Manicklal on the basis of a direct complain, Mr. Mukherjee blamed him of his robbery of the specially marked shawl and tried to arrest him on this accusation.

Anyway, the simple hearted Manicklal rested for sometime in his house, talked with her mother and started for Howrah station without again going to Chinsurah station. He took this decision to go from Howrah station to Kanu junction by long distance trains. In the meantime, the C.I.D. police made a vigorous search in his house and Chinsurah station and tried to identify Manicklal according to his description to arrest him but failed. This failure intensified their doggedness. This hidden operation of the police went on beyond the knowledge of Manicklal. Manicklal reached Kanu junction with the shawl and handed it over to the station master saying that his son had erroneously left it in the train when he traveled to Mogra. The station master looked at the shawl and replied with surprise, "My son doesn't use shawl, hence there is no question of carrying shawl by him." Manicklal was amazed at this fact; he immediately decided his duty and requested to deposit the shawl unhesitatingly in the 'Lost Property' accounts. The station master told him to wait, at least till his son returns from Mogra to Kanu junction because once it is deposited in the railway accounts, it will be very difficult to get it back by the owner.

The police were trying their level best. They were in real disturbance and trouble in their inability to arrest Manicklal. On their failure to capture Manicklal at Chinsurah, a secret order was passed to arrest him, on a fine morning at Bhutnathbabu's house, and this order was unknown to Manicklal. In the midnight of the day, when police were ready to arrest him at dawn, Manicklal was amazingly astonished to hear, "Go and get the shawl deposited immediately." The terrified Manicklal didn't waste a minute and at that hour of night came to station near Bhutnathbabu's house and specially requested the station master to deposit the shawl. Finally he could deposit the shawl, obtained from the train, against the will of the station master, registered it in the 'Lost Property Register' on the previous day's date and again returned to Bhutnathbabu's house. Early morning, it was still dark, when the police surrounded Bhutnathbabu's house and started to interrogate Manicklal regarding the specially marked shawl that he obtained in the train. Manicklal requested the police to enquire in the 'Lost Property' go-down. The planned effort of the police to arrest Manicklal failed and he was relieved no doubt, but the police had a great mental anguish because of their failure. The C.I.D. inspector, Mr. P. N. Mukherjee who once doubted Manicklal and thus vexed him, was very satisfied at his honesty and dedication, certified him with lofty words which is given below -

"I have much pleasure to certify that Babu Manicklal Dutta, S/O Babu Shyma Charan Dutta, of Chinsurah, Hooghly is very respectable by birth and posses a singularly high moral character. He is simple, lovely, honest undoubtedly a thorough loyal young citizen. Above all, for his unflinching loyalty to the state he deserves all sympathy and encouragement."

Dated Sd/
Chinsurah P.N.Mukherjee
The 21st, September Late of the political
1912 C.I.D at present
Inspector
B.P.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay
Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(28)

The Vedas have prescribed numerous procedural streams towards receiving *Brahma-vidya*, the knowledge of the Universal Divine Consciousness. Any one of these streams, if sincerely chosen and whole-heartedly practiced, can lead to the attainment of the *Brahmic*-consciousness, which is the supreme and ultimate goal of all *Brahma-vidyas*. It is unnecessary for a spiritual aspirant to practice all forms of *Brahma-vidya*. Rather, acceptance and practice with any one of these forms is sufficient for the complete and absolute fulfilment of the cherished objective. That is why, it is difficult to deduce the essential logic behind the dispute and conflict among various *Brahma-vidya* sects, when the sole eventual goal of all such sects is fundamentally same—attainment of the *Brahman*, the One Universal Ultimate Reality.

Such petty ideological differences have shrouded in confusion the real objective with which spiritual practices should be performed. The aim of all forms of spiritual penance is one and same. It is therefore prudent to relinquish all traces of spitefulness and strife by being steadfastly established on this one core tenet. The lack of correct and adequate assimilation of this vital tenet has had such an immensely negative impact on the true central idea of spiritual objectivity that it has almost been reduced to utter hollowness. In order to excel in his spiritual endeavours, an aspirant must be open-hearted and liberal in his thoughts. As he progresses towards the higher realms of meditative penance, all forms of qualitative distinctions slowly withers away from his mind—the seeker begins to realize the essential oneness among all. At the end, the entire creation reveals to him as the One Universal Soul (*Atma*)—he sees nothing but the *Atma* in all entities within this cosmic manifestation.

The *Bhagavad-Gita* proclaims,

Sarva-bhutastham-atmanam,
sarva-bhootani chaatmani,
Ikshate yoga-yuktaatma,
sarvatra samadarshanah.

Meaning: The perfectly self-realized seer being established in yoga and endowed with an equanimous vision, perceives the realized Self (*Atma*) everywhere and situated in everything, and beholds all entities/beings in the realized Self.

The *Mahimna-stava* says,

Riju-kutila nana-patha
jushang-nrinameko-gamyastwamasi
payasam-arnava iva.

Meaning: Just as the rivers traversing different paths ultimately enters the ocean, seekers following varied paths to realization, whether straight and twisted (depending on temperament and preference), ultimately reach and converge in the *Paramatma*.

Within the divine invocation prayer (*mangalacharan*) at the commencement of his commentary on *Srimadbhagavat*, *Sridhar Swami* has written, "*Hari-harau ekatmanau*." This phrase has been used to indicate the essential oneness of the Lords *Hari* and *Hara* in their *Atmic* manifestations. The *Shastras* have asserted that both sects,

those who claim to be followers of *Hari* but are inimical of *Shankar*, as well as those who claim to be *Shankar*-devotees but possess animosity towards *Hari*, are damned to hell.

We find in the *Bhagavad-Gita*,

Sankhya-yogau prithak-balah,
pravadanti na panditah
Ekampyasthitah samyak,
ubhayor-vindate phalang.

Meaning: *Sankhya* (principle of the renunciation of actions through the determination of their causal origin) and *Yoga* (the principle of the performance of prescribed actions in the science of the union of the individual and Universal Consciousness) are not considered to be different by those who are enlightened. A person who has perfected himself in the application of even one of these two, achieves the results of both.

Yat-sankhyai prapyate sthanang,
tat-yogair-api gamyate
Ekang sankhyang-cha yogang-cha,
yah pashyati sah pashyati.

Meaning: The state attained through the renunciation of actions as prescribed in *Sankhya*, can also be reached through the performance of prescribed actions as prescribed in *Yoga*.

Those who have effectively assimilated this fact and realize *Sankhya* and *Yoga* to be one and same, are able to behold reality as it actually is. That is, although *Sankhya* and *Yoga* are to two distinct paths towards realization, the ultimate goal and effect of both is the attainment of liberation—this inference establishes the essential oneness of these two paths. Relinquishing the idea and attitude of discrimination is therefore of utmost importance.

The significance of chanting and glorifying the name of Lord *Hari* in *Kaliyuga,* has been discussed and emphasized in the scriptures. Spiritual accomplishments that are attained only through immensely stern austerities and harsh penance in the other *yugas*, may be achieved simply by praying and singing in praise of Lord *Hari*, in the *Kaliyuga*. For example, the *Srimadbhagavat* says, "*Kalau tad-Hari kirtanat*", in order to highlight this idea. I therefore call upon all sectarian separatists to unite and sing the glory of the name and divine qualities of Lord *Hari*! The *Bhakti-sutras* of *Sri Narad* mentions,

Sankirta-maanah Shighrameva-
vibharvati mad-bhavayati bhaktan.

Meaning: When the Lord's name is sung and glorified with complete sincerity and dedication, He quickly manifests before the devotee and immerses him in the Lord's divine *rasa*-filled *bhava*.

Study of the anecdotes on *bhakti* narrated in scriptures such as *Srimadbhagavat*, *Bhagavad-Gita,* the *Bhakti-sutras* of *Sri Narad, Bhakti-sutras* of *Sri Shandilya* etc., has the ability to infuse and enhance devotion within the seeker. I am repeatedly emphasizing that the path of devotion is the principal and most suitable spiritual practice methodology in the *Kaliyuga*. It is inappropriate to relinquish the path of devotion and adopt other paths instead. Even if a seeker follows other spiritual practice mechanisms, it should be supported and accompanied with devotional practice in the path of Bhakti-yoga. *...to be continued*

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

It cannot be that anybody, anywhere is not my very own. I am with you at all times.
—Mata Anandamoyee

News in Brief

27th July - Prasad was offered to Sri Sri Gurumaharajas and distributed in the afternoon on the holy occasion of Guru Purnima. In the evening, Sree Sree Maa gave darshan and provided important spiritual instructions to the devotees present. The previous issue of the journal was released. After this, a musical programme of devotional songs was presented by the ashramites.

26th August – On this day, in the morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on Kriyayoga. The devotees present were spiritually inspired and motivated by this discourse.

3rd September – Like every year, on the holy occasion of Sri Krishna Janmashtami, bhoga was offered to Sri Sri Radhamadhava in the afternoon. To pay homage to our beloved Sri Sri Baba on his birth anniversary, a beautiful cultural programme was organized in the evening. Sree Sree Maa along with the ashramites presented a set of *bhajans*. The audience was mesmerized by the beautiful enchanting devotional songs by Sree Sree Maa. Sri Pradip Chattapadhyay, one of Sri Sri Baba's disciple recollected some incidents of satsang with Sri Sri Baba.

11th September – On this day, the worship of Sri Sri Ramdev Baba was performed in the Ashram premises.

Worship of Sri Sri Ramdev Baba

13th September – On the auspicious occasion of Sri Sri Ganesh Chaturthi, the worship of Lord Ganesha was performed at the premises of Sree Sree Annapurna Kshetra.

30th September – On this day, the twenty-eighth session of the 'Adhyatmik Sabha' was organized. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta continued with the discourse on "Kathopanishad".

Notice

Annual library membership fee of Rs. 100/- (for proper maintenance of books) has to be deposited before 31st January, 2019.

Forthcoming Events

Kojagari Laxmi Puja: 24th Oct, Wednesday
Raas Purnima: 23rd November, Friday
Annual General Meeting: 25th November, Sunday
Anniversary of the enthronement ceremony of Mata Annapurna: 15th December, Saturday morning
Anniversary of the enthronement ceremony of Sri Laxmi-Janardanjiu: 16th December, Sunday morning
Spiritual Congregation: 25th December, Tuesday
Birth Anniversary of Sree Sree Sarada Maa: 28th December, Friday
Enthronement Anniversary of Sri Sri Guru Maharajas : 14th Jan, 2019, Monday

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....

Publication List 1

Publication List 2